BANGLA POST Year: 23 ♦ Issue: 1087 ♦ Friday 28 August - Thursday 03 September 2026 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

বড় অঙ্কের জরিমানার মুখে প্রিন্স হ্যারি ও ৬ তারকা

পোস্ট ডেস্ক : ব্রিটেনের ঐতিহ্যবাহী সংবাদমাধ্যম 'ডেইলি মেইল'-এর প্রকাশনা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড নিউজপেপারস লিমিটেড (এএনএল)-এর বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি গোপনীয়তা লঙ্ঘনের মামলায় হেরে যাওয়ার পর বিশাল অঙ্কের আইনি খরচের মুখে পড়েছেন প্রিন্স হ্যারি ও অন্য ছয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি। খবর বিবিসির।

আদালত তাদের ওপর এক ব্যতিক্রমী নির্দেশ জারি করে প্রকাশনা সংস্থাটিকে আগামী সপ্তাহের শুক্রবারের (২৮ আগস্ট) মধ্যে প্রাথমিকভাবে ৯৫.৪ লাখ পাউন্ড (প্রায় ১৬০ কোটি টাকা) পরিশোধের আদেশ দিয়েছে।

প্রিন্স হ্যারির পাশাপাশি এই মামলায় হেরে যাওয়া অন্য ছয়জন হলেন- কিংবদন্তি গায়ক স্যার এলটন জন ও তার স্বামী ডেভিড ফার্নিশ, লিবারেল ডেমোক্র্যাট দলের সাবেক ডেপুটি লিডার স্যার সাইমন হিউজ, বর্ণবাদবিরোধী আন্দোলনকর্মী ব্যারনস লরেন্স এবং খ্যাতনামা অভিনেত্রী সেডি ফ্রস্ট ও লিজ হার্লি। হাইকোর্টের বিচারপতি জাস্টিস নিকলিন মামলায় --১৬ পৃষ্ঠায়

১২ ব্রিটিশ নাগরিকসহ নিখোঁজ কয়েক'শ

নেপালে বন্যায় দেড় শতাধিক নিহত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নেপালে আকস্মিক বন্যা ও ভূমিধসে অন্তত ১৫৭ জন মারা গেছেন। ১২ ব্রিটিশ নাগরিকসহ নিখোঁজ রয়েছেন কয়েক'শ মানুষ। তাঁদের অধিকাংশই বিদেশি পর্যটক বলে জানা গেছে। বুধবার দেশটির মধ্যাঞ্চলীয় বাগমাতি প্রদেশের রসুয়া ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জেলায় আকস্মিক এ বন্যা ও ভূমিধসের ঘটনা ঘটে।

নেপালের পুলিশের পক্ষ থেকে স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত পাওয়া অনুযায়ী, বন্যা ও ভূমিধসকবলিত এলাকাগুলো থেকে ১৫৭টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে রসুয়ায় একজন, নুয়াকোটে ১১ জন, ধাদিংয়ে ১৮ জন, চিতওয়ানে ৩৩ জন, গোর্খায় ১৯ জন, তানাহুঁ সাতজন এবং নওয়ালপুরে ১১ জনের মরদেহ উদ্ধারের তথ্য পাওয়া গেছে।

নেপাল পর্যটন বোর্ডের তথ্যমতে, নিখোঁজ ৪০৩ জনের মধ্যে ৩৪১ জনই বিদেশি নাগরিক। তাঁদের মধ্যে ভারতের ১৩৩ জন, যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭ জন এবং যুক্তরাজ্যের ৩৩ জন রয়েছেন। নিখোঁজ ব্যক্তিদের মধ্যে ২০০ জন নারী ও ২০৩ জন পুরুষ। ধারণা করা হচ্ছে, নিখোঁজ ব্যক্তিদের মধ্যে ২৬টি দেশের নাগরিক রয়েছেন। নিখোঁজ রয়েছেন ৬১ জন নেপালিও।

প্রবল স্রোতে নেপালের বিস্তীর্ণ এলাকার ঘরবাড়ি, সড়ক ও জলবিদ্যুৎকেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একই সময়ে তিব্বতের গাইরং কাউন্টির একটি সীমান্ত পারাপার কেন্দ্রেও ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। সেখানে বহু মানুষ নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিশির খানাল সংসদে জানিয়েছেন, ওই এলাকায় ৪ দশমিক ৪ মাত্রার একটি ভূমিকম্পের পর বরফধসের কারণে বন্যার সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে। তবে দুর্যোগের প্রকৃত কারণ জানতে আরও তদন্ত প্রয়োজন।

নেপালের পর্যটন কর্তৃপক্ষের প্রাথমিক হিসাবে, দুর্গত এলাকা থেকে অন্তত ৪০০ জন পর্যটক ও ভ্রমণকারী নিখোঁজ রয়েছেন। তাদের মধ্যে ১০৫ জন ভারতীয়, ৯৩ জন নেপালি, তিনজন মার্কিন ও ১২ জন ব্রিটিশ নাগরিক রয়েছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার বার্তা সংস্থা ইয়োনহাপ জানিয়েছে, দেশটির অন্তত আট নাগরিকেরও কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

নেপালের এক পুলিশ কর্মকর্তা দ্য গার্ডিয়ানকে জানিয়েছেন, প্রবল বর্ষণ ও আকস্মিক বন্যার পর এখন পর্যন্ত ২২টি মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

স্থানীয় কর্মকর্তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, বুধবার সকাল ৯টার দিকে সীমান্ত এলাকার ভোটেকোশি নদীতে হঠাৎ পানির প্রবাহ বেড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই পানির স্রোতে কয়েকটি গ্রাম, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও একাধিক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

নেপাল সরকারের মুখপাত্র সস্মিত পোখরেল বলেন, দুর্গম এলাকায় উদ্ধারকাজ পরিচালনায় ভারত ও চীনের কাছে প্রয়োজনীয় সহায়তা চাওয়া হয়েছে। --১৬ পৃষ্ঠায়

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে সরগরম মিডিয়া

এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল : তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠনের পর যে ক'জন টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী তাঁর কেবিনেটে যুক্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে ইতোমধ্যে ব্যাপক আলোচনায় চলে এসছেন প্রধানমন্ত্রীর সাবেক পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা ও বর্তমান পরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী (টেকনোক্র্যাট) হিসেবে গত শুক্রবার শপথ নিয়েছেন তিনি। এরপর থেকে দেশে বিদেশে চলছে পক্ষে বিপক্ষে নানা --১৬ পৃষ্ঠায়

বিশ্বজুড়ে মার্কিন ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্থগিত

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসাপ্রার্থীদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে দেশটির ক্ষমতায় আসার পর কঠোর অভিবাসনবিরোধী নীতি গ্রহণ করেন। এর অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অভিবাসনবিরোধী কঠোর অভিযান চলছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক মুখপাত্র গত মঙ্গলবার বলেছেন, বিশ্বজুড়ে সব মার্কিন দূতাবাস ও কনস্যুলেটে একটি বৈশ্বিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। এটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে ভিসাসেবা-সংক্রান্ত অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময়সূচিতে পরিবর্তন আনা হবে।

ট্রাম্প আগ্রাসীভাবে অভিবাসীদের বহিষ্কার ও অভিবাসনবিরোধী কঠোর অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। এর আওতায় ভিন্ন রাজনৈতিক মতামত কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ইসরায়েলের গাজায় হামলার বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে অংশ নেওয়ার মতো নানা কারণে মার্কিন ভিসা ও গ্রিন কার্ড বাতিল করা হচ্ছে। আবেদনও প্রত্যাখ্যান --১৭ পৃষ্ঠায়

সিলেটে ব্যবসায়ীকে একাই খুন করেছে জালাল

সিলেট অফিস : ঘটনাটি লোমহর্ষক। সিলেট নগরের শাহপরাণ এলাকায় ব্যবসায়ী শাহাবউদ্দিনকে একাই কুপিয়ে খুন করেছে দোকান কর্মচারী জালাল আহমদ। --১৬ পৃষ্ঠায়

গ্রিন কার্ড প্রত্যাশী বাংলাদেশিদের জন্য সুখবর

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে ফ্যামিলি-বেইজড গ্রিন কার্ডের অপেক্ষায় থাকা বাংলাদেশি আবেদনকারীদের জন্য আগস্টের ভিসা বুলেটিনে এসেছে বড় ধরনের অগ্রগতি। পরিবারভিত্তিক অভিবাসন ভিসার এফ-২এ ক্যাটাগরিতে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়েছে ভিসা পাওয়ার সুযোগ।

এফ-২এ ক্যাটাগরির আওতায় রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা বা গ্রিন কার্ডধারীদের স্বামী বা স্ত্রী এবং ২১ বছরের কম বয়সি অবিবাহিত সন্তান।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের আগস্ট ২০২৬-এর ভিসা বুলেটিন অনুযায়ী, এফ-২এ ক্যাটাগরির 'ফাইনাল অ্যাকশন ডেট' ১ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে এগিয়ে ২২ জুলাই ২০২৬ করা হয়েছে। অর্থাৎ এক মাসের ব্যবধানেই কাট-অফ তারিখে বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে।

এই পরিবর্তনের ফলে যেসব বাংলাদেশি আবেদনকারীর অগ্রাধিকার তারিখ ২২ জুলাই ২০২৬-এর আগে, তাদের জন্য অভিবাসন ভিসা ইস্যু বা সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী, ভিসা বুলেটিনের 'ফাইনাল অ্যাকশন ডেট' নির্ধারণ করে কোন অগ্রাধিকার তারিখের --১৬ পৃষ্ঠায়

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই অধ্যাপকের লাশ উদ্ধার

পোস্ট ডেস্ক : চুরি বা প্ল্যাজিয়ারিজমের অভিযোগ ঘিরে তীব্র বিতর্ক ও সমালোচনার মুখে পড়া কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক জেসন আরডে (৪১) মারা গেছেন। শুক্রবার (১৪ আগস্ট) দক্ষিণ লন্ডনের ব্যাটারসিয়ার একটি বাসা থেকে তার নিথর দেহ উদ্ধার করে জরুরি সেবা সংস্থা।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি অপ্রত্যাশিত হলেও আপাতদৃষ্টিতে কোনো সন্দেহজনক আলামত --১৭ পৃষ্ঠায়

ঢাকায় থামছেই না ছিনতাইকারীদের দৌরাত্ম্য

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : রাজধানীতে ছিনতাইকারীদের দৌরাত্ম্য থামছেই না। রাতের আঁধারের পাশাপাশি এখন দিনদুপুরেও ব্যস্ত সড়কে অস্ত্র নিয়ে নেমে পড়ছে সংঘবদ্ধ ছিনতাইকারী চক্র। ব্যাংকে টাকা জমা দিতে যাওয়ার পথে কোটি টাকা ছিনতাই থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীকে গুলি করে ডলার লুট, পথচারীর মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়া কিংবা বাধা দিলে ধারালো অস্ত্রের আঘাত; সাম্প্রতিক একের পর এক ঘটনায় নগরবাসীর মধ্যে আতঙ্ক বাড়ছে।

গত ৯ আগস্ট সকালে উত্তরা এলাকায় ব্যাংকে টাকা জমা দিতে যাওয়ার পথে ডিএল পেট্রোল পাম্পের ১ কোটি ২১ লাখ ২৫ হাজার টাকা ছিনতাই হয়। তিনটি মোটরসাইকেলে আসা একদল দুর্বৃত্ত টাকা বহনকারী গাড়ির গতিরোধ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়ে টাকার ব্যাগ নিয়ে পালিয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রীর খালাতো ভাইয়ের ওই ফিলিং স্টেশনের টাকা ব্যাংকে জমা দিতে --১৬ পৃষ্ঠায়

দিনাজপুরে উট পাখির সফল প্রজনন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জেলার পার্বতীপুর উপজেলার হাবড়া ইউনিয়নে মরনাই গ্রামে উট পাখিসহ বন্য প্রাণী সমৃদ্ধ একটি মিনি চিড়িয়াখানা ও পার্ক স্থাপন করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার জেলার পার্বতীপুর উপজেলার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা --১৬ পৃষ্ঠায়

টাওয়ার হ্যামলেটসজুড়ে এ-লেভেল ফলাফলে উচ্ছ্বাস, শিক্ষার্থীদের সাফল্যে গর্বিত পরিবার ও শিক্ষকরা

এ-লেভেল রেজাল্ট প্রকাশের দিন টাওয়ার হ্যামলেটসজুড়ে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) শিক্ষার্থীরা তাদের এ-লেভেল এবং লেভেল-থ্রি ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশন পরীক্ষার ফলাফল জানতে নিজ নিজ স্কুল ও কলেজে সমবেত হন। ফলাফল হাতে পেয়ে অনেক শিক্ষার্থীর মুখে ফুটে ওঠে স্বস্তি ও আনন্দের হাসি, আর পরিবার ও শিক্ষকরাও তাদের সাফল্যে গর্ব প্রকাশ করেন।

বো-এর সেন্ট পল'স ওয়ে ট্রাস্ট স্কুলেও ছিল একই রকম আনন্দঘন মুহূর্ত। ফলাফল সংগ্রহ করতে আসা শিক্ষার্থীদের সাথে আনন্দ ভাগ করে নিতে সেখানে উপস্থিত হন, কেবিনেট মেম্বার ফর চিলড্রেন, ইয়াং পিপল এন্ড লাইফ চান্সেস, কাউন্সিলর ফয়সাল আহমেদ।

স্কুলটির শিক্ষার্থীরা এ বছরও অসাধারণ সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। ইব্রাহিম রশিদ ম্যাথস (গণিত), ফার্দার ম্যাথস, অর্থনীতি এবং কম্পিউটার সায়েন্সে চারটি 'এ স্টার' গ্রেড অর্জন করে সবার নজর কেড়েছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত বিষয়ে পড়াশোনা করবেন। আইজ্যাক স্কট ইতিহাস, আর্ট এবং গণিতে একটি 'এ স্টার' ও দুটি 'এ' গ্রেড অর্জন করেছেন। তিনি বেলজিয়ামের একটি চার্চে এক বছর কাজ করার পর ২০২৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্কিটেকচার নিয়ে পড়াশোনা শুরু করবেন। অন্যদিকে সিয়ানা ইয়াসমিন ইতিহাস, অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে দুটি 'এ' এবং একটি 'বি' গ্রেড অর্জন করে তার স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ নিশ্চিত করেছেন।

ফলাফলের প্রতিক্রিয়ায় সেন্ট পল'স ওয়ে স্কুলের সেকেন্ডারী এন্ড সিক্সথ ফরম এর হেড, ফিরদৌসি উদ্দিন বলেন, "আমাদের শিক্ষার্থীদের অসাধারণ অর্জনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। তাদের কঠোর পরিশ্রম, দৃঢ়তা এবং শিক্ষক, পরিবার ও বৃহত্তর কমিউনিটির সহায়তার ফলেই এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে। এই ফলাফল তাদের সামনে নতুন ও উচ্চাভিলাষী সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। আমি সকল শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সাফল্য কামনা করছি এবং তাদের পরিবার ও আমাদের কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই, যারা প্রতিনিয়ত তাদের সমর্থন দিয়ে গেছেন।"

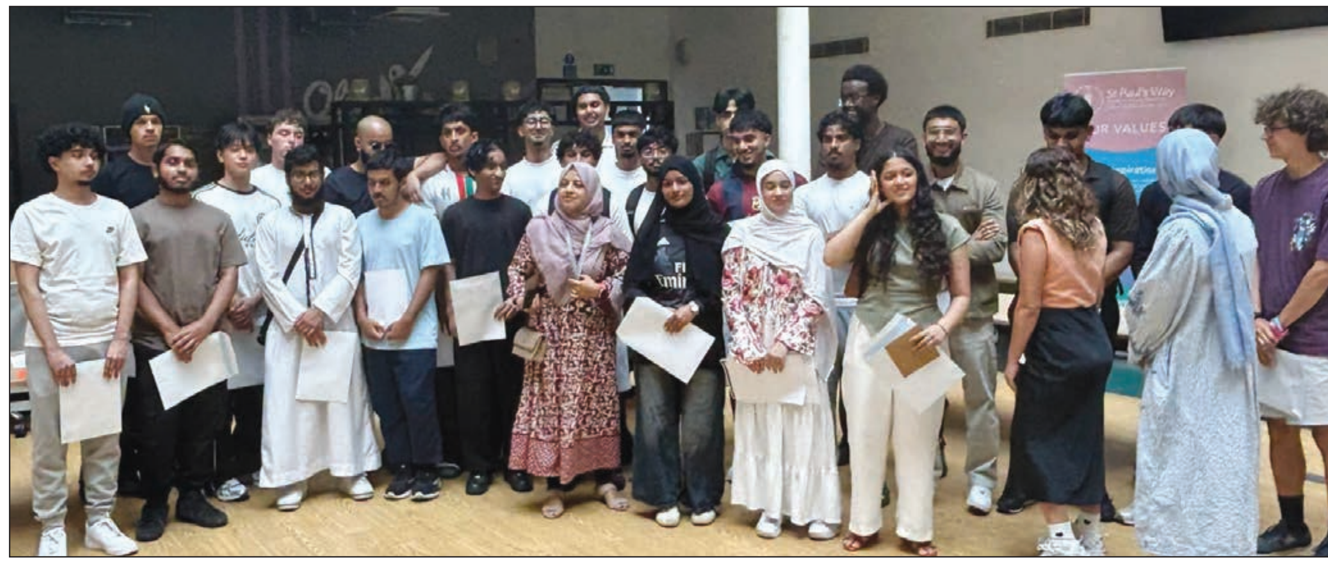

টাওয়ার হ্যামলেটসের এক্সিকিউটিভ মেয়র লুৎফুর রহমান সকল শিক্ষার্থীকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "আমি সকল শিক্ষার্থীকে তাদের এ-লেভেল ফলাফলের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। দেশের যেকোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তুলনায় টাওয়ার হ্যামলেটসে সবচেয়ে বেশি তরুণ জনগোষ্ঠী রয়েছে। তাই আমাদের তরুণদের জন্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা আমাদের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে তরুণদের সহায়তা করার লক্ষ্যে আমরা উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের ব্যবস্থা করেছি, যার মধ্যে রয়েছে বিনামূল্যে স্কুল মিল, স্কুল পোশাক অনুদান, এডুকেশন মেইন্টেন্যান্স এলাউন্স (ইএমএ) এবং ইউনিভার্সিটি বার্সারি। এই ফলাফল আবারও প্রমাণ করে যে তরুণদের প্রতি বিনিয়োগ কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষার্থীরা তাদের লক্ষ্য অর্জনে কতটা কঠোর পরিশ্রম করেছে।"

তিনি আরও বলেন, "আমি সকল অভিভাবক, শিক্ষক, স্কুল ও কলেজের কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই, যারা শিক্ষার্থীদের এই সাফল্যের পথে সমর্থন ও প্রেরণা জুগিয়েছেন।"

কেবিনেট মেম্বার ফর চিলড্রেন, ইয়াং পিপল এন্ড লাইফ চান্সেস, কাউন্সিলর ফয়সাল আহমেদ বলেন, "সকল শিক্ষার্থীকে তাদের ফলাফলের জন্য অভিনন্দন। আমি কাছ থেকে দেখেছি আমাদের তরুণরা কতটা নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে পড়াশোনা করেছে এবং কীভাবে আমাদের শিক্ষকরা তাদের সাফল্যের জন্য অক্লান্তভাবে কাজ করেছেন। এটি সাফল্য উদযাপনের সময় এবং টাওয়ার হ্যামলেটসের তরুণদের অসাধারণ প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেওয়ার এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।"

এদিকে ফলাফল পাওয়ার পর যেসব শিক্ষার্থী তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে অনিশ্চয়তায় রয়েছে, তাদের জন্য সহায়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছে টাওয়ার হ্যামলেটসের তরুণদের ক্যারিয়ার সেবা "ইয়াং ওয়ার্কপাথ"। এই সার্ভিস শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানসংক্রান্ত তথ্য, পরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা প্রদান করছে। শিক্ষার্থীরা সরাসরি সাক্ষাৎ, টেলিফোন বা ভিডিও কলের মাধ্যমে ক্যারিয়ার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে নিজেদের জন্য উপযুক্ত পরবর্তী পথ নির্ধারণ করতে পারবে।

এ বছরের ফলাফল টাওয়ার হ্যামলেটসের তরুণদের মেধা, অধ্যবসায় ও সম্ভাবনার আরেকটি উজ্জ্বল প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও পরিবারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অর্জিত এই সাফল্য তাদের ভবিষ্যৎ যাত্রার জন্য এক শক্ত ভিত্তি তৈরি করেছে।

স্কুল শেষ? মেনিনজাইটিস থেকে সুরক্ষায় এখনই নিন বিনামূল্যের MenB ভ্যাকসিন

টাওয়ার হ্যামলেটসের তরুণদের মেনিনজাইটিস এবং সেপটিসেমিয়া (রক্তে মারাত্মক সংক্রমণ) থেকে সুরক্ষিত রাখতে বিনামূল্যে মেনবি (MenB) ভ্যাকসিন গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে। যারা সম্প্রতি স্কুল শেষ করেছে এবং এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বা কর্মজীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, তারা এই ভ্যাকসিনের জন্য যোগ্য হতে পারে।

মেনিনোকক্কাল বি (MenB) রোগ একটি বিরল হলেও অত্যন্ত গুরুতর সংক্রমণ, যা মেনিনজাইটিস বা রক্তে সংক্রমণের কারণ হতে পারে। দ্রুত চিকিৎসা না পেলে এ রোগে মৃত্যু হতে পারে এবং অনেক ক্ষেত্রে শ্রবণশক্তি হারানো, অঙ্গচ্ছেদ, মস্তিষ্কের ক্ষতি বা অন্যান্য জীবনব্যাপী প্রতিবন্ধকতার ঝুঁকি থাকে। যুক্তরাজ্যে বর্তমানে মেনিনোকক্কাল রোগের অন্যতম প্রধান কারণ হলো গ্রুপ বি ব্যাকটেরিয়া, যার বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয় মেনবি ভ্যাকসিন।

যুক্তরাজ্য স্বাস্থ্য নিরাপত্তা সংস্থার (ইউকেএইচএসএ) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের শরৎকাল থেকে প্রথমবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে যাওয়া এবং নির্দিষ্ট বয়সসীমার তরুণদের জন্য মেনবি ভ্যাকসিন ফ্রি প্রদান করা হচ্ছে। যারা প্রথমবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয় বা ফারদার এডুকেশন আবাসনে (হল অব রেসিডেন্স) উঠতে যাচ্ছে, তাদের বিশেষভাবে দ্রুত টিকা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

এই কর্মসূচিতে বেক্সসেরো ভ্যাকসিন ব্যবহার করা হবে। পূর্ণ সুরক্ষা পেতে দুই ডোজ ভ্যাকসিন নিতে হবে, যা সাধারণত অন্তত চার

সপ্তাহের ব্যবধানে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ডোজ গ্রহণের অন্তত দুই সপ্তাহ পরে শরীরে পর্যাপ্ত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়। তাই শরৎকালে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ জীবন শুরু করার আগে যত দ্রুত সম্ভব টিকা নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, নতুন শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে যোগদানকারী শিক্ষার্থীরা ঘনবসতিপূর্ণ পরিবেশে বসবাসের কারণে সংক্রমণের ঝুঁকিতে বেশি থাকে। ফলে মেনবি ভ্যাকসিন তরুণদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা প্রদান করতে পারে।

মেনিনজাইটিসের প্রাথমিক লক্ষণগুলো অনেক সময় সাধারণ ফ্লুর মতো মনে হতে পারে। তবে তীব্র মাথাব্যথা, ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া, উচ্চ জ্বর, তন্দ্রাচ্ছন্নতা, বিভ্রান্তি, ঠান্ডা হাত-পা, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, বমি, পেশিতে ব্যথা অথবা ত্বকে দাগ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসা নিতে হবে। স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জোর দিয়ে বলেছেন, উপসর্গ দ্রুত খারাপ হলে কখনোই অপেক্ষা করা উচিত নয়।

টাওয়ার হ্যামলেটসের পরিবারগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে, তারা যেন তাদের সন্তানদের ভ্যাকসিন গ্রহণে উৎসাহিত করেন এবং নতুন শিক্ষা বা কর্মজীবন শুরু করার আগে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করেন।

যেসব তরুণ বা পরিবার জানতে চান তারা মেনবি ভ্যাকসিনের জন্য যোগ্য কিনা, তারা অনলাইনে তথ্য যাচাই করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে পারেন।

আরও তথ্য ও বুকিং: https://www.nhs.uk/book-menb

WE ALL NEED TO SAVE 28 LITRES A DAY
(That's about a sinkful)
If we keep using water like we do now, by 2055, we could be short by 5 billion litres a day.
Search Let's Save Water
LET'S SAVE WATER.

'ওয়াটার সেফটি' সচেতনতায় জোর দিচ্ছে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল

খোলা জলাশয়ে সাঁতার নয়, নিরাপদ বিকল্প বেছে নেওয়ার আহ্বান

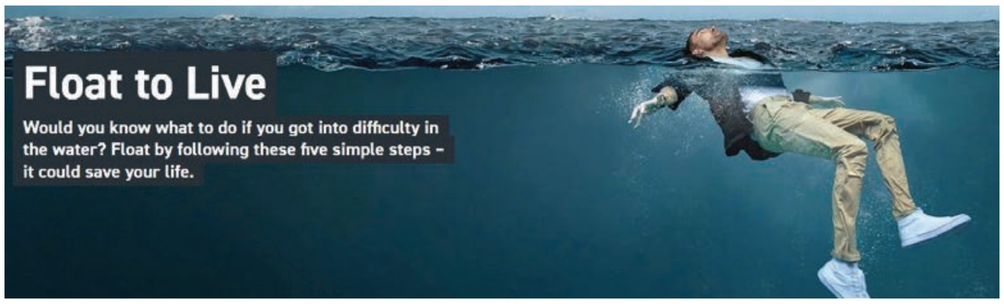

সাম্প্রতিক এক মর্মান্তিক ঘটনার পর কমিউনিটির শিশু, কিশোর, তরুণ বয়সী এবং পরিবারগুলোর মধ্যে পানি নিরাপত্তা বা 'ওয়াটার সেফটি' বিষয়ক সচেতনতা বাড়াতে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল বিভিন্ন উদ্যোগ জোরদার করেছে। গরমের সময় শীতল হতে গিয়ে যেন কেউ ঝুঁকিপূর্ণ খোলা জলাশয়ে সাঁতার কাটার সিদ্ধান্ত না নেয়ার জন্য কাউন্সিল বাসিন্দাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

বর্তমান গরম আবহাওয়ায় নদী, লেক, খাল, কুয়ারি বা রিজার্ভারের মতো উন্মুক্ত জলাশয় অনেকের কাছে আকর্ষণীয় মনে হতে পারে। তবে এসব স্থানে এমন অনেক ঝুঁকি থাকে যা ওপর থেকে দেখা যায় না। পানির নিচে লুকিয়ে থাকা স্রোত, হঠাৎ গভীর হয়ে যাওয়া অংশ, ঠান্ডা পানির কারণে 'কোল্ড ওয়াটার শক' এবং পানির নিচে থাকা বিভিন্ন বিপজ্জনক বস্তু বা আবর্জনা মুহূর্তের মধ্যে জীবনহানির কারণ হতে পারে।

প্রতি বছর যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অনিরাপদ জলাশয়ে সাঁতার কাটতে গিয়ে তরুণ-তরুণীরা গুরুতর আহত হয় বা প্রাণ হারায়। এ কারণে লাইফগার্ডবিহীন অথবা অনুমোদিত নয় এমন কোনো স্থানে পানিতে নামার ঝুঁকি না নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

কাউন্সিল বিশেষভাবে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, অনুমোদনহীন জলাশয়, খোলা খাল, শ্যাডওয়েল বেসিন বা অন্য কোনো উন্মুক্ত পানির স্থানে সাঁতার কাটা অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে পানির প্রকৃত গভীরতা বোঝা যায় না এবং পানির নিচে থাকা বস্তুগুলো সাঁতারুদের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করে। এছাড়া গরম আবহাওয়ার মধ্যেও উন্মুক্ত জলাশয়ের পানি অনেক বেশি ঠান্ডা থাকতে পারে, যা শরীরে আকস্মিক শক সৃষ্টি করে এবং ডুবে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়।

সম্প্রতি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারানো এক তরুণের পরিবারের সঙ্গে টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র লুৎফুর রহমান এবং কাউন্সিলের প্রতিনিধিরা সাক্ষাৎ করে গভীর সমবেদনা জানান। একই সঙ্গে তারা পরিবারকে আশ্বস্ত করেন যে এই কঠিন সময়ে পুরো কমিউনিটি তাদের পাশে রয়েছে। আলোচনায় খোলা জলাশয়ে সাঁতার কাটার ঝুঁকি সম্পর্কে আরও ব্যাপক জনসচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল কমিউনিটি, জমির মালিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সংগঠন এবং বিভিন্ন অংশীদারের সঙ্গে কাজ করে পানি নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। লক্ষ্য একটাই, ভবিষ্যতে যেন আর কোনো পরিবার এ ধরনের হৃদয়বিদারক ক্ষতির মুখোমুখি না হয়।

বাসিন্দাদের জন্য কাউন্সিলের নিরাপত্তা পরামর্শ হলোঃ নিরাপদ ও তত্ত্বাবধানযুক্ত সুইমিং ভেন্যু ব্যবহার করুন। খোলা জলাশয়ে সাঁতার এড়িয়ে চলুন। কোনো কারণে পানিতে বিপদে পড়লে আতঙ্কিত না হয়ে 'ফ্লোট টু লিভ' পদ্ধতি অনুসরণ করুন। পাশাপাশি সবসময় সতর্কতামূলক সাইন ও নিরাপত্তা নির্দেশনা মেনে চলুন।

কাউন্সিল সবাইকে এই গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি পরিবার, বন্ধু এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

মনে রাখুন, সঠিক সময়ে নেওয়া একটি সঠিক সিদ্ধান্ত একটি জীবন বাঁচাতে পারে।

আরও বেশি পরিবারের জন্য সম্প্রসারিত স্কুল ইউনিফর্ম অনুদান কর্মসূচি

নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরুর আগে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল তাদের স্কুল ক্লোদিং গ্রান্ট কর্মসূচি সম্প্রসারণ করেছে, যাতে আরও বেশি পরিবার স্কুল ইউনিফর্ম ও পোশাক কেনার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা পেতে পারে।

২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে প্রথমবারের মতো ইয়ার ৩ এবং ইয়ার ১০-এ উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষার্থীদেরও এই অনুদান কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। এর আগে শুধুমাত্র রিসেপশন এবং ইয়ার ৭-এ ভর্তি হওয়া শিশুদের জন্য এই সহায়তা উপলব্ধ ছিল।

এছাড়া যোগ্যতার জন্য নির্ধারিত বার্ষিক পারিবারিক আয়ের সীমা ৫০,৩৫০ পাউন্ড থেকে বাড়িয়ে ৬০,০০০ পাউন্ড করা হয়েছে। ফলে আরও বেশি পরিবার এই আর্থিক সহায়তার সুবিধা নিতে পারবেন।

যোগ্য পরিবারগুলো রিসেপশন ও ইয়ার ৩-এর শিক্ষার্থীদের জন্য প্রতি শিশুর বিপরীতে ৫০ পাউন্ড এবং ইয়ার ৭ ও ইয়ার ১০-এর শিক্ষার্থীদের জন্য ১৫০ পাউন্ড অনুদান পেতে পারবেন, যা নতুন স্কুল ইউনিফর্ম ও প্রয়োজনীয় পোশাক কেনার জন্য ব্যবহার করা যাবে।

অনুদানের জন্য আবেদন করতে আবেদনকারীকে টাওয়ার হ্যামলেটসের বাসিন্দা হতে হবে (অথবা কাউন্সিলের মাধ্যমে অন্য বরোতে পুনর্বাসিত হতে হবে) এবং পরিবারের মোট আয় ৬০ হাজার পাউন্ডের কম হতে হবে। আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট শিশুর অভিভাবক বা আইনগত অভিভাবক হতে হবে এবং শিশুকে সেপ্টেম্বর ২০২৬ থেকে রিসেপশন, ইয়ার ৩, ইয়ার ৭ অথবা ইয়ার ১০-এ ভর্তি হতে হবে।

কাউন্সিল পরিবারগুলোকে যত দ্রুত সম্ভব আবেদন করার আহ্বান জানিয়েছে। আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে ১ মে থেকে এবং ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

আবেদন করার সময় ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স নম্বর, পরিবারের আয়ের তথ্য, সন্তানের স্কুলের নাম এবং সর্বশেষ ব্যাংক স্টেটমেন্টের প্রয়োজন হবে।

স্কুলে ফেরার খরচ কমাতে এবং পরিবারগুলোর আর্থিক চাপ হ্রাস করতে কাউন্সিলের এই সম্প্রসারিত উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আরও তথ্য ও আবেদন করতে ভিজিট করুনঃ
www.towerhamlets.gov.uk/lgnl/advice_and_benefits/benefits/School-clothing-grants.aspx

টাওয়ার হ্যামলেটস কমিউনিটি ইকুইপমেন্ট সার্ভিসের নতুন প্রোভাইডার

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কমিউনিটি ইকুইপমেন্ট সার্ভিস এখন নতুন সেবা প্রদানকারী এনাবল্ড লিভিং হেলথকেয়ার -এর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। ১ জুলাই ২০২৬ থেকে এই পরিবর্তন কার্যকর হয়েছে এবং যারা বর্তমানে কাউন্সিল বা স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছেন, তাদের যেকোনো মেরামত, সংগ্রহ বা সহায়তার জন্য এখন এনাবেল্ড লিভিং হেলথকেয়ার -এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

কমিউনিটি ইকুইপমেন্ট সার্ভিস টাওয়ার হ্যামলেটসের হাজারো বাসিন্দাকে আরও স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে সহায়তা করে। এই সেবার মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ সহায়ক সরঞ্জাম থেকে শুরু করে হাসপাতালের বেড, ম্যাট্রেস, হোইস্টসহ বিভিন্ন বিশেষায়িত সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়, যা বাসিন্দাদের চলাফেরা, গোসল, টয়লেট ব্যবহার, রান্না, পোশাক পরিধান এবং ব্যক্তিগত পরিচর্যার মতো কাজে সহায়তা করে।

কাউন্সিল এবং স্বাস্থ্যসেবা অংশীদারদের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এই সেবার আওতায় এখন দৈনন্দিন জীবনের সহজ সহায়ক সরঞ্জাম পাওয়ার পদ্ধতিতেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। যোগ্য বাসিন্দাদের মূল্যায়নের পর একজন অকুপেশনাল থেরাপিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট, কমিউনিটি নার্স বা অনুমোদিত অ্যাসেসর একটি প্রেসক্রিপশন প্রদান করবেন। সেই প্রেসক্রিপশন ব্যবহার করে অনুমোদিত খুচরা বিক্রেতাদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ করা যাবে।

এই নতুন ব্যবস্থার ফলে সেবাগ্রহীতারা আরও বেশি পছন্দ ও নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পাবেন। তারা নিজেদের সুবিধামতো অনুমোদিত বিক্রেতার কাছ থেকে সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে পারবেন এবং আগের তুলনায় আরও বিস্তৃত পরিসরের পণ্য বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবেন। প্রয়োজনে নির্ধারিত মানের সরঞ্জামের পরিবর্তে অতিরিক্ত অর্থ যোগ করে নিজেদের জীবনধারার সঙ্গে আরও উপযোগী পণ্যও সংগ্রহ করা যাবে।

এছাড়া নতুন সেবা মডেল এমন বাসিন্দাদেরও উপকৃত করবে যারা সরকারি সহায়তার জন্য যোগ্য নন। তারা কোনো মূল্যায়ন বা প্রেসক্রিপশন ছাড়াই অনুমোদিত বিক্রেতাদের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে সরঞ্জাম কিনতে পারবেন। অনেক সহায়ক সরঞ্জামের মূল্য ৩০ পাউন্ড-এর কম এবং এগুলো সীমিত চলাচলক্ষমতা, গোসল, খাবার প্রস্তুত, খাওয়া বা পোশাক পরিধানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সহায়তা দিতে পারে।

কাউন্সিল বাসিন্দাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, বাড়িতে থাকা কোনো হাসপাতাল বেড, ম্যাট্রেস, হোইস্ট অথবা অন্য কোনো কমিউনিটি ইকুইপমেন্ট আর প্রয়োজন না হলে অথবা মেরামতের দরকার হলে, সেটিতে মেডইকুইপ -এর স্টিকার বা বারকোড থাকুক বা না থাকুক, এখন সরাসরি এনাবল্ড লিভিং হেলথকেয়ার-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

যোগাযোগের তথ্য
Enabled Living Healthcare
ফোন: 0203 373 2222
ইমেইল: info@enabledlivinghealthcare.co.uk
ঠিকানা: Enabled Living, 7 Alpine Way, Beckton, E6 6LA

কাউন্সিলের লক্ষ্য হলো আরও সহজ, নমনীয় এবং ব্যবহারকারী-কেন্দ্রিক একটি সেবা নিশ্চিত করা, যাতে বাসিন্দারা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রুত এবং কার্যকরভাবে সহায়ক সরঞ্জাম পেতে পারেন এবং দীর্ঘদিন স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে সক্ষম হন।

জিসিএসই পরীক্ষায়ও টাওয়ার হ্যামলেটসের শিক্ষার্থীদের সাফল্য অব্যাহত

এ লেভেল পরীক্ষার পর জিসিএসই পরীক্ষায়ও অসাধারন ফলাফল বয়ে এনেছে টাওয়ার হ্যামলেটস বারার শিক্ষার্থীরা। তারা সার্বিকভাবে প্রত্যাশার চেয়ে ভালো ফলাফল অর্জন করেছেন। ২০ অগাস্ট, বৃহস্পতিবার ফলাফল ঘোষণার পর স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে আনন্দ উচ্ছ্বাস দেখা গেছে।

শিক্ষার্থীদের এই সাফল্যে শুভেচ্ছা জানাতে এবং তাদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিতে সোয়ানলি সেকেন্ডারী স্কুলে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কেবিনেট মেম্বার ফর চিলড্রেন, ইয়াং পিপল এন্ড লাইফ চান্সেস, কাউন্সিলার ফয়সাল আহমেদ।

টাওয়ার হ্যামলেটসের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান "জিসিএসই-তে অসামান্য ফলাফল অর্জনকারী সকল শিক্ষার্থীকে আন্তরিক অভিনন্দন" জানিয়ে বলেন, "আমি জানি, এই অর্জনের পেছনে শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি তাদের পরিবার, শিক্ষক এবং স্কুলের স্টাফদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।"

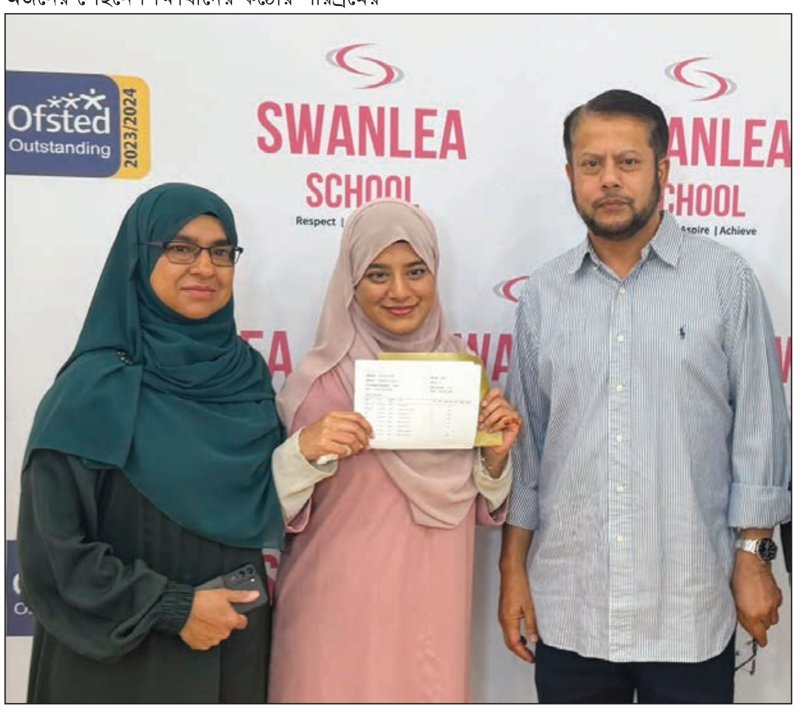

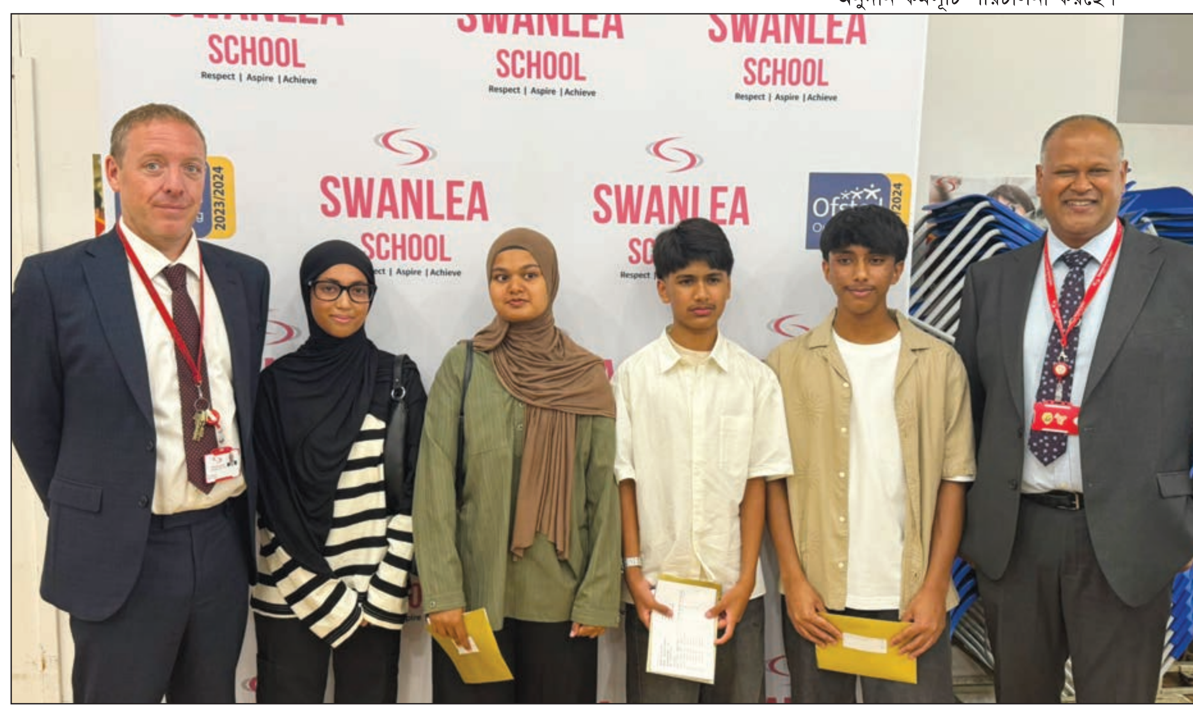

মেয়র আরো বলেন, "জিসিএসই-পরবর্তী জীবনে এগিয়ে যাওয়ার পথে শিক্ষার্থীদের সামনে বহু সুযোগ অপেক্ষা করছে। শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে যে পথই বেছে নিক না কেন, আমি তাদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি। তাদের লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সমর্থনে সবসময়ই পাশে থাকবে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল।"

কেবিনেট মেম্বার ফর চিলড্রেন, ইয়াং পিপল এন্ড লাইফ চান্সেস, কাউন্সিলার ফয়সাল আহমেদ বলেন, "আমাদের তরুণদের মেধা ও কঠোর অধ্যবসায় উদযাপনের দিন আজ। ফলাফলপ্রাপ্ত প্রত্যেককে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমরা চাই প্রতিটি তরুণ-তরুণী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ গ্রহন করুক। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল শিক্ষা ও কর্মজীবনের প্রতিটি ধাপে শিশু ও তরুণদের জন্য সর্বোত্তম সহায়তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

সোয়ানলি স্কুলের এক্সিকিউটিভ হেড টিচার কবির মিয়া তাঁর স্কুলের সাফল্যে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন, "আমাদের শিক্ষার্থীরা এ বছর স্কুলের ইতিহাসে সেরা রেজল্ট বয়ে এনেছে। আমাদের ৪০ শতাংশেরও বেশি শিক্ষার্থী ৭ থেকে ৯ গ্রেড অর্জন করেছে, যা পূর্বের এ গ্রেডের সমতুল্য উচ্চ মানের ফলাফল। এছাড়া ৬৮ শতাংশ শিক্ষার্থী স্ট্রং পাস (গ্রেড ৫ বা তার বেশি) এবং ৮২ শতাংশ শিক্ষার্থী সিকিউর পাস (গ্রেড ৪ বা তার বেশি) অর্জন করেছে।

"স্কুলের টিচার্স ও স্টাফদের কঠোর পরিশ্রমের পাশাপাশি শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও অভিভাবকসুলভ সাপোর্ট স্টাফদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে। আমাদের শিক্ষার্থীদের এই অর্জনে আমরা অত্যন্ত গর্বিত।

হেডটিচার আরো বলেন, "আজ স্কুলের জন্য বছরের সবচেয়ে সেরা দিন, আমরা শিক্ষার্থীদের পরিবার-পরিজনের সঙ্গে এই অসাধারণ সাফল্য উদযাপন করতে পেরেছি। টাওয়ার হ্যামলেটসের একটি কমিউনিটি স্কুল হিসেবে তাদের এই যাত্রার অংশ হতে পেরে আমরা গর্বিত।"

উল্লেখ্য, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল তরুণদের শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নে বিনিয়োগ অব্যাহত রেখেছে। এটি দেশের একমাত্র কাউন্সিল, যেখানে এডুকেশন মেইনটেন্যান্স অ্যালাউন্স পুনরায় চালু করা হয়েছে এবং অল্পসংখ্যক কাউন্সিলের মধ্যে একটি, যেখানে ইউনিভার্সিটি ও কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য অনুদান অব্যাহত রয়েছে। কর্মসূচিটি পুনরায় চালুর পর থেকে কাউন্সিল ১ দশমিক ৯ মিলিয়ন পাউন্ড অনুদান বিতরণ করেছে এবং চলমান অর্থায়ন পর্বে আরও ২ মিলিয়ন পাউন্ড বিতরণ করা হবে।

এছাড়া, টাওয়ার হ্যামলেটস ছিল দেশের প্রথম লোকাল অথরিটি, যেখানে সকল প্রাইমারী ও সেকেন্ডারী স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য সার্বজনীন বিনামূল্যের স্কুল মিল চালু করে। একই সঙ্গে, এ বছরের সেপ্টেম্বর থেকে স্কুলে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নতুন স্কুল ইউনিফর্ম অনুদান কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

কাউন্সিলের ইয়ুথ সার্ভিস, ইয়াং টাওয়ার হ্যামলেটস স্কুল-সময়ের বাইরে তরুণদের জন্য খেলাধুলা, প্রশিক্ষণ এবং সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক দক্ষতা বিকাশের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সুযোগ প্রদান করে।

যেসব শিক্ষার্থী ফলাফল পাওয়ার পরও পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে অনিশ্চিত, তারা এই সেবার মাধ্যমে সরাসরি, টেলিফোনে অথবা ভিডিও কলে ক্যারিয়ার পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে। বিস্তারিত তথ্য টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

২৪ আগস্ট থেকে ভিক্টোরিয়া পার্কে ফিরছে চার দিনব্যাপী কমিউনিটি উৎসব "ইন দ্য নেইবারহুড"

আগামী ২৪ থেকে ২৭ আগস্ট ভিক্টোরিয়া পার্কে অনুষ্ঠিত হবে জনপ্রিয় ও সম্পূর্ণ বিনামূল্যের পারিবারিক উৎসব "ইন দ্য নেইবারহুড", যা অল পয়েন্টস ইস্ট উৎসবের অংশ হিসেবে টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সহযোগিতায় প্রতি বছর আয়োজিত হয়।

চার দিনব্যাপী এই উৎসবে সব বয়সের মানুষের জন্য থাকছে লাইভ মিউজিক, খেলাধুলা ও ফিটনেস সেশন, পারিবারিক থিয়েটার, শিশুদের কার্যক্রম, কমিউনিটি পারফরম্যান্স, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কর্মশালা এবং বিনামূল্যের সিনেমা প্রদর্শনী।

এবারের আকর্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে ডিজে ইয়োডাস্ নাইন্টিজ মিক্সটেপ লাইভ, ট্রোজান সাউন্ড সিস্টেম, ক্যাফে ১০০১ স্টেজ টেকওভার, ডিজে কিজ্জি (বিবিসি এশিয়ান নেটওয়ার্ক) রিচ মিক্স স্টেজ টেকওভার, গ্রান্ড ইউনিয়ন অর্কেস্ট্রা এবং আরও অনেক কিছু। এছাড়া ওয়েস্ট হ্যাম এফসি ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে থাকবে বিনামূল্যের ফুটবল ও মাল্টি-স্পোর্টস সেশন, যেখানে অংশ নেবে লাইমহাউস বক্সিং ও টাওয়ার হ্যামলেটস হকিসহ বিভিন্ন সংগঠন।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের লেজার, কালচার অ্যান্ড ট্যুরিজম বিষয়ক ক্যাবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর মিনারা খাতুন বলেন, "এই গ্রীষ্মে আমাদের পুরস্কারপ্রাপ্ত ভিক্টোরিয়া পার্কে আবার ফিরে আসছে 'ইন দ্য নেইবারহুড', এতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। এই ফ্রি উৎসবটি বাসিন্দা ও দর্শনার্থীদের একত্রিত হওয়ার, রোদ উপভোগ করার এবং লাভ টাওয়ার হ্যামলেটস ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে আমাদের এলাকার বৈচিত্র্য, সৃজনশীলতা ও কমিউনিটি স্পিরিট অনুভব করার একটি চমৎকার সুযোগ। সব বয়সের মানুষের জন্য কিছু না কিছু রয়েছে এই উৎসবে। পরিবার, বন্ধু এবং আনন্দপ্রিয় সবার জন্য এটি একটি আদর্শ দিন। আমাদের বারার প্রাণচাঞ্চল্য, সংস্কৃতি এবং কমিউনিটির শক্তি উদযাপনে হাজারো মানুষের সঙ্গে যোগ দিন।"

আরও তথ্য ও সম্পূর্ণ কর্মসূচিঃ www.allpointseastfestival.com/in-the-neighbourhood/

RCCM
Charity Reg. No. 1140526

Redcoat Community Centre & Mosque
256 Stepney Way, London E1 3DW
T: 0207 790 8577
E: redcoatcommunitycentre@googlemail.com

Recruitment Advert

Position: Second Imam (Muazzin) **Location:** Redcoat Community Centre & Mosque(RCCM), Stepney

Employment Type: Full -Time **Salary:** Negotiable

Applicants must be fluent in both Bengali and Arabic. Fluency in English will be considered an advantage

RCCM is seeking to appoint a dedicated and knowledgeable Second Imam to join our team. This is an excellent opportunity to contribute to a vibrant and growing community.

Application process: Interested candidates are invited to send their **CV** to redcoatcommunitycentre@googlemail.com by 10th September 2026.

Please note that the job's key responsibilities will be shared at a later stage with shortlisted candidates only. For further details please contact: 02077908577 or 07853248067

সামার অব ফান ২০২৬-এর শেষ দুই সপ্তাহে টাওয়ার হ্যামলেটসজুড়ে থাকছে অসংখ্য ফ্রি আয়োজন

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের লাভ ইয়োর সামার অব ফান ২০২৬ কর্মসূচির শেষ দুই সপ্তাহে শিশু, তরুণ এবং পরিবারের জন্য থাকছে শতাধিক

ফ্রিকার্যক্রম। সেপ্টেম্বর মাসের পয়লা সপ্তাহ পর্যন্ত চলমান এই কর্মসূচির মাধ্যমে বারার বাসিন্দারা খেলাধুলা, সৃজনশীল কার্যক্রম, পাঠ্যাভ্যাস, কমিউনিটি ইভেন্ট এবং উন্মুক্ত আয়োজনের মাধ্যমে গ্রীষ্মকালকে উপভোগ করার সুযোগ পাবেন।

কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণ ফ্যামিলি ফান ডে, যা অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার, ২৮ আগস্ট, সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত, হোয়াইটহর্স ওপেন স্পেসে। দিনের আয়োজনে থাকবে খেলাধুলা, আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস, সফট প্লে, স্মুদি বাইক এবং পরিবারের সব সদস্যের জন্য নানা ধরনের বিনোদনমূলক কার্যক্রম।

গ্রীষ্মের বাকি সময়জুড়ে পরিবারগুলো ভিক্টোরিয়া পার্ক স্প্ল্যাশ পুল-এ প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিনামূল্যে জলকেলি উপভোগ করতে পারবেন। স্প্ল্যাশ পুলটি ৩১ আগস্ট পর্যন্ত খোলা থাকবে এবং এটি গরমের দিনে শিশু ও পরিবারের জন্য অন্যতম

জনপ্রিয় আকর্ষণ।

এছাড়া হোয়াইটহর্স অ্যাডভেঞ্চার প্লেগ্রাউন্ডে আগস্ট মাসজুড়ে বিভিন্ন দিনে বিনামূল্যের স্পোর্টস, আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস কার্যক্রম চলবে। একই সঙ্গে টাওয়ার হ্যামলেটসের বিভিন্ন আইডিয়া স্টোর ও লাইব্রেরিতে সামার রিডিং চ্যালেঞ্জ, লেগো বিল্ড দ্য চেঞ্জ কর্মসূচি, সৃজনশীল কর্মশালা এবং শিশুদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

তরুণদের জন্যও রয়েছে নানা সুযোগ। বারার বিভিন্ন ইয়ুথ সেন্টার বা যুবকেন্দ্রে আগস্টের শেষ পর্যন্ত উন্মুক্ত যুব সেশন, খেলাধুলা, গেমস, কর্মশালা এবং সামাজিক কার্যক্রম পরিচালিত হবে, যেখানে তরুণরা নিরাপদ ও ইতিবাচক পরিবেশে অংশ নিতে পারবে।

লেজার, কালচার অ্যান্ড ট্যুরিজম বিষয়ক ক্যাবিনেট সদস্য কাউন্সিলর মিনারা খাতুন বলেন, "সামার অব ফান হচ্ছে মানুষকে একত্রিত করা, আমাদের অসাধারণ উন্মুক্ত স্থানগুলোকে উদযাপন করা এবং টাওয়ার হ্যামলেটসকে ভালোবাসার আরও কারণ আবিষ্কার করার একটি সুযোগ। পারিবারিক ফান ডে, যুব কার্যক্রম, রিডিং চ্যালেঞ্জ এবং কমিউনিটি ইভেন্টসহ সবার জন্য কিছু না কিছু রয়েছে।"

বিস্তারিত কার্যক্রম ও সময়সূচি কাউন্সিলের Summer Activities ওয়েবপেজে পাওয়া যাবে।

বিবিসিএ আয়োজিত দাবা টুর্ণামেন্টে আইএম ও এফএমসহ চৌকস দাবাড়ুদের লড়াই

লন্ডন: জাঁকজমকভাবে ১৬ই আগস্ট রোববার পূর্ব লন্ডনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ব্রিটিশ বাংলা চেস এসোসিয়েশন (বিবিসিএ) এর জমজমাট দাবা প্রতিযোগিতা।

মাইক্রো বিজনেস পার্ক হলে ১৬ই আগস্ট রোববার অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতা কার্যত একটি আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতার রূপ নেয়। বাঙালি এবং ইংলিশ দাবাড়ুদের পাশাপাশি অন্যান্য জাতিসত্তার দাবাড়ুরাও অংশ নেন এই প্রতিযোগিতায়।

এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইতালি, সুইজারল্যান্ড, তুরস্ক, উগান্ডা, আফগানিস্তান এবং রাশিয়ার লন্ডনভিত্তিক খেলোয়াড়রা। গ্রেটার লন্ডন এবং আশেপাশের শহরগুলো থেকে সব বয়সের চৌকস দাবাড়ুরা অংশগ্রহণ করেছেন।

৫ সেকেন্ড ইনক্রিমেন্টসহ ১০ মিনিটের এই রেপিড প্রতিযোগিতায় ৪৮ জন খেলোয়াড় অংশ নেন। ৬০-৭০ উর্ধ্ব বয়সী প্রবীণ দাবাড়ুদের পাশাপাশি ১০-১২ বছরের কিশোর-কিশোরী অংশগ্রহণ করেছেন।

টুর্নামেন্টকে সার্বিকভাবে সফল করে

তোলার জন্য বিবিসিএকে সহায়তা প্রদান করেছেন বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা মুহিবুর রহমান, বিশিষ্ট সাংবাদিক সাপ্তাহিক জনমতের সাবেক সম্পাদক নবাব উদ্দিন এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকের সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ হামিদুল হক।

ছয় রাউন্ড খেলা শেষে প্রতিযোগিতার চিফ আরবিটার মাইক্যাল ফ্লাট বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন। ওপেন সেকশনে ছয় পয়েন্টের মধ্যে ছয় পয়েন্ট লাভ করে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন হেন্ডন চেস ক্লাবের সদস্য ফিডে মাস্টার জন আর রিচার্ডসন এবং ৫ পয়েন্ট পেয়ে রানার্স আপ হন কিংস্টন চেস ক্লাবের সদস্য ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার পিটার লার্জ। মেজর সেকশনে ৫ পয়েন্ট পেয়ে যৌথ চ্যাম্পিয়ন হন আপমিনিস্টার ক্লাবের ড্যানিয়েল ফজুইতান এবং সাউথ ওয়েস্ট লন্ডনের তাড়ান প্যাটেল।

বিবিসিএ'র সদস্যদের মধ্যে সভাপতি তারিক খান এবং কার্যকরী কমিটির সদস্য হাসান মোগালু যৌথভাবে একটি রেইটিং প্রাইজ লাভ করেন।

প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত রাউন্ড খেলা শুরু হওয়ার আগে ক্লাবের চিফ এডভাইজার আবু মুসা হাসান অংশগ্রহণকারী দাবাড়ুদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, দাবাড়ুরা আগ্রহী হলে ক্লাবের পক্ষ থেকে 'বিবিসিএ' প্রতি মাসে এধরনের একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে প্রস্তুত রয়েছে।

এ পর্যায়ে প্রতিযোগীরা ইতিবাচক সাড়া দিলে তিনি ঘোষণা করেন, মাত্র ২০ জন প্রতিযোগী সম্মত হলেই বিবিসিএ আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর আরো একটি ফিডে রেপিড টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে পারেন। এসময় উপস্থিত প্রায় সবাই হাত তুলে করতালি দিয়ে সম্মতি জানান। আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে।

ক্লাবের কর্মকর্তা ও সদস্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন চিফ এডভাইজার আবু মুসা হাসান, সভাপতি তারিক খান, সাধারণ সম্পাদক আশরাফ নান্নু, সহ সভাপতি মোহাম্মদ আলী চৌধুরী, কোষাদক্ষ দরবেশ চৌধুরী, সদস্য মোহাম্মদ এলাহী, হাসান মুগালো, রাঘু কামাথ, মোহাম্মদ ইসলাম হীরক, সঞ্জিত ত্রিষাদ, মো নিজাম, তমাল মতিলাল, দিয়া আহমেদ ও কামিল আহমেদ।

প্রতিযোগিতা শেষে গেস্ট অফ অনার টাওয়ার হ্যামলেটস প্যারেন্টস সেন্টার এর ডাইরেক্টর ডক্টর এম এ হান্নান, ক্লাবের কর্মকর্তারা এবং অন্যান্য অতিথিরা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অতিথিদের মধ্যে কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব বীর মুক্তিযোদ্ধা লোকমান হোসেন, ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই ইন দ্য ইউকের সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ হামিদুল হক, শিক্ষক সমিতির সভাপতি আবু হোসেন ও জয়েন্ট সেক্রেটারি ডক্টর রোয়াবউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ক্লাবের কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চিফ এডভাইজার আবু মুসা হাসান, সভাপতি তারিক খান, সাধারণ সম্পাদক আশরাফ নান্নু, সহ সভাপতি মোহাম্মদ আলী চৌধুরী ও সহ সভাপতি মেসবাহ আহমেদ।

টাওয়ার হ্যামলেটস প্যারেন্টস সেন্টারে প্রতি রোববার বিকেল তিনটা থেকে সাতটা পর্যন্ত ক্লাবের সদস্যরা মিলিত হয়ে দাবা খেলেন এবং অনুশীলন করেন। বিবিসিএ একটি উন্মুক্ত ক্লাব। বাৎসরিক মাত্র ২০ পাউন্ড চাঁদা দিয়ে সদস্য হয়ে যে কেউ দাবা খেলতে পারেন, প্রশিক্ষণ নিতে পারেন এবং ক্লাবের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারেন। বর্তমান ব্রিটিশ চেস চ্যাম্পিয়ান ১৭ বছর বয়সী গ্র্যান্ড মাস্টার (জি এম) শ্রেয়াশ রয়েল ২০১৫ সালে বিবিসির প্রতিষ্ঠালগ্নে ক্লাবের সদস্য ছিলেন এবং নিয়মিত ভাবে টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছেন।

উল্লেখ্য, ক্লাবের দুটি টিম নিয়মিত ভাবে ঐতিহ্যবাহী লন্ডন চেস লীগে অংশগ্রহণ করে আসছে। আসন্ন অক্টোবর মাস থেকে শুরু হতে যাওয়া ২০২৬-২০২৭ সালের লন্ডন চেস লীগে বিবিসিএ'র একটি টিম 'ডিভিশন টু'তে এবং অপর একটি টিম 'ডিভিশন ফোর' এ অংশগ্রহণ করবে। বিবিসিএ লন্ডন চেস লীগের ৩০ টি মেম্বার ক্লাবের মধ্যে অন্যতম একটি ক্লাব। লন্ডন চেস লীগ বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো চেস লীগ। ১৮৮৬-৮৭ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এই সংস্থাটি নিরবচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে। ইতোপূর্বে বিবিসিএ অধুনালুপ্ত লন্ডন সামার লীগে দুই-দু'বার চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব লাভ করেছে।

টাওয়ার হ্যামলেটস প্যারেন্টস সেন্টার ভিত্তিক ব্রিটিশ বাংলা চেস এসোসিয়েশনের এই দাবা ক্লাবটি ২০১৫ সালে যাত্রা শুরু করার পর থেকে নিয়মিতভাবে টুর্নামেন্টের আয়োজন করে আসছে। কোভিড প্রাদুর্ভাবের আগে বিবিসিএ প্রতি মাসে একটি ফিডে রেপিড টুর্নামেন্টের আয়োজন করতো। আবারও শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হবে ব্রিক লেন কারি ফেস্টিভ্যাল

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল, বাংলা টাউন বিজনেস এসোসিয়েশন এবং ব্রিক লেন কমিউনিটি ফোরামের যৌথ উদ্যোগে আগামী ২০ সেপ্টেম্বর, রোববার অনুষ্ঠিত হবে ব্রিক লেন কারি ফেস্টিভ্যাল।

নয় বছর বিরতির পর গত বছর ২০২৫ সালে সফল প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে এবারও অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই উৎসব। পূর্ব লন্ডনের বাংলাদেশি ও দক্ষিণ এশীয় কমিউনিটির সমৃদ্ধ খাদ্য-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সামাজিক সম্প্রীতিকে উদযাপন করবে এ আয়োজন। ব্রিক লেনে দিনব্যাপী এই উৎসবে থাকবে সুস্বাদু খাবার বিপুল সমাহার, সংগীত, শিল্পকলা ও নানা ধরনের পারিবারিক বিনোদন।

টাওয়ার হ্যামলেটসের সাংস্কৃতিক ক্যালেন্ডারের অন্যতম প্রধান আয়োজন হিসেবে পরিচিত এই উৎসব স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তার পাশাপাশি ভিজিটর বা দর্শনার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি জোরদার করবে। বিশ্বজুড়ে পরিচিত ব্রিক লেনের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের নানা দিক জানার সুযোগ পাবেন স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকরা।

আগামী ২০ সেপ্টেম্বর, রোববার দুপুর ১২টা থেকে ব্রিক লেন পরিণত হবে এক বিশাল উন্মুক্ত উৎসব প্রাঙ্গণে। অংশগ্রহণকারী রেস্টরেন্টগুলো রাস্তার পাশে বিশেষ স্টলে সাশ্রয়ী মূল্যে খাবার পরিবেশন করবে। পাশাপাশি থাকবে খ্যাতিমান শেফদের রান্না প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং উৎসবভিত্তিক স্ট্রিট আর্ট। ব্রিক লেন আবারও “ব্রিটেনের কারি ক্যাপিটেল” হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দিনের শুরু হবে বাক্সটন স্ট্রিট থেকে ব্রিক লেন আর্চ পর্যন্ত এক বর্ণিল শোভাযাত্রার মাধ্যমে। এতে থাকবে সুসজ্জিত ফ্লোট, নৃত্যশিল্পী এবং বিভিন্ন কমিউনিটি সংগঠনের অংশগ্রহণ। দিনভর উৎসব এলাকায় ঘুরে বেড়াবে বিভিন্ন পারফরম্যান্স দল এবং বিনোদন শিল্পীরা, যারা দর্শকদের জন্য এক প্রাণবন্ত উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। ইভেন্টব্রাইট ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগে থেকে নিবন্ধন করলে দর্শনার্থীরা উৎসব-সংশ্লিষ্ট সকল রেস্টরেন্টে পুরো সপ্তাহান্তজুড়ে ২০ শতাংশ ছাড় উপভোগ করতে পারবেন।

কারি ফেস্টিভ্যালের কর্মসূচির মধ্যে যা যা থাকছে

শোভাযাত্রাঃ অ্যালেন গার্ডেনস থেকে ব্রিক লেনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া এই শোভাযাত্রা হবে রঙ, সুর ও নৃত্যের এক অনন্য মিলনমেলা। অংশ নেবে চাইনিজ লায়ন ড্যান্স পারফরমারস, তাল তরঙ্গ, শৌমি দাস ড্যান্স কোম্পানি, আইএমডি লিজিয়ন এবং বলি ফ্লেক্স। এছাড়া উৎসবের জন্য বিশেষভাবে নির্মিত তিনটি বিশালাকৃতির পাপেট প্রদর্শন করবে খ্যাতনামা শিল্পসংগঠন ইমার্জেন্সি এক্সিট আর্টস।

উৎসব মঞ্চঃ দিনব্যাপী প্রধান মঞ্চে সংগীত, নৃত্য ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার আয়োজন থাকবে। উল্লেখযোগ্য শিল্পীরা হলেন, নিশ, মামজি, খিয়ো, আইএমডি লিজিয়ন, বলি ফ্লেক্স, তাল তরঙ্গ, শৌমি দাস ড্যান্স কোম্পানি এবং বলিউড ব্রাস ব্যান্ড। এছাড়াও থাকছে ডিজে পরিবেশনা, কমিউনিটি পারফরম্যান্স এবং বিশেষ অতিথিদের উপস্থিতি।

শিল্পী এবং কমিউনিটি পার্টনারস :

খিয়োঃ উৎসবের প্রধান আকর্ষণ হিসেবে মঞ্চে উঠবে জনপ্রিয় ব্যান্ড খিয়ো। ব্রিটিশ ও বাঙালি সংগীতধারার মিশেলে গড়ে উঠেছে তাদের স্বতন্ত্র সংগীতশৈলী।

নিশঃ ব্রিটিশ-বাংলাদেশি গায়ক ও র্যাপার নিশ তার আরঅ্যান্ডবি, হিপ-হপ ও দক্ষিণ এশীয় প্রভাবসমৃদ্ধ সংগীত পরিবেশন করবেন।

মামজিঃ ব্রিটেনের অন্যতম পরিচিত দক্ষিণ এশীয় সংগীতশিল্পী, যিনি পপ, আরঅ্যান্ডবি ও আন্তর্জাতিক সংগীতধারার মিশ্রণে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।

আইএমডি লিজিয়নঃ পূর্ব লন্ডনের খ্যাতিমান স্ট্রিট ড্যান্স দল, যাদের পরিবেশনা দর্শকদের মুগ্ধ করে।

বলি ফ্লেক্সঃ ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় নৃত্য ও আধুনিক পারফরম্যান্সের সমন্বয়ে গঠিত একটি জনপ্রিয় বলিউড নৃত্যদল।

তাল তরঙ্গঃ ব্রিটেনের প্রথম বাংলাদেশি নৃত্যদল, যারা নৃত্যের মাধ্যমে বাংলাদেশি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরে।

শৌমি দাস ড্যান্স কোম্পানিঃ কথক, দক্ষিণ এশীয় ধ্রুপদি ও লোকনৃত্যে বিশেষ পারদর্শী এই দল দর্শকদের জন্য উপস্থাপন করবে নান্দনিক পরিবেশনা।

চাইনিজ অ্যাসোসিয়েশন অব টাওয়ার হ্যামলেটসঃ ঐতিহ্যবাহী সিংহ ও ড্রাগন নৃত্যের মাধ্যমে বহুসাংস্কৃতিক সমাজের সৌন্দর্য তুলে ধরবে সংগঠনটি।

বলিউড ব্রাস ব্যান্ডঃ ব্রিটেনের বিখ্যাত ভারতীয় ধাঁচের ব্রাস ব্যান্ড, যারা বলিউড সংগীতকে ব্রাস ব্যান্ডের পরিবেশনায় নতুন মাত্রা দেয়।

ওসমানি সাউন্ডজঃ ব্রিটেনের এশিয়ান আন্ডারগ্রাউন্ড সংগীত আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, যার প্রভাব একটি পুরো প্রজন্মের দক্ষিণ এশীয় ব্রিটিশ সংগীতকে প্রভাবিত করেছে।

স্ট্রিট এন্টারটেইনমেন্টঃ দুপুর থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত পুরো ব্রিক লেনজুড়ে চলবে রাস্তার পারফরম্যান্স। থাকবে বলিউড ব্রাস ব্যান্ড, ঢোলবাদক দল, অ্যাকসেস ক্রিয়েটিভ কলেজের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনাসহ বিভিন্ন পপ-আপ পারফরম্যান্স। এসব আয়োজন সারাদিন উৎসবকে প্রাণবন্ত রাখবে।

‘দ্য ঘাট’ ফ্যামিলি জোনঃ উৎসবের কেন্দ্রস্থলে থাকা ‘দ্য ঘাট’ এলাকায় থাকবে পরিবার ও শিশুদের জন্য বিনামূল্যে নানা আয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে শাড়ি পরিধান কর্মশালা, লুঙ্গি পরার প্রশিক্ষণ, আইএমডি লিজিয়ন ও বলি ফ্লেক্সের নৃত্য কর্মশালা, খেলাধুলা ও ক্রীড়া কার্যক্রম, শিশুদের জন্য বাউন্সি ক্যাসল এবং সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি। এটি হবে পরিবারগুলোর জন্য বিশ্রাম, আনন্দ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার একটি প্রাণবন্ত কেন্দ্র।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেন, “গত বছর ব্রিক লেন কারি ফেস্টিভ্যালের সফল প্রত্যাবর্তন হাজারো মানুষকে একত্র করেছিল। এ বছর আমরা আরও বড়, আরও উন্নত এবং আরও মশলাদার আয়োজন নিয়ে ফিরছি।

ব্রিক লেন বিশ্বজুড়ে তার অসাধারণ রেস্টরেন্টগুলোর জন্য পরিচিত। এই উৎসব সেই সমৃদ্ধ খাদ্যঐতিহ্য উদযাপনের পাশাপাশি স্থানীয় ব্যবসাকে সহায়তা করবে এবং পূর্ব লন্ডনের ইতিহাস ও এতিহ্য বিশ্বের সামনে তুলে ধরবে। খাবার, সংগীত অথবা প্রাণবন্ত পরিবেশ, সবার জন্যই এখানে কিছু না কিছু রয়েছে।”

বাংলা টাউন বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান গুলজার খান বলেন, “গত বছরের উৎসব ছিল অসাধারণ সফল। এটি সারা বিশ্বকে আবারও দেখিয়ে দিয়েছে বাংলা টাউনের প্রাণশক্তি, আতিথেয়তা ও স্বাদ। হাজারো মানুষের উপস্থিতি আমাদের স্থানীয় ব্যবসায়ীদের জন্য গর্বের বিষয় ছিল। এ বছর আমরা টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সঙ্গে অংশীদারিত্বে আরও বড় ও আকর্ষণীয় উৎসব আয়োজন করতে যাচ্ছি। ব্রিক লেনের কারি হাউস ও স্বাধীন ব্যবসাগুলো পূর্ব লন্ডনের প্রাণ। এই উৎসব শুধু খাবারের আয়োজন নয়, বরং স্থানীয় অর্থনীতির জন্যও একটি বড় সহায়তা।”

ব্রিক লেন কমিউনিটি ফোরামের সেক্রেটারি ইয়াসমিন হক বলেন, “বাংলা টাউনের এই গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনের অন্যতম আয়োজক হতে পেরে আমরা গর্বিত। আমরা আশা করি ব্রিক লেন কারি ফেস্টিভ্যাল আবারও লন্ডনের অন্যতম আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।”

উল্লেখ্য টাওয়ার হ্যামলেটস ব্রিটেনের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল এবং সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ লোকাল অথরিটিগুলোর একটি। জাতীয় অর্থনীতিতে এই বারা তৃতীয় সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক অবদান রাখে। এটি ব্রিটেনের অন্যতম বৈচিত্র্যময় এলাকা এবং লন্ডনের সবচেয়ে তরুণ জনসংখ্যার আবাসস্থল, যেখানে বাসিন্দাদের গড় বয়স মাত্র ৩০ বছর। টাওয়ার হ্যামলেটসের প্রাণবন্ত কমিউনিটি, সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার জন্য সুপরিচিত। এর অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্যানারি ওয়ার্ফ, টাওয়ার অব লন্ডন, ভিক্টোরিয়া পার্ক এবং ব্রিক লেন।

বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে ‘বালাগঞ্জ-ওসমানী নগর ইতিহাস, তথ্য ও টেলিফোন নম্বর ‘গ্রন্থের প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে বিশিষ্ট সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন শাহীন রচিত ‘বালাগঞ্জ-ওসমানী নগর ইতিহাস, তথ্য ও টেলিফোন নম্বর ‘গ্রন্থের এক প্রকাশনা অনুষ্ঠান গত ১৮ ই আগষ্ট মঙ্গলবার পূর্ব লণ্ডনের ভ্যলেন্স রোডস্থ কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। সাপ্তাহিক বাংলা পোষ্ট পত্রিকার অনারারী চেয়ারম্যান ও গ্রন্থের প্রকাশক শেখ মো: মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে এবং সংগঠণের সভাপতি কে এম আবু তাহের চৌধুরীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি ও প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে বৃটেনে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও প্রবীন কমিউনিটি নেতা আলহাজ্ব কবির উদ্দিন ও লেখক -গবেষক ডাঃ গিয়াস উদ্দিন আহমদ ।অন্যান্য অতিথির মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন -সংগঠণের সাধারন সম্পাদক খান জামাল নুরুল ইসলাম, বৃটিশ-বাংলাদেশী টিচারস এসোসিয়েশনের অর্থ সম্পাদক অধ্যাপক মিসবাহ কামাল, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক আমীর উদ্দিন আহমদ, ওসমানী বিমান বন্দর ক্যাম্পেইন কমিটির সচিব মোহাম্মদ আব্দুর রব, ইমিগ্রেশন এডভাইজার মাহমুদুর রহমান, ডঃ আবু মোস্তফা প্রমুখ। সভায় বক্তারা -বালাগঞ্জ বার্তা পত্রিকার সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক শাহাব উদ্দিন শাহীনের বালাগঞ্জ ও ওসমানী নগরের ইতিহাস ঐতিহ্য সম্বলিত এ গ্রন্থ রচনা করায় অশেষ ধন্যবাদ জানান ।বক্তারা বলেন -এ গ্রন্থটি বালাগঞ্জ ওসমানী নগরের এক প্রতিচ্ছবি ও ডাইরেক্টরী। যে কোন পাঠক বইটি পড়লে অত্র এলাকার চালচিত্র জানতে পারবে ও সরকারী বেসরকারী যে কোন সংস্থার সাথে যোগযোগ করতে পারবে। তারা - গ্রন্থে প্রকাশিত শাহাব উদ্দিন শাহীনের শীতলপাটি কবিতার প্রশংসা করে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর জেনারেল ওসমানী এ মাটিরই কৃতি সন্তান। অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওত করেন হাজী বুলু মিয়া। উপস্থিত সবাইকে নাশতা পরিবেশন করা হয়।

লন্ডনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

লন্ডনে মতবিনিময় সভা করেছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস। গত রবিবার (১৬ আগস্ট) পূর্ব লন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান।

যুক্তরাজ্যের সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদের পরিচালনার অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর ও সাবেক সংসদ সদস্য এডভোকেট মাওলানা শাহীনুর পাশা চৌধুরী ।বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শায়খ মাওলানা ফয়েজ আহমদ।

অন্যান্যদের মধ্য বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর মিয়া, সহসভাপতি মাওলানা শায়খ নাজিম উদ্দীন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইন, লন্ডন মহানগর শাখার সহসভাপতি মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, সহসাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা আব্দুল মুহাইমিন সুন্নাহ,সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহজাহান, প্রমূখ।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাবেক সংসদ এডভোকেট মাওলানা শাহীনুর পাশা চৌধুরী বলেন, জুলাই আগস্ট গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে দেশ ও প্রবাসে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নবজাগরণ তৈরী হয়েছে। প্রতিদিন আলেম ওলামা সহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ দলে দলে সংগঠনে যোগদান করছেন। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সবাই কে সুসংগঠিত করে তৃণমূলে সংগঠনের বিস্তৃতি ও মজবুতি অর্জন করা। তিনি আগামী স্থানীয় নির্বাচনে জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নেতা কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শায়খ মাওলানা ফয়েজ আহমদ বলেন, দেশ ও প্রবাসে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রতি সর্বস্তরের মানুষের ব্যাপক আগ্রহ তৈরী হয়েছে। আমীরে মজলিস আল্লামা মামুনুল হকের নেতৃত্বে পরিকল্পিত কাজের মাধ্যমে সংগঠন কে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

পরিশেষে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস নারায়ণগঞ্জ মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক ডা: আল আমিন রাকিব এর সদ্য প্রয়াত পিতার মাগফিরাত কমনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

বাসিন্দাদের জন্য ৩,৪০০ নতুন বাড়ি নির্মাণে হাউজিং অংশীজনদের সঙ্গে কাজ করছে টাওয়ার হ্যামলেটস

টাওয়ার হ্যামলেটস টাউন হলে মেয়র'স এক্সলিরেটেড হাউসিং প্রোগ্রাম সংক্ষেপে এমএএইচপি'র মার্কেটিং ইভেন্টে আবাসন, উন্নয়ন এবং নির্মাণখাতের দুই শতাধিক প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন।
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রথম এবং দ্বিতীয় স্তরের ঠিকারাদার, উন্নয়ন সহযোগী, ছোট ও মাঝারি আকারের স্থানীয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সংগঠন বারাজুড়ে নতুন বাড়ি-ঘর

নির্মানে সহযোগিতা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তাদের সামনে নতুন বাড়ি নির্মাণের পুরো পরিকল্পনা ও প্রক্রিয়া তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের কেবিনেট মেম্বার হাউসবিল্ডিং এন্ড এনহ্যাঞ্চিং কাউন্সিল হোমস এন্ড নেইবারহুডস, কাউন্সিলর সাঈয়েদ আহমেদ এবং কাউন্সিলের শীর্ষ কর্মকর্তারা।
এই সেশনে বারাজুড়ে ৯টি উন্নয়ন প্রকল্প এলাকায় প্রথম পর্যায়ে ৩৪০টি বাড়ি নির্মাণে কাউন্সিলের উচ্চাকাঙ্খা এবং সুযোগসুবিধা সমুহ সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়, প্রশ্ন-উত্তর পর্ব এবং নেটওয়ার্কিংয়ের মাধ্যমে সম্ভাব্য সহযোগিদের প্রকল্প ব্যয় সম্পর্কে ধারণাও দেওয়া হয়।
পুরো ইংল্যান্ডের মধ্যে স্থানীয় প্রশাসনের নেতৃত্বে অন্যতম এবং অসাধারণ একটি এফোর্ডেবল হাউজিং প্রকল্প হল টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের দ্যা মেয়র'স এক্সেলিরেটেড হাউসিং প্রোগ্রাম, যার আওতায় বারার অন্তত ৪২টি এলাকায় ৩ হাজার ৪শ বাড়ি ডেলিভারি দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। উচ্চ মান সম্পন্ন এবং সাশ্রয়ী ভাড়ার বাড়ি নির্মাণ এবং সরবরাহে গতি বাড়ানোর পাশাপাশি আবাসন এবং নির্মাণ খাতের জন্য সুযোগ-সুবিধা তৈরীর মাধ্যমে বারার প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে দীর্ঘ মেয়াদে সহযাগিতার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি চালু করা হয়েছে।
হোমবিল্ডিং এন্ড এনহ্যাঞ্চিং কাউন্সিল হোমস এন্ড নেইবারহুডস-এর কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর সাঈদ আহমেদ বলেছেন, “টাওয়ার হ্যামলেটসে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হাউজিং বা বাড়ি-ঘরের সংকট রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য সাশ্রয়ী ভাড়ার এবং বড় পরিবারের আবাসন নির্মাণ এবং সরবরাহে গতি বাড়াতে দ্যা মেয়র'স এক্সেলিরেটেড হাউসিং প্রোগ্রাম অন্যতম একটি সুযোগ, যা প্রজন্মে একবারই আসে।”
তিনি বলেন, “আমরা এমন সহযোগী খুঁজছি যে শুধু একটি বাড়ি নির্মানই নয় আরো বেশি কিছু দিতে পারবে। আমরা চাই কর্মসংস্থান তৈরী করতে, শিক্ষানবীশদের সুযোগ দিতে এবং স্থানীয় মেধাবীদের কাজে লাগিয়ে এটা নিশ্চিত করতে চাই যে এই প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে আমাদের বাসিন্দারা দীর্ঘ মেয়াদী সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে সুবিধা ভোগ করুক। এটা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক যে এ নিয়ে মার্কেটে বেশ সাড়া পড়েছে এবং কর্মসূচী এগিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের আলোচনা চালিয়ে যেতে আগ্রহের সাথে অপেক্ষা করছি।”
এই প্রকল্পের সাথে জড়িত হতে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানগুলো টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্ধারিত ওয়েবসাইট থেকে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

কমিউনিটির ৫৬ প্রবীণকে নিয়ে ইএলএম সিনিয়র সিটিজেন প্রজেক্টের দিনব্যাপী আনন্দ ভ্রমণ

লন্ডন, ১৪ আগস্ট ২০২৬ : ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিনিয়র সিটিজেন্স প্রজেক্টের উদ্যোগে ১২ মে বুধবার কমিউনিটির ৫৬ জন প্রবীণ সদস্যকে নিয়ে দিনব্যাপী এক আনন্দ-ভ্রমণের আয়োজন করা হয় । পুর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সকাল ১০টার মধ্যে ইস্ট লন্ডন মসজিদের পেছনের ফিলডগেইট স্ট্রিটে এসে জড়ো হোন প্রবীণরা । এরপর তাঁরা সেখান থেকে ছাদখোলা বাসে চড়ে লন্ডন শহরের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও দৃষ্টিনন্দন স্থান ঘুরে দেখেন । প্রবীণরা পর্যায়ক্রমে টাওয়ার অব লন্ডন, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল, রয়্যাল আলবার্ট হল মিউজিয়াম, হোয়াইট হল, ট্রাফালগার স্কয়ার ও বুশ হাউসসহ লন্ডনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক স্থান ঘুরে দেখেন। এরপর তারা রিজেন্টস পার্ক মসজিদে সমবেত হয়ে জোহরের নামাজ আদায় করেন।
নামাজ শেষে রিজেন্টস পার্কে মিলিত হয়ে মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেন। কিছুটা সময় আনন্দঘন পরিবেশে কাটানোর পর তাঁরা হাইড পার্কের পাশ দিয়ে হোয়াইটচ্যাপেলের উদ্দেশে রওনা হন। বিকেল ৪টার দিকে তাঁরা ইস্ট লন্ডন মসজিদের সামনে ফিরে আসেন।
হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলিম হওয়া প্রথম মুসলিম ট্যুর গাইড আব্দুল মালিক টেইলর প্রবীণদের ঘুরেদেখা স্থানগুলোর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন।
প্রবীণরা দিনব্যাপী আনন্দভ্রমণ বেশ উপভোগ করেন । আনন্দ-ভ্রমণে প্রবীণদের সঙ্গে ছিলেন ইস্ট লন্ডন মসজিদ এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জুনায়েদ আহমদ । আয়োজনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সিনিয়র সিটেজেন্স প্রজেক্টের কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ মুহিত।
যাত্রার প্রাক্কালে মারিয়াম সেন্টারের সম্মুখে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতিসভায় মসজিদের সিইও জুনায়ের আহমদ বলেন, আমাদের কমিউনিটিতে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে একাকীত্বও। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়, যা অনেক সময় মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলে। এই বাস্তবতা বিবেচনায় রেখে মসজিদের প্রবীণ মুসল্লিদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি সিনিয়র সিটিজেন্স প্রজেক্ট।
তিনি বলেন, পুরুষ প্রবীণদের জন্য যেমন আলাদা কার্যক্রম রয়েছে, তেমনি বয়স্ক নারীদের জন্যও পৃথক সেশন পরিচালিত হয় । প্রতি বুধবার নারী ও পুরুষের জন্য আলাদাভাবে এসব সেশন

আয়োজন করা হয় । এখানে তারা শুধু সময় কাটান না, বরং একে অন্যের সঙ্গে পরিচিত হন, কথা বলেন, অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করেন এবং একটি আন্তরিক সামাজিক পরিবেশের অংশ হয়ে ওঠেন।
সিনিয়র সিটিজেন্স প্রজেক্টের কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ মুহিত বলেন, ১২ আগষ্ট বুধবার ছিলো আমাদের প্রবীণ সদস্যদের জন্য ছিল সত্যিই একটি চমৎকার দিন। সারাদিন তারা আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে কাটিয়েছেন। একটি দিনের জন্য যেন তারা দুশ্চিন্তা, একাকীত্ব ভুলে আনন্দে মেতে উঠেছিলেন।
তিনি বলেন, সিনিয়র সিটিজেন্স প্রজেক্টে যারা অংশ নেন, তাদের সবার বয়সই ষাটের উপরে। আমাদের সঙ্গে ৯৩ বছর বয়সী একজন প্রবীণ সদস্যও রয়েছেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থায় কী ধরনের পরিবর্তন আসে, তা আমি খুব কাছ থেকে দেখতে পাই।
মোহাম্মদ মুহিত আরও বলেন, আমাদের সদস্যরা বুধবারের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন। তাদের মনে থাকে- কখন বুধবার আসবে, কখন তারা আবার সবার সঙ্গে মিলিত হবেন। এখানে এসে তারা বড় কোনো আয়োজনের জন্য অপেক্ষা করেন না; বরং একজন আরেকজনের সঙ্গে খোলা মনে কথা বলা, সুখ-দুঃখের গল্প ভাগ করে নেওয়া এবং কিছু সময় একসঙ্গে কাটানোই তাদের কাছে সবচেয়ে বড় আনন্দ । অনেকের জন্য এই কয়েক ঘণ্টার সামাজিক যোগাযোগই পুরো সপ্তাহের অন্যতম আনন্দের মুহূর্ত হয়ে ওঠে।
উল্লেখ্য, কমিউনিটির প্রবীণ মানুষদের শারিরীক ও মানসিক সুস্বাস্থের কথা বিবেচনা করে ইস্ট লন্ডন মসজিদ ২০১৮ সালে সিনিয়র সিটিজেন্স প্রজেক্ট-এর সুচনা করে । সপ্তাহের প্রতি বুধবার পুরুষদের জন্য লন্ডন মুসলিম সেন্টারের তৃতীয় তলায় এবং মহিলাদের জন্য মারিয়াম সেন্টারে দুই ঘণ্টার সেশন পরিচালতি হয় । প্রবীণ পুরুষ ও নারীরা এই দুই দিন সেশনে অংশগ্রহণ করেন। তাদেরকে স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন উপদেশ দেওয়া হয় । দুপুরে তাঁদের জন্য পরিবেশন করা হয় হালকা খাবার।
সপ্তাহের এই একটি দিন প্রবীণদের জন্য বিশেষ আনন্দের উপলক্ষ হয়ে ওঠে । তারা পরিচিত বন্ধু ও সমবয়সীদের সঙ্গে প্রাণখোলা আড্ডা দেন, হাসি-আনন্দে সময় কাটান এবং কিছু সময়ের জন্য হলেও দৈনন্দিন জীবনের একাকীত্ব ও দুশ্চিন্তা ভুলে থাকেন । এই সেশনে অংশগ্রহণে আগ্রহীরা ইএলএম সিনিয়র সিটিজেন্স প্রজেক্টের কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ মুহিত-এর সাথে ০৭৯৬০ ২৫৯১৫৫ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন।

আন্তর্জাতিক চ্যারিটি সংস্থা লতিফি হ্যান্ডসের লন্ডন অফিস উদ্বোধন ও ইউকে ট্যুর ২০২৬ সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

লন্ডন, ২৩ আগস্ট: আন্তর্জাতিক চ্যারিটি সংস্থা লতিফি হ্যান্ডসের লন্ডন অফিস উদ্বোধন ও ইউকে ট্যুর ২০২৬-এর সমাপনী অনুষ্ঠান গত রবিবার, ২৩ আগস্ট পূর্ব লন্ডনের দ্য অ্যাট্রিয়াম হলে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবক, দাতা ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা উপস্থিত হন। তারা লতিফি হ্যান্ডসের ভবিষ্যৎ উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং মানবিক কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করতে সম্মিলিতভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (রহ.)-এর সুযোগ্য ছাহেবজাদা হযরত মাওলানা শিহাব উদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী।

লতিফি হ্যান্ডস ইউকের চেয়ারম্যান মাওলানা সালমান আহমদ চৌধুরী ফুলতলীর সভাপতিত্বে এবং মাওলানা সৈয়দ মাহমুদ হুসাইনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় লতিফি হ্যান্ডসের ভিশন, মিশন ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা মুহাম্মদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী, লতিফি হ্যান্ডস বাংলাদেশের জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা গুফরান আহমদ চৌধুরী ফুলতলী, লতিফি হ্যান্ডসের ডিরেক্টর অব ফান্ডরেইজিং কাউন্সিলর মায়ুম তালুকদার, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার কাউন্সিলর সাঈদ আহমদ এবং ডিরেক্টর অব স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড গ্লোবাল অপারেশনস হারুনুর রশীদ।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকের প্রেসিডেন্ট, শায়খুল হাদীস মাওলানা নজরুল ইসলাম, স্থানীয় ব্যবসায়ী নাসিম আহমদ, ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব ও কমিউনিটি নেতা ড. জাকির খান, স্থানীয় ব্যবসায়ী ও কনসালট্যান্ট মোস্তাফিজুর রহমান, স্থানীয় ব্যবসায়ী মো. কমর উদ্দিন চৌধুরী পাপলু, কমিউনিটি নেতা এমদাদ তালুকদার, মো. পারভেজ কুরেশি, মো. দেওয়ান মাহদী, মো. রেজাউল করিম, মো. গোলাম জিলানী মাহবুব, মো. শওকত সিদ্দিকী, এ. কে. এম. মাসুম, মো. বদরুল ইসলাম, সৈয়দ বদরুল হুসাইন, হাজী সিরাজ খান, হাজী মুহিবুর রহমান লাবলু এবং মো. মুসাররফ হুসাইন।

বক্তারা লতিফি হ্যান্ডসের দীর্ঘদিনের মানবিক ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারা বলেন, লতিফি হ্যান্ডস শুধু একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়; বরং মানবতার কল্যাণে নিবেদিত একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম। মানুষের কল্যাণে লতিফি হ্যান্ডস বিগত কয়েক দশক ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। নতুন এক্সিকিউটিভ কমিটি ও ট্রাস্টিবৃন্দের সুদৃঢ় নেতৃত্ব, নিবেদিতপ্রাণ স্বেচ্ছাসেবক, সম্মানিত দাতা এবং কমিউনিটির সার্বিক সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটির মানবিক কার্যক্রম আরও ব্যাপক পরিসরে পরিচালিত হবে বলে তারা আশাবাদ

ব্যক্ত করেন।

লন্ডন অফিসের উদ্বোধন এবং ইউকে ট্যুর ২০২৬-এর সমাপনী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে উপস্থিত সকলের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। অনুষ্ঠানে লতিফি হ্যান্ডসকে আরও শক্তিশালী, কার্যকর ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তৃত করার মাধ্যমে মানবতার সেবাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে আরও বেশি অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কাছে মানবিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

বড়লেখা ফ্রেন্ডস ক্লাব ইউকে-এর বার্ষিক পিকনিক ২০২৬

আলহামদুলিল্লাহ, বড়লেখা ফ্রেন্ডস ক্লাব ইউকে-এর বহুল প্রতীক্ষিত বার্ষিক পিকনিকটি অত্যন্ত আনন্দঘন ও সুন্দর পরিবেশে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

সমুদ্রের বালুকাবেলা, নীল আকাশ, নির্মল বাতাস আর একঝাঁক লাল জার্সির মানুষ-

সব মিলিয়ে দিনটি ছিল আনন্দ, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের এক অসাধারণ মিলনমেলা।

সারাদিন ছিল নানা আয়োজন-হাসি, আনন্দ, আড্ডা, গল্প, গান, কবিতা, কৌতুক আর একে অপরের সঙ্গে সুন্দর কিছু মুহূর্ত ভাগ করে নেওয়া। যাত্রাপথে গাড়ির মধ্যেও ছিল গান, কবিতা, হাসি-ঠাট্টা আর প্রাণবন্ত আড্ডা। সব মিলিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সময়টা কেটেছে দারুণ আনন্দে।

এর পাশাপাশি ছিল জমজমাট মিনি ফুটবল টুর্নামেন্ট। অনেকেই খেলায় অংশগ্রহণ করেছেন, কেউ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন, কেউ রানার-আপ হয়েছেন, আবার কেউ হয়তো কাঙ্ক্ষিত জয় পাননি। কিন্তু সত্যি বলতে-এই দিনে জয়-পরাজয়ের চেয়েও বড় ছিল সবার অংশগ্রহণ, বন্ধুত্ব ও একসঙ্গে আনন্দ করার সুযোগ।

সুন্দর খাওয়াদাওয়া, খেলাধুলা, পুরস্কার বিতরণ, আড্ডা এবং অসংখ্য হাসি-আনন্দের মধ্য দিয়ে আমরা কাটিয়েছি

জীবনের আরও একটি স্মরণীয় দিন।

এটা শুধু একটি পিকনিক ছিল না-

এটা ছিল সম্পর্কের বন্ধন আরও শক্ত করার একটি দিন, এটা ছিল ইখঞ্ঈ টানে একসঙ্গে হওয়ার একটি দিন, এটা ছিল বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার একটি সুন্দর মিলনমেলা।

এই আয়োজনকে সফল করতে যারা সামনে থেকে ও পেছনে থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, পরিকল্পনা করেছেন, সহযোগিতা করেছেন এবং যারা অংশগ্রহণ করে দিনটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন-বড়লেখা ফ্রেন্ডস ক্লাব ইউকে-এর পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা।

আজকের এই সুন্দর মুহূর্তগুলো হয়তো একদিন স্মৃতি হয়ে যাবে, কিন্তু এই ছবিগুলো, এই হাসিগুলো আর একসঙ্গে কাটানো সময়গুলো আমাদের হৃদয়ে থেকে যাবে অনেক দিন।

বড়লেখা ফ্রেন্ডস ক্লাব ইউকেএকতা ও ভালোবাসা বন্ধুত্ব ঐতিহ্য ইনশাআল্লাহ, আগামীতেও আমরা এভাবেই একসঙ্গে থাকবো, একে অপরের পাশে থাকবো। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও ভালোবাসা।

বিশিষ্ট সাংবাদিক বকশি ইকবাল আমহদকে লন্ডনের ক্রয়ডন কাউন্সিলের সিভিক মেয়রের সম্বর্ধনা প্রদান

মৌলভীবাজার প্রেস ক্লাবের আহ্বায়ক ও দৈনিক বাংলার দির পত্রিকার সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক বকশি ইকবাল আমহদকে লন্ডনের ক্রয়ডন কাউন্সিলের সিভিক মেয়র কাউন্সিলার মোহাম্মদ ইসলাম ও সাবেক সিভিক মেয়র কাউন্সিলার হুমায়ুন কবিরের আয়োজনে কাউন্সিল চেম্বারের এক উষ্ণ সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। মেয়র মোহাম্মদ ইসলাম সাংবাদিক বকশি ইকবাল আহমদকে ক্রয়ডন কাউন্সিলের পক্ষ থেকে একটি ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক ও কমিউনিটি নেতা কে এম আবু তাহের চৌধুরী।

কাউন্সিলার হুমায়ুন কবিরের উপস্থাপনায় এ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সিভিক মেয়র মোহাম্মদ ইসলাম সাংবাদিকতা ও সমাজসেবায় বকশি ইকবাল আহমদের অবদানের ভূঁয়শী প্রশংসা করেন। বকশি ইকবাল তাঁর বর্ক্তৃতায় ক্রয়ডন কাউন্সিলের মেয়রের এ আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং ক্রয়ডন কাউন্সিল ও মৌলভীবাজারের মধ্যে টুইনিং লিঙ্ক প্রজেক্ট ও বন্ধত্বমূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সাবেক সিভিক মেয়র কাউন্সিলার হুমায়ুন কবির বৃটেনে সমাজসেবায় কে এম আবু তাহের চৌধুরীর অবদানের প্রশংসা করে বলেন, দীর্ঘ তিন বছর গবেষণা করে ড: মোহাম্মদ আবুল লেইছ কর্তৃক লিখিত একটি বইয়ে ভলান্টারী কাজে তাঁর অবদানের ১০১ জনের মধ্যে যে প্রথম নাম্বারে স্থান পেয়েছে।

এ অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন, ব্রিটিশ বাংলাদেশী সোসাইটি ক্রয়ডনের সভাপতি নেছার আলী, সহসভাপতি জুবায়ের কবির, শাহজালাল মসজিদের সাধারণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন, বিশিষ্ট লেখিকা কবি আসমা মতিন, রাহেনা কবির চৌধুরী, হালিমা কবির চৌধুরী, কবি শাহ আলম শামসুদ্দিন, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মোমেন ভূঁইয়া, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কামাল খান, আব্দুল মুকিত, মতিউর রহমান খোকন ও মোহাম্মদ এহরাম চৌধুরী, বকশি রাসেদ আদনান। এছাড়া অন্যান্য কমিউনিটিরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মেয়র মোহাম্মদ ইসলাম অতিথিদের কাউন্সিলের বিভিন্ন ঐতিহাসিক নিদর্শন ঘুরে দেখান ও কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করে। পরে মেয়র সবাইকে চা নাশতা পরিবেশন করা হয়।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 488 7990
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Directors
Kamruz Zaman Shuheb
Gulam Kibria Oyes

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasanul Hoque Uzzal
Sub Editor
Shaleh Ahmed
Head of Marketing
Md Joynal Abedin

Sylhet Bureau Chief
Md Moin Uddin Monju
Dubai Correspondent
Md Sarwar Uddin Rony
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

মহানবীর (সাঃ) শিক্ষা আমাদের কাজে লাগাতে হবে

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানবজাতির পূর্ণতার পরম উৎকর্ষসাধনের জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল হজরত মুহাম্মদ (সা.)-কে পৃথিবীতে পাঠান পবিত্র ১২ রবিউল আউয়ালের প্রভাতলগ্নে। তাঁর আগমনে সমগ্র সৃষ্টিজগৎ পড়ে দরুদ- ‘সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম’।

প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের প্রায় সাত মাস আগে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। জন্মের পর তিনি কয়েক দিন মাতৃদুগ্ধ পান করেন। পরে তৎকালীন আরবের প্রথা অনুযায়ী দুধমা হালিমা সাদিয়া (রা.)-এর দুগ্ধ পান করেন। প্রথমে তিনি দাদা আবদুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে লালিত হন। তাঁর আট বছর বয়সে পিতামহ আবদুল মুত্তালিব ইন্তেকাল করেন। তখন তিনি চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হন। ১২ বছর বয়সে তিনি আবু তালিবের সঙ্গে ব্যবসায়িক কাফেলায় সিরিয়ায় গমন করেন।কিশোর ও তরুণ বয়সে তিনি মানবসেবা ও জনকল্যাণে ‘হিলফুল ফুজুল’ নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রতিষ্ঠায় অংশ নেন। ২৩ বছর বয়সে তিনি হজরত খাদিজা (রা.)-এর ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। খাদিজা (রা.)-এর আগ্রহে এবং অভিভাবক আবু তালিবের নির্দেশে ২৫ বছর বয়সে মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে হজরত খাদিজা (রা.)-এর শুভবিবাহ হয়।

৩৫ বছর বয়সে মহানবী (সা.) কাবা শরিফ সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের সময় হাজরে আসওয়াদ পুনঃস্থাপন নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসন করেন এবং তা স্বহস্তে প্রতিস্থাপন করেন।

৩৭ বছর বয়স থেকে তিনি হেরা গুহায় অবস্থান করে ধ্যানমগ্ন হতে শুরু করেন। ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ৪০ বছর বয়সে মহানবী (সা.)-এর ওপর নবুয়ত প্রকাশিত হয়। প্রথম তিন বছর তিনি ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্তজনদের কাছে ইসলাম প্রচার করেন। একপর্যায়ে চাচা হজরত হামজা (রা.) ও হজরত উমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সাহাবির সংখ্যা ৪০ জনে পূর্ণ হয়। ৬১৪ খ্রিষ্টাব্দে, নবুয়তের চতুর্থ বছরে, তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন।প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) মদিনা মুনাওয়ারায় গিয়ে একটি আদর্শ সমাজ ও কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। সব ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রনির্বিশেষে সব নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য নিশ্চিত করে তিনি একটি সনদ প্রণয়ন করেন, যা ‘মদিনা সনদ’ নামে পরিচিত। একে বিশ্বের প্রাচীনতম লিখিত রাজনৈতিক ও সামাজিক সনদগুলোর অন্যতম হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হিজরতের এক বছরের মাথায় মদিনা থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরের বছর সংঘটিত হয় ওহুদ যুদ্ধ। ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে নবীজি (সা.) প্রায় দেড় হাজার সাহাবিকে নিয়ে ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসেন। মক্কার কুরাইশদের বাধার মুখে তাঁদের সঙ্গে ১০ বছরের জন্য একটি শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন, যা বিখ্যাত ‘হোদায়বিয়ার সন্ধি’ নামে পরিচিত।৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে, ১০ হিজরিতে, মহানবী (সা.) হজ পালন করেন, যা বিদায় হজ নামে পরিচিত। এ হজে সোয়া লাখ সাহাবির উপস্থিতিতে তিনি যে ভাষণ দেন, তা ‘বিদায় হজের ভাষণ’ হিসেবে বিখ্যাত। এর প্রায় ৯০ দিন পর, ৬৩ বছর বয়সে, তিনি মদিনায় মসজিদে নববি-সংলগ্ন পূর্ব পাশে হজরত আয়েশা (রা.)-এর হুজরায় ওফাত লাভ করেন। সেখানেই তাঁর রওজা মোবারক অবস্থিত।মহানবীর জীবনের শিক্ষা আমাদের সমাজের সর্বস্তরে কাজে লাগাতে হবে। এই শিক্ষা সরকারকে একটি শক্ত অবস্থানে নিয়ে যাবে।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নতুন ইনিংস

আমিরুল ইসলাম কাগজী

বাংলাদেশের রাজনীতিতে কিছু মানুষ আছেন, যাদের পরিচয় কেবল একটি দলের নেতা হিসাবে সীমাবদ্ধ থাকে না। দীর্ঘ রাজনৈতিক পথচলা, ব্যক্তিত্বের সৌজন্য, বক্তব্যের পরিমিতি, প্রতিকূল সময়ে ধৈর্য এবং রাজনৈতিক সহনশীলতা তাদের একটি আলাদা অবস্থান তৈরি করে দেয়। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তেমনই একজন রাজনীতিক। ছাত্ররাজনীতির উত্তাল দিন থেকে শুরু করে শিক্ষকতা, প্রশাসনিক দায়িত্ব, তৃণমূলের রাজনীতি, সংসদ, মন্ত্রিত্ব, বিএনপির নেতৃত্ব এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির পদ-তার জীবন যেন বাংলাদেশের গত ছয় দশকের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি দীর্ঘ প্রতিচ্ছবি।

২১ আগস্ট বঙ্গভবনের দরবার হলে শপথ নেওয়ার মধ্য দিয়ে সেই দীর্ঘ যাত্রার একটি ঐতিহাসিক পরিণতি ঘটেছে। তিনি বাংলাদেশের ২৩তম রাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

বিএনপির দুর্দিনের কান্ডারি

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ২০০৯ সালে বিএনপির জাতীয় কাউন্সিলে সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব হন। ২০১১ সালে তৎকালীন মহাসচিব খোন্দকার দেলোয়ার হোসেনের মৃত্যুর পর তাকে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২০১৬ সালের মার্চে তিনি বিএনপির পূর্ণাঙ্গ মহাসচিব হন। এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার মহাসচিবের সময়টি ছিল বিএনপির জন্য অত্যন্ত কঠিন একটি রাজনৈতিক পর্ব। মামলা, গ্রেফতার, আন্দোলন, নির্বাচন বর্জন, রাজনৈতিক সংঘাত এবং সাংগঠনিক সংকট-সবকিছুর মধ্যেই তাকে দলের মুখপাত্র ও সংগঠক হিসাবে সামনে থাকতে হয়েছে।

একদিকে দলীয় কর্মীদের মনোবল ধরে রাখা, অন্যদিকে রাজনৈতিক বক্তব্য দেওয়া; একদিকে রাজপথের আন্দোলন, অন্যদিকে কূটনৈতিক ও সাংবিধানিক পরিসরে দলের অবস্থান তুলে ধরা-মহাসচিবের দায়িত্ব তাকে ক্রমেই জাতীয় রাজনীতির অন্যতম পরিচিত মুখে পরিণত করে। এ সময়ে তার একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে মানুষের নজরে আসে-ভাষার সংযম।

বাংলাদেশের উত্তপ্ত রাজনীতিতে যেখানে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করা প্রায় নিয়মিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ, সেখানে মির্জা ফখরুল অনেক সময় অপেক্ষাকৃত পরিমিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। মতের তীব্র বিরোধ থাকলেও ব্যক্তিগত আক্রমণ থেকে নিজেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছেন। এ কারণেই তার রাজনৈতিক পরিচয়ের সঙ্গে ‘সজ্জন’ শব্দটি বহুবার উচ্চারিত হয়েছে।

রাজনীতির আড্ডা থেকে বঙ্গভবনের আনুষ্ঠানিকতা

কিন্তু রাষ্ট্রপতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনে একটি মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। একজন দলীয় মহাসচিব হিসাবে তিনি দেশের নানা প্রান্তে যেতে পারতেন। দলীয় কার্যালয়, রাজনৈতিক কর্মসূচি, সংবাদ সম্মেলন, নেতাকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক, বন্ধুদের সঙ্গে রাজনৈতিক আড্ডা-সবকিছুই ছিল তার দৈনন্দিন জীবনের অংশ।

বঙ্গভবন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। এখানে বসেন রাষ্ট্রপতি; এখানে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান হয়; বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধান ও কূটনীতিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়; সাংবিধানিক নানা দায়িত্ব পালিত হয়। মির্জা ফখরুলের জন্য বঙ্গভবনে প্রবেশ তাই কেবল একটি নতুন অফিসে প্রবেশ নয়। এটি তার রাজনৈতিক পরিচয়ের একটি নতুন অধ্যায়।

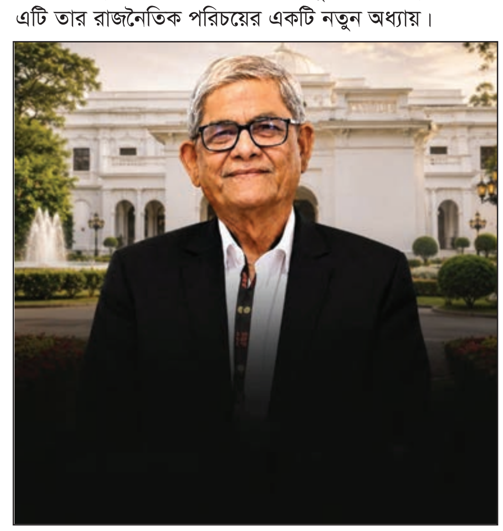

মির্জা ফখরুলের রাজনৈতিক জীবনের একটি বড় সম্পদ হলো তিনি রাজনীতির বহু স্তর দেখেছেন। ছাত্ররাজনীতি দেখেছেন, মুক্তিযুদ্ধের সময়ের রাজনৈতিক বাস্তবতা দেখেছেন, শিক্ষকতা করেছেন, প্রশাসনে কাজ করেছেন, তৃণমূলের নির্বাচন করেছেন, পৌর চেয়ারম্যান হয়েছেন, সংসদ-সদস্য হয়েছেন, মন্ত্রী হয়েছেন এবং দীর্ঘদিন বিরোধী দলের মহাসচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন। অর্থাৎ রাষ্ট্রের বাইরে থেকে রাষ্ট্রকে দেখার পাশাপাশি রাষ্ট্রের ভেতর থেকেও কাজ করার অভিজ্ঞতা তার রয়েছে।

রাষ্ট্রপতি হিসাবে তার সামনে কয়েকটি বড় চ্যালেঞ্জ থাকবে। প্রথমত, রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখা।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আস্থা ও সংলাপের পরিবেশ তৈরিতে নিজের সাংবিধানিক মর্যাদা ব্যবহার করা। তৃতীয়ত, রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সংবিধান ও আইনের কাঠামোর মধ্যে সম্মান করা। চতুর্থত, তার দীর্ঘ রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে যে প্রত্যাশা ও সংশয়-দুই-ই তৈরি হবে, তা সামলানো। আর পঞ্চমত, সাধারণ মানুষের কাছে রাষ্ট্রপতি পদকে কেবল আনুষ্ঠানিক পদ হিসাবে নয়, রাষ্ট্রের ঐক্যের প্রতীক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।

মির্জা ফখরুলের সবচেয়ে বড় শক্তি হতে পারে তার ব্যক্তিগত ভদ্রতা, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার ধৈর্য। যে মানুষটি আড্ডা ভালোবাসতেন, তাকে এখন ইতিহাসের সঙ্গে কথা বলতে হবে। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে আবেগময় পরিবর্তন সম্ভবত এখানেই।

শেষ কথা

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জীবন তাই কেবল একজন রাজনীতিকের ব্যক্তিগত সাফল্যের গল্প নয়। এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনেরও একটি দীর্ঘ কাহিনি। ষাটের দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্র থেকে ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের ছাত্রনেতা; মুক্তিযুদ্ধের সময়ের কর্মী থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষক; প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে ১৯৮৬ সালে সক্রিয় রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন; ঠাকুরগাঁও পৌরসভার চেয়ারম্যান থেকে সংসদ-সদস্য ও মন্ত্রী; বিএনপির সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে দীর্ঘদিনের মহাসচিব, তারপর ২০২৬ সালে রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠান-এই পথ নিঃসন্দেহে দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময়।

রাজনীতির ময়দানে তিনি ছিলেন একজন পক্ষের মানুষ। বঙ্গভবনে তাকে হতে হবে সবার রাষ্ট্রপতি। এখন তার সামনে আর কোনো দলীয় মঞ্চ নেই, আছে রাষ্ট্রের মঞ্চ। নেই শুধু দলীয় কর্মসূচির ব্যস্ততা, আছে সংবিধানের দায়িত্ব। নেই কেবল রাজনৈতিক সহযোদ্ধাদের প্রত্যাশা-আছে কোটি মানুষের প্রত্যাশা। বঙ্গভবনের সুশীতল ছায়ায় বসে তাই হয়তো কোনো কোনো বিকালে তার মনে পড়বে পুরোনো সেই দিনগুলোর কথা-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডর, অর্থনীতি বিভাগের শ্রেণিকক্ষ, ফুলার রোডে ড. আবু মাহমুদের বাসা পাহারা দেওয়া, রাজনৈতিক বন্ধুদের আড্ডা, উত্তাল রাজপথ এবং দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম। কিন্তু ইতিহাস কাউকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেয় না। যে মির্জা ফখরুল একদিন রাজনীতির মাঠে মানুষের সঙ্গে হাঁটতেন, আজ তাকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে বসে সেই মানুষের অধিকার, মর্যাদা ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যের বৃহত্তর প্রতীক হয়ে উঠতে হবে। রাজপথের সেই সজ্জন রাজনীতিকের সামনে এখন তাই সবচেয়ে বড় দায়িত্ব-নিজের রাজনৈতিক অতীতকে সম্মান করে দলীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হয়ে ওঠা।

বঙ্গভবনের দরজা তার জন্য খুলেছে। এখন ইতিহাস অপেক্ষা করছে এটা দেখার জন্য যে, তিনি সেই দরজা দিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্র, সহনশীলতা ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যের জন্য কতদূর এগিয়ে যেতে পারেন। রাজনীতির উত্তাল তরঙ্গে দাপিয়ে বেড়ানো বিএনপির দুর্দিনের কান্ডারি মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে বঙ্গভবনের শান্ত সাগরের কৃত্রিম আনন্দমুখর জলসায় লাল সালাম।

দিরাই প্রেসক্লাবের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন

দিরাই (সুনামগঞ্জ) সংবাদদাতাঃ সুনামগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী দিরাই প্রেসক্লাবের ১৭ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত শনিবার বিকেলে প্রেসক্লাব কার্যালয়ে ক্লাবের সকল সদস্যদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় এপূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। প্রেসক্লাব সভাপতি জিয়াউর রহমান লিটনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসাইন পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করেন।

পূর্ণাঙ্গ কমিটির নেতৃবৃন্দরা হলেন, সহ-সভাপতি শামছুল আলম ও শাহজাহান মাহমুদ হেলাল, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হিল্লোল পুরকায়স্থ, দপ্তর সম্পাদক দীপঙ্কর বণিক, তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক সুমন রহমান, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জীবন সূত্রধর , সহক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মহিবুর রহমান। নির্বাহী সদস্য যথাক্রমে, সোয়েব হাসান, মোশাহিদ আহমদ, আবু হানিফ চৌধুরী, তোফায়েল চৌধুরী, প্রশান্ত সাগর দাস ও জাকারিয়া হোসেন জোসেফ।

সাধারণ সদস্য হিসেবে আহমেদ হেলাল, এহিয়া আহমেদ লিটন, রায়হান, পাবেল হাসান, রাজিব দাস, আয়মান মিয়া ও আশরাফ উদ্দিনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নতুন কমিটির নেতৃবৃন্দ দিরাইয়ের সাংবাদিকদের পেশাগত ঐক্য ও কল্যাণে কাজ করার পাশাপাশি এলাকার সমস্যা, সম্ভাবনা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

এর আগে গত ৭ আগস্ট বিকেলে দিরাই শহরের জালাল সিটির কনফারেন্স রুমে এক সভায় সিলেট প্রেসক্লাবের সাবেক কোষাধ্যক্ষ ও দৈনিক সিলেটের ডাক'র সিনিয়র রিপোর্টার কাউসার চৌধুরী দিরাই প্রেসক্লাবের আংশিক কমিটি ঘোষণা করেন। অনলাইনবিজ্ঞাপন

ওই সভায় বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রুদ্র মিজান উপস্থিত ছিলেন।

বিশ্বনাথে আওয়ামীলীগের ১৬২ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা, গ্রেফতার-১

বিশ্বনাথ (সিলেট) সংবাদদাতা : 'বিশেষ ক্ষমতা আইনে' সিলেটের বিশ্বনাথে কার্যক্রম নিষিদ্ধ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের বিশ্বনাথ উপজেলার ১৬২ জন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার (২১ আগস্ট) রাতে বিশেষ ক্ষমতা আইনে উপজেলার অলংকারী ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সভাপতি ইরন মিয়া বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। ৯২ জন নেতাকর্মীর নাম উল্লেখ করে ও আরও ৬০/৭০ জনকে অজ্ঞাতনামা অভিযুক্ত করে থানায় মামলা দায়ের করা হয়। এদিকে মামলা দায়েরের পর পরই শুক্রবার দিবাগত রাতে বিশ্বনাথ থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে নিজ বাড়ি থেকে মামলার এজাহারনামীয় অভিযুক্ত ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ বিশ্বনাথ পৌর আওয়ামীলীগের ১নং ওয়ার্ড শাখার যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুমকে নিজ বাড়ী থেকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত আব্দুল কাইয়ুম পৌর শহরের অলংকারী গ্রামের মৃত তজম্মুল আলীর ছেলে।

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামীলীগের বিশ্বনাথ উপজেলা শাখার আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট গিয়াস উদ্দিন আহমদকে প্রধান অভিযুক্ত করে দায়ের করা মামলায় উপজেলা আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি শাহ আসাদুজ্জামান, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ফারুক আহমদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মকদ্দছ আলী, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক সিরাজ মিয়া, সদস্য কবির আহমদ কুব্বার, এনামুল হক এনাম, উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও যুবলীগ নেতা মুহিবুর রহমান সুইট, বিশ্বনাথ পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর ও বিশ্বনাথ পৌর আওয়ামী লীগের সদস্য রফিক হাসান, ফজর আলী, বারাম উদ্দিন, বিশ্বনাথ পৌর আওয়ামীলীগের আহবায়ক আব্দুল জলিল জালাল, যুগ্ম আহবায়ক আলতাব হোসেন, সদস্য শংকর দাস শংকু,খাজাঞ্চী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুর নূর, সাধারণ সম্পাদক শংকর চন্দ্র ধর, অলংকারী ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিরা মিয়া, রামপাশা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আজিজুর রহমান, বিশ্বনাথ ইউনিয়ন পরিষদের ৩নং ওয়ার্ডের মেম্বার শেখ ফজর রহমান, নিষিদ্ধ ছাত্র সংগঠন বিশ্বনাথ উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি পার্থ সারর্থী দাশ পাপ্পু সহ ৯২ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে ও আরও ৬০/৭০ জনকে অজ্ঞাতনামা অভিযুক্ত করা হয়েছে।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা যায়, গত ১৫ আগস্ট রাতে উপজেলার রামপাশা এলাকায় অভিযুক্তরা রাস্তার ওপরে গাড়ির টায়ার জ্বালিয়ে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ও মিছিলের মাধ্যমে এলাকায় অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করে। সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেয় এবং এলাকায় আতংকের সৃষ্টি করে।মামলার অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে 'বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তী ক্ষুন্ন, সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্র, ত্রাস সৃষ্টি, দেশের উন্নয়নে ব্যাঘাত, সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নাশকতার পরিকল্পনা'সহ বিভিন্ন বিষয়ের অভিযোগ এনে বাদী মামলাটি দায়ের করেছেন মর্মে থানায় দায়ের করা লিখিত অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেছেন।

বিশেষ ক্ষমতা আইনে থানায় মামলা দায়ের ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের নেতা আব্দুল কাইয়ুমকে গ্রেপ্তারের সত্যতা স্বীকার করে বিশ্বনাথ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গাজী মো. মাহবুবুর রহমান বলেন, তদন্ত সাপেক্ষে ঘটনার সাথে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে পুলিশী অভিযান অব্যাহত রয়েছে। গ্রেপ্তারকৃত আব্দুল কাইয়ুমকে শনিবার দুপুরে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের যাত্রা শুরু

সিলেট অফিস : পরিকল্পিত নগর উন্নয়ন, সুষম অবকাঠামো তৈরি ও জনদুর্ভোগ নিরসনে সিলেটে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিউক) দাপ্তরিক কার্যক্রম। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১২টায় সিলেট নগরীর নাইওয়ারপুলস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়। পরবর্তীতে সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক বর্ণাঢ্য সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য, শিল্প এবং পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির এমপি বলেন, অতীতে সরকারি দপ্তরগুলোর মধ্যে আন্তঃসমন্বয় না থাকায় একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বারবার রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি, গ্যাস ও পানির পাইপলাইন কাটা এবং পুনরায় বসানোর মতো ভোগান্তির মুখোমুখি হতে হয়েছে নগরবাসীকে। এতে বারবার বাজেট ও সময়ের অপচয় ঘটেছে। এ ধরনের উন্নয়নজনিত জটিলতা বন্ধ করে পরিকল্পিত নকশা ও সঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সিলেটের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করাই হবে সিউকের মূল লক্ষ্য।

তিনি আরও ঘোষণা দেন, আগামী শীতের শুরু থেকেই সিলেট বিভাগ ও নগরীর মেগা উন্নয়ন প্রকল্পের দৃশ্যমান কাজ শুরু হবে। সিলেট বিভাগের চার জেলার প্রতিটি উপজেলায় গ্রামীণ সড়ক পুনর্র্নির্মাণ ও আধুনিকায়নে প্রায় ৫ হাজার ৩০০ কোটি টাকার একটি মেগা প্রকল্প সরকারের অনুমোদনের চূড়ান্ত অপেক্ষায় রয়েছে। এছাড়া নগরীর প্রধান সমস্যা জলাবদ্ধতা স্থায়ী নিরসনে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে, যার ভৌত কাজ সরাসরি মাঠে শুরু হবে। নগরবাসীর বিনোদন ও বায়ুমান নিশ্চিত করতে সিলেট পুরাতন কারাগারের জায়গায় একটি দৃষ্টিনন্দন ও বিশাল পার্ক নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যা শহরের প্রধান 'ফুসফুস' ও পর্যটন আকর্ষণ হিসেবে গড়ে উঠবে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী জাকারিয়া তাহের সিলেটকে মাস্টার প্ল্যানের আওতায় এনে আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব শহর হিসেবে গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, সিলেটের দ্রুত বর্ধনশীল নগরায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় টেকসই অবকাঠামো তৈরি করাই মূল লক্ষ্য। পাহাড়-টিলা ও জলাশয় রক্ষা, আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু, যানজট নিরসন এবং অনুমোদিত নকশার বাইরে ভবন নির্মাণ রোধে আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে।

গত ১৭ বছরে মেগা প্রকল্পের নামে অর্থ পাচার ও অপচয় হলেও টেকসই নগরায়ন হয়নি। বর্তমানে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ঘোষিত ১৮০ দিনের কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে বিভাগীয় শহরগুলোতে মাস্টার প্ল্যান প্রণেয়ন ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গঠনের কাজ সফলভাবে এগিয়ে চলছে।

সিউকের চেয়ারম্যান রেজাউল হাসান কয়েস লোদীর সভাপতিত্বে ও গোলজার আহমদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আহম্মদ সোহেল মনজুর, এমপি, সংসদ সদস্য তাহসিনা রূশদী লুনা (সিলেট-২), এম এ মালিক (সিলেট-৩) ও অ্যাডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী (সিলেট-৬)। এছাড়াও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী, জেলা পরিষদের প্রশাসক আবুল কাহের শামীম, এসএমপি পুলিশ কমিশনার সরোয়ার মুর্শেদ শামীম, জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মামুন ও জালালাবাদ গ্যাস লিমিটেডের পরিচালক বদরুজ্জামান সেলিমসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শাহপরানে ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে খুন

সিলেট অফিস : সিলেটের শাহপরান (রহ) মাজার এলাকায় শাহাব উদ্দিন নামে এক ব্যবসায়ী খুন হয়েছেন। রোববার রাত সাড়ে ১১টার দিকে সিলেট সিটি করপোরেশনের ৩৩নং ওয়ার্ডের ইসলামাবাদ আবাসিক এলাকার দুই নম্বর ব্রিজের পাশ থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এদিকে এঘটনায় জড়িত থাকা সন্দেহে মঙ্গলবার পুলিশ এক ব্যক্তিকে আটক করেছে।

নিহত শাহাব উদ্দিন সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার চারখাই এলাকার মৃত ইজ্জাদ আলীর ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে শাহপরান (র.) এলাকায় স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে বসবাস করেন ও শাহপরান (রহ) মাজার এলাকার ব্যবসায়ী।

পুলিশ জানিয়েছে-ব্যবসায়ী শাহাব উদ্দিনকে কে বা কারা হত্যা করে রাস্তার পাশে ফেলে গেছে। মরদেহ উদ্ধার করে সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

নিহতের স্ত্রী জানান, রোববার বিকেল ৩টার দিকে বাসা থেকে বের হয়ে আসেন শাহাব উদ্দিন। এসময় তিনি তার নাতিনকে দেখে রাখার জন্য বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যান। এরপর রাতে তারা জানতে পারেন তাকে গলা কেটে হত্যা করে রাস্তার পাশে ফেলে যায়। আমরা এই ঘটনার বিচার চাই।

নিহত শাহাব উদ্দিনের ছোট ছেলে রেদোয়ান আহমদ জানান, আমাদের এলাকার এক ভাইয়ের মাধ্যমে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি আমার বাপকে স্টেপ করে সেজদারত অবস্থায় ফেলে রেখে গেছে। তার শরীরের তিনটি আঘাতের চিহ্ন (কোপ) রয়েছে।

খুন হওয়া ব্যক্তি স্থানীয় একটি ছোট মুদি দোকানদার। রাতে দোকান বন্ধ করে বাসায় ফেরার পথে দুর্বৃত্তরা তাকে হত্যা করেছে। নিহতের গলা ও মাথায় গুরুতর আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

প্যানেল দ্বন্দ্বে থমকে আছে গোয়াইনঘাটের আলীরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম

সিলেট অফিস : সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার ১০ নম্বর পশ্চিম আলীরগাঁও ইউনিয়ন পরিষদ বর্তমানে চেয়ারম্যানশূন্য অবস্থায় রয়েছে। এতে স্থবির হয়ে পড়েছে পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। জন্মনিবন্ধন, নাগরিকত্ব সনদসহ জরুরি বিভিন্ন সেবা না পেয়ে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন ইউনিয়নের ১৭ হাজারেরও বেশি বাসিন্দা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, গত ১১ আগস্ট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আলিম উদ্দিনের আকস্মিক মৃত্যু হয়। এরপর থেকেই কার্যত অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে ইউনিয়ন পরিষদটি। নিয়ম অনুযায়ী প্যানেল চেয়ারম্যানের মাধ্যমে দায়িত্ব হস্তান্তরের কথা থাকলেও ইউপি সদস্যদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও জটিলতার কারণে এখনো নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া সম্ভব হয়নি।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ২০২২ সালের নির্বাচনে পশ্চিম আলীরগাঁও ইউনিয়নে গোলাম কিবরিয়া হেলাল চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে পরিষদের সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে আলিম উদ্দিনকে প্রথম প্যানেল চেয়ারম্যান, ফারুক আহমদ বাবুলকে দ্বিতীয় এবং প্রবাসী রাণীকে তৃতীয় প্যানেল চেয়ারম্যান মনোনীত করা হয়।

২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর মূল চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া হেলাল অনুপস্থিত থাকায় প্রথম প্যানেল চেয়ারম্যান হিসেবে আলিম উদ্দিন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে চেয়ারম্যান হেলালকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হলে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আলিম উদ্দিন ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

১৭ হাজার ৬১৮ জন ভোটারের এ ইউনিয়নে বর্তমানে নাগরিক সেবা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা রিয়াজুল ইসলাম বলেন, চেয়ারম্যান না থাকায় জরুরি কাগজপত্র ও বিভিন্ন সনদ নিতে পারছেন না তারা। প্রতিদিন ইউনিয়ন পরিষদে এসে সাধারণ মানুষকে ফিরে যেতে হচ্ছে। দ্রুত এ সংকটের সমাধান চান তারা।

ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মুজিবুর রহমান জানান, চেয়ারম্যান বা ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর ও অনুমোদন ছাড়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ দাপ্তরিক কাজ এবং সরকারি অনুদান বিতরণ আটকে আছে। দ্রুত সমাধান না হলে নাগরিক ভোগান্তি আরও বাড়বে।

এদিকে, দ্বিতীয় প্যানেল চেয়ারম্যান ফারুক আহমদ বাবুল দায়িত্ব পাওয়ার দাবি জানিয়ে বলেন, প্রথম প্যানেল চেয়ারম্যান আলিম উদ্দিন এতদিন দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর নিয়ম অনুযায়ী দ্বিতীয় প্যানেল চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর কাছেই ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব হস্তান্তরের কথা। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে এখনো তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না। জনগণের ভোগান্তি দূর করতে দ্রুত দায়িত্ব হস্তান্তরের দাবি জানান তিনি।

অন্যদিকে বর্তমান প্যানেল বাতিলের দাবি জানিয়েছেন ইউপি সদস্য মাসুক আহমদ। তিনি বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ও তৎকালীন চেয়ারম্যানের মাধ্যমে গঠিত এই প্যানেল তারা প্রত্যাখ্যান করছেন। অবিলম্বে বর্তমান প্যানেল বাতিল করে নতুন প্যানেল গঠন এবং যোগ্য ব্যক্তির কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের মাধ্যমে জনগণের ভোগান্তি দূর করতে হবে।

মাসুক আহমদ আরও জানান, বর্তমান প্যানেল বাতিলের দাবিতে তাঁরসহ পরিষদের সাতজন সদস্যের স্বাক্ষরিত একটি স্মারকলিপি ইতোমধ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে দেওয়া হয়েছে।

গোয়াইনঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রতন কুমার অধিকারী বলেন, পশ্চিম আলীরগাঁও ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের মৃত্যুর পর তৈরি হওয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশাসন অবগত রয়েছে। স্থানীয় সরকার আইন ও সরকারি বিধিমালা অনুযায়ী দ্রুত দায়িত্ব হস্তান্তরের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জনগণের ভোগান্তি যাতে না হয় এবং নাগরিক সেবা যাতে ব্যাহত না হয়, তা নিশ্চিত করাই প্রশাসনের প্রধান লক্ষ্য।

ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের মৃত্যু এবং প্যানেল পুনর্গঠন নিয়ে ইউপি সদস্যদের বিরোধের কারণে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। স্থানীয় সচেতন মহল মনে করছেন, জনগণের স্বার্থে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত আইনানুগ ও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

প্রতিবেশীকে ফাঁসাতে সন্তানকে হত্যা

কমলগঞ্জ (মৌলভীবাজার) সংবাদদাতা : মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলায় প্রতিবেশীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসাতে গিয়ে নিজের সাড়ে তিন বছরের কন্যা সন্তানকে দা দিয়ে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় বাবা শরীফ আলীকে মৃত্যুদ- দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

সোমবার (২৪ আগস্ট) দুপুরে মৌলভীবাজারের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ ২য় আদালতের বিচারক মো. আনোয়ারুল হক এই চাঞ্চল্যকর মামলার রায় ঘোষণা করেন।

আদালত সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি রাত ৩টার দিকে কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর পূর্ব ভানুবিল গ্রামে নিজ বসতঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় সাড়ে তিন বছর বয়সী শিশু রুনা বেগমকে ধারালো দা দিয়ে গলায় কুপিয়ে হত্যা করে তার জন্মদাতা বাবা শরীফ আলী।

পরবর্তীতে পুলিশি তদন্তে বেরিয়ে আসে কমলগঞ্জ উপজেলার ভানুবিল গ্রামের শরীফ আলী তার চাচাত ভাইয়ের সাথে জমি নিয়ে রিরোধের জেরে নিজের সাড়ে তিন বছরের শিশু সন্তানকে হত্যা করে প্রতিপক্ষের উপর দায় চাপান। বিষয়টি টের পেয়ে শরীফ আলীর স্ত্রী আদালতে স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করেন। সেই ঘটনার রায়ে মৌলভীবাজারে দ্বিতীয় জেলা ও দায়রা জজ আদালত নিষ্ঠুর পিতার মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন।

পূর্বশত্রুতার জেরে প্রতিবেশী সালেক মিয়াকে হত্যা মামলায় ফাঁসিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে ঘাতক বাবা নিজেই নিজ সন্তানকে হত্যা করে। পরবর্তীতে বাবা শরীফ আলী আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে মেয়েকে হত্যার দায় স্বীকার করে বিস্তারিত বিবরণ দেয়। দ-প্রাপ্ত শরীফ আলী কমলগঞ্জ উপজেলার আদমপুর ইউনিয়নের পূর্ব ভানুবিল গ্রামের আরিফ মিয়ার ছেলে।

ঘটনার পর নিহত শিশু রুনার মা ও আসামির স্ত্রী নেকজান বিবি বাদী হয়ে কমলগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করেছিলেন। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া ও সাক্ষ্যপ্রমাণ গ্রহণ শেষে আদালতের কাছে আসামির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় ১২ বছর পর আদালত আসামি শরীফ আলীকে মৃত্যুদণ্ড এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করে এই রায় প্রদান করেন।

সিলেটে সংরক্ষণ কেন্দ্রের নামে ৭৩ প্রাণী হত্যা

সিলেট অফিস : প্রাণীদের নিরাপদ আশ্রয় ও সংরক্ষণের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল সিলেট বন্য প্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র। কিন্তু সংরক্ষণের বদলে অব্যবস্থাপনা, অপরিকল্পিত খাঁচা ও যথাযথ চিকিৎসার অভাবে সংরক্ষণকেন্দ্রটি যেন পরিণত হয়েছে প্রাণীদের মৃত্যুকূপে। ২০১৮ সালে গাজীপুর সাফারি পার্ক থেকে ১১ প্রজাতির ৮৮টি দেশি-বিদেশি পশু-পাখি আনা হয়েছিল এই কেন্দ্রে। সেগুলোর মধ্য থেকে একে একে ৭৩টি প্রাণী মারা গেছে। এখন সেখানে টিকে আছে মাত্র ৬ প্রজাতির ১৫টি প্রাণী।

বিদেশি পশু-পাখি আনা হলেও তাদের চিকিৎসায় নিয়োগ দেওয়া হয়নি কোনো ভেটেরিনারি চিকিৎসক। ফলে যে কেন্দ্রের কথা ছিল প্রাণী রক্ষার, অব্যবস্থাপনায় সেই কেন্দ্রেই প্রাণ হারিয়েছে একের পর এক পশু-পাখি। এক কথায় বোবা এই প্রাণীগুলো বিভিন্নভাবেই খুন করা হয়েছে। তবে; এখন অবশিষ্ট পশু-পাখি রক্ষায় জমি অধিগ্রহণ করে প্রাণীগুলোর খাঁচা স্থানান্তরের উদ্যোগ নিয়েছে বন বিভাগ।

সূত্র জানায়, ২০০৬ সালে ১১২ একর জায়গা নিয়ে সিলেট নগরের টিলাগড়ে গড়ে তোলা হয় 'টিলাগড় ইকোপার্ক'। ঘনসবুজে আচ্ছাদিত এই বনে রয়েছে নানা জাতের বৃক্ষরাজি। বনটিতে একসময় উড়ে বেড়াতো বনমোরগ, ময়না, টিয়া, ঘুঘু, মাণিকজোড়, কালিম, কাঠঠোকরা, হুতুমপেঁচাসহ বিভিন্ন জাতের পাখি। দেখা মিলতো বানর, শুকর, খেঁকশিয়াল, বনবিড়াল, মেছোবাঘ, খরগোশ, কাঠবিড়ালী ও বেজির। নানা জাতের সরীসৃপেরও অভয়ারণ্য ছিল ইকোপার্কটি।

২০১৮ সালে ইকোপার্কটিতে 'বন্য প্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র' নামে গড়ে তোলা হয় মিনি চিড়িয়াখানা। ওই বছরের অক্টোবরে গাজীপুর সাফারি পার্ক থেকে আনা হয় ১১ প্রজাতির ৮৮টি প্রাণী।

এর মধ্যে ছিল ৯টি হরিণ, ১৮টি কইকার্প, ২টি গ্রে প্যারট, ৪টি খরগোশ, লাভবার্ড ৩০টি, ময়ূর ১২টি, জেব্রা ২টি, সিলভার ফিজেন্ট ৩টি, গোল্ডেন ফিজেন্ট ১টি, সানকনুর ৪টি ও মেকাউ ৩টি। বিদেশি পশুপাখি আনা হলেও সংরক্ষণকেন্দ্রটিতে কোন ভেটেরিনারি চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়নি। ফলে বছর ঘুরার আগেই শুরু হয় পশু-পাখির মৃত্যুর ঘটনা। শব্দ দূষণ এবং অতিরিক্ত ঠান্ডা ও গরম সহ্য করতে না পেরে মরতে থাকে পশু-পাখিগুলো।

বর্তমানে সংরক্ষণ কেন্দ্রে রয়েছে ৬-৮টি হরিণ, গ্রে প্যারট ২টি, ময়ূর ২টি, সিলভার ফিজেন্ট ১টি, মেকাউ ৩টি ও অজগর সাপ ১টি। গেল এক বছরে অন্তত ১০টি হরিণ, ২টি গ্রে প্যারট, ১টি ময়ুর, ৬টি রঙিণ কার্প ও ২টি কালিম মারা গেছে। অভিযোগ রয়েছে, মারা যাওয়া ছাড়াও সংরক্ষণ কেন্দ্র থেকে হরিণ চুরিও হয়েছে।

সরেজমিনে সিলেট বন্যপ্রাণী সংরক্ষণকেন্দ্রে ঢুকতেই চোখে পড়ে অনিয়মের চিত্র। বনবিভাগের ইজারাদার মেসার্স জালাল এন্টারপ্রাইজ দর্শনার্থী ফি ২৩ টাকার পরিবর্তে আদায় করছেন ৩০ টাকা। বাড়তি টাকা নেওয়ার ব্যাপারে কোন সদুত্তর নেই তাদের। বাড়তি ফি নেওয়া দুঃখজনক মন্তব্য করলেও বিভাগীয় বন কর্মকর্তা আবদুর রহমানের কাছ থেকে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার কোন আশ্বাস মিলেনি।

ভেতরে ঢুকতেই দেখা যায়, মেকাও, সিলভার ফিজেন্ট ও গ্রে প্যারটের খাঁচার ভেতর জমে আছে ময়লা-আবর্জনা। মেকাও ও গ্রে প্যারটর খাঁচার ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে কাঠবিড়ালী। মাঝে মধ্যে পাখিগুলোর দিকে কাঠবিড়ালী তেড়ে আসছে। ভয়ে খাঁচাজুড়ে উড়ছে পাখিগুলো। ময়ূর ও অজগরের খাঁচার ভেতরের পরিবেশ আরও অপরিচ্ছন্ন।

সিলেটের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা মোহাম্মদ আবদুর রহমান জানান, যারা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্রটি স্থাপন করেছিলেন তাদের অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের অভাব ছিল। প্রাণীগুলোর বেষ্টনি সুচিন্তিতভাবে করা হয়নি। স্থানটিও বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত ছিল না। বর্তমানে সংরক্ষণ কেন্দ্রের জন্য একটি মাস্টারপ্ল্যান হয়েছে। মাস্টারপ্ল্যানের প্রস্তাবনা অনুযায়ী বন্যপ্রাণীকেন্দ্রের পাশে ১০ একর ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে। পরে প্রাণীগুলোকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। এতে পশু-পাখির মৃত্যু হার কমবে।

সিউকে গোলাপগঞ্জ ও বিশ্বনাথকে চান না এমপি এমরান ও লুনা

সিলেট অফিস : সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (সিউক) আওতা বাড়ানোর প্রস্তাবে গোলাপগঞ্জ ও বিশ্বনাথ উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত না করার আহ্বান জানিয়েছেন সিলেট-৬ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী ও সিলেট-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহসিনা রুশদীর লুনা।

তাঁদের মতে, দূরের উপজেলাগুলোকে সিউকের আওতায় নেওয়া হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের নাগরিক সেবা পেতে সিলেট নগরে আসতে হতে পারে। এতে সময় ও অর্থ-দুইয়েরই অপচয় হবে।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে সিলেট জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম ও অস্থায়ী কার্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত সুধী সমাবেশে তাঁরা এ আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ এবং সরকারি কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সাংবাদিক গুলজার আহমদ।

সিলেট-৬ আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরী বলেন, নগর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের আওতা বাড়ানোর একটি পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন। ওই প্রস্তাবে গোলাপগঞ্জ উপজেলাকেও অন্তর্ভুক্ত করার কথা রয়েছে।

তিনি বলেন, 'দায়িত্বশীলদের সামনেই বলছি, এই কর্তৃপক্ষের অধীনে আনার যে প্রস্তাবনা পাঠানো হয়েছে, সেখান থেকে গোলাপগঞ্জকে বাদ দিতে হবে। সিলেট সিটি করপোরেশন ও সদর এলাকার মানুষের সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি দূরের কোনো উপজেলাকে যুক্ত করে সেখানকার নাগরিক সেবা ব্যাহত করার প্রয়োজন নেই।'

তিনি গোলাপগঞ্জকে সিউকের আওতায় না আনার আহ্বান জানান।

একই অনুষ্ঠানে সিলেট-২ আসনের সংসদ সদস্য তাহসিনা রুশদীর লুনা বলেন, সিলেট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাজের পরিধি বাড়ানোর জন্য একটি পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন। ওই পরিকল্পনায় তাঁর সংসদীয় আসনের বিশ্বনাথ উপজেলার নামও রয়েছে।

সিলেটের উপকমিশনারসহ পুলিশের ১৭ কর্মকর্তা বদলি

সিলেট অফিস : দুই ডিআইজিসহ পুলিশের ১৭ কর্মকর্তাকে বদলি ও পদায়ন করেছে সরকার। এর মধ্যে একজন ডিআইজিকে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার এবং আরেকজনকে র‌্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

বদলির আদেশে দুই ডিআইজি ছাড়াও চারজন অতিরিক্ত ডিআইজি রয়েছেন। পাশাপাশি পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার দুজন কর্মকর্তাকে সংযুক্ত করা হয়েছে।

সোমবার (২৫ আগস্ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের পুলিশ-১ শাখা থেকে পৃথক তিনটি প্রজ্ঞাপনে এসব কর্মকর্তাকে বিভিন্ন ইউনিট ও পদে বদলি করা হয়। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে উপসচিব তৌছিফ আহমেদ এসব প্রজ্ঞাপনে সই করেন।

প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ডিআইজি মাহবুবুর রশীদকে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের পুলিশ কমিশনার হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। তিনি এর আগে পুলিশের বিশেষ শাখায় (এসবি) ডিআইজি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।

অন্যদিকে, পিবিআইয়ের ডিআইজি মো. হুমায়ুন কবিরকে র‌্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক হিসেবে বদলি করা হয়েছে। এ ছাড়া অতিরিক্ত ডিআইজি মো. হুমায়ুন কবীরকে পুলিশ অধিদপ্তরে এবং অতিরিক্ত ডিআইজি মো. তোফায়েল আহমেদ মিয়াকে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) যুগ্ম পুলিশ কমিশনার হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

এ ছাড়া সুপারনিউমারারি অতিরিক্ত ডিআইজি পদমর্যাদার মোহাম্মদ নাজমুল আলমকে ডিএমপির উপপুলিশ কমিশনার এবং পুলিশ সুপার মো. জাফর হোসেনকে সিআইডিতে বদলি করা হয়েছে।

পিবিআইয়ের পুলিশ সুপার মো. আবুল কালাম আজাদকে গাজীপুর ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের কমান্ড্যান্ট এবং এস এম সিরাজুল হুদাকে ঝিনাইদহ ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারের কমান্ড্যান্ট করা হয়েছে।

এ ছাড়া পুলিশ সুপার মো. শাহাদাত হোসেন, এম কে এইচ জাহাঙ্গীর হোসেন ও মো. আবদুর রহমানকে পিবিআইয়ে বদলি করা হয়েছে। এম কে এইচ জাহাঙ্গীর হোসেনের সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের উপপুলিশ কমিশনার হিসেবে আগের বদলির আদেশও বাতিল করা হয়েছে।

এস এম রফিকুল ইসলামকে এপিবিএনে পুলিশ সুপার, মুহাম্মদ খালেদ-উজ-জামানকে সিআইডিতে পুলিশ সুপার এবং সিলেট মেট্রোপলিটনের উপকমিশনার মো. রিয়াজুল কবিরকে রংপুর রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে।

নির্বাচনের পর বাংলাদেশে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলেছে : ইইউ রাষ্ট্রদূত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নির্বাচনের পর বাংলাদেশে সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলেছে-এমন মন্তব্য করে বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব আরো গভীর করতে কাজ করার কথা জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার। একইসঙ্গে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন এখনো শুরু না হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত এই রাষ্ট্রদূত।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ-সিজিএস আয়োজিত 'মিট দ্য অ্যাম্বাসাডর' অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সঙ্গে ইইউর ভবিষ্যৎ সম্পর্কের নানা দিক তুলে ধরেন মাইকেল মিলার।

ইইউ রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশে ইইউর সম্পর্ক এখন নতুন এক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। শুধু অনুদাননির্ভর সহযোগিতা নয়; যৌথ অর্থায়ন, বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ এবং চট্টগ্রাম বন্দরে সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরো বহুমুখী করতে চায় ইইউ।

এ সময় কোনো দেশের ওপর নির্ভরশীল না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ইইউ রাষ্ট্রদূত।

এ ছাড়া ঋণনির্ভরতা বা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কোনো অংশীদারত্ব নয়, বিশ্বাস, ন্যায্যতা ও ভাগাভাগি সমৃদ্ধির ভিত্তিতে ইইউ সম্পর্ক চায় বলে জানান তিনি।

বাংলাদেশে ইইউর প্রায় ১ বিলিয়ন ইউরোর চলমান চুক্তি, প্রকল্প ও অনুদান রয়েছে বলেও জানান মাইকেল মিলার। বাংলাদেশের এলডিসি উত্তরণ সামনে রেখে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখার কথা জানান তিনি। পাশাপাশি সামুদ্রিক নিরাপত্তা, বন্দর নিরাপত্তা, মানবপাচার ও উগ্রবাদ মোকাবেলায় সহযোগিতা অব্যাহত রাখার কথা বলেন রাষ্ট্রদূত।

শেখ হাসিনাসহ ২০ জনকে আত্মসমর্পণে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির নির্দেশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আট বছর আগে টেকনাফে সাবেক কাউন্সিলর একরামুল হককে ক্রসফায়ারে হত্যার ঘটনায় এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সাভারে এপিসি থেকে ফেলে আসহাবুল ইয়ামিন হত্যার ঘটনায় পৃথক দুই মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২০ জনকে আত্মসমর্পণের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এর মধ্যে প্রথম মামলায় পলাতক ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ সাতজনকে আত্মসমর্পণের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় মামলায় সাভারের সাবেক এমপি সাইফুল ইসলামসহ ১৩ জনকে হাজিরের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দেন। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর সদস্য বিচারক মো. মঞ্জুরুল বাছিদের একক বেঞ্চ গতকাল মঙ্গলবার পৃথক এ আদেশ দেন।

এদিকে সাবেক কাউন্সিলর একরামকে ক্রসফায়ারে হত্যার ঘটনায় কক্সবাজার-৪ আসনের সাবেক এমপি আবদুর রহমান বদিসহ চার আসামিকে গ্রেপ্তার (শ্যোন অ্যারেস্ট) দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল। কারাগারে পাঠানো অন্য তিন আসামি হলেন- ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মিফতাহ উদ্দিন আহমেদ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহবুব আলম ও র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক কর্নেল (অব.) আনোয়ার লতিফ খান। এদিন চারজনই ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত ছিলেন। এর মধ্যে অন্য মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে ঢাকার সেনানিবাসের সাবজেল আছেন মাহবুব ও আনোয়ার লতিফ।

শেখ হাসিনা ছাড়া পলাতক অন্য আসামিরা হলেন- সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ, মেজর (অব.) রুহুল আমিন, লে. কমান্ডার আশেকুর রহমান ও ডিজিএফআইয়ের সাবেক কর্মকর্তা স্কোয়াড্রন লিডার নাজমুস সাকিব মাহমুদ। ট্রাইব্যুনালে প্রসিকিউশনের পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর মোহাম্মদ অলি মিয়া। শুনানিতে তিনি বলেন, এ মামলায় গত ২৬ জুলাই শেখ হাসিনাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে তিনজনের বিরুদ্ধে শ্যোন অ্যারেস্ট ও সাতজনের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল মঙ্গলবার চারজনকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়েছে। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা পাওয়া বাকি সাতজনের স্থায়ী ও অস্থায়ী ঠিকানায় গিয়েও পাওয়া যায়নি।

এ সময় ট্রাইব্যুনালে হাজির করা চারজনকে এ মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর পাশাপাশি বাকি সাতজনকে আত্মসমর্পণের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আবেদন জানান প্রসিকিউটর অলি মিয়া। শুনানি শেষে দুই আবেদন মঞ্জুর করে সাবেক-বর্তমান সেনা কর্মকর্তাসহ চার আসামিকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন ট্রাইব্যুনাল। একই সঙ্গে পরবর্তী শুনানির জন্য ৭ সেপ্টেম্বর দিন ধার্য করা হয়।

প্রসিকিউশনের অভিযোগ অনুযায়ী বলা হয়েছে, ২০১৮ সালের ২৬ মে রাত সাড়ে ১০টার দিকে কক্সবাজারের টেকনাফের কিরণতলীর হোটেল নেটংয়ের সামনের সড়ক থেকে একরামুল হককে তুলে নেওয়া হয়। এরপর ১২টার দিকে টেকনাফ সদর ইউনিয়নের নোয়াখালীয়া পাড়ায় মেরিন ড্রাইভের সাগরতীরে র‍্যাবের কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন তিনি। একরামুল টেকনাফ পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও উপজেলা যুবলীগের সভাপতি ছিলেন। এ মামলায় আসামিদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে আটক, অপহরণ, বন্দুকযুদ্ধের নাটক সাজিয়ে গুলি করে হত্যা, অপরাধ সংঘটনে সংশ্লিষ্টতা, প্ররোচনা, সহায়তা ও হত্যার নির্দেশ দেওয়ার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এনেছে প্রসিকিউশন।

সাবেক এমপি সাইফুলসহ ১৩ জনকে আত্মসমর্পণে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ: জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সাভারে এপিসি থেকে ফেলে আসহাবুল ইয়ামিন হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ছয়জনকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ গতকাল মঙ্গলবার এ আদেশ দেন।

২০২৪ সালের ১৮ জুলাই সাভার বাজার বাসস্ট্যান্ডে শান্তিপূর্ণ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলা চালান পুলিশ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা। ইয়ামিনকে ধরে টেনে পুলিশের সাঁজোয়া যানের কাছে নিয়ে দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে বুকের বাঁ পাশে গুলি করেন তারা। গুলিতে তাঁর বুকের বাঁ পাশে অসংখ্য স্প্লিন্টার বিদ্ধ হয়। পরে মৃত অবস্থায় তাঁকে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়। আসহাবুল ইয়ামিন এমআইএসটির কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

'স্মার্ট ও গ্রিন ঢাকা' গড়তে ডিএসসিসির ১,৯০৪ কোটি টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : রাজধানীর দক্ষিণ অংশকে আধুনিক, যানজটমুক্ত, সবুজ ও বাসযোগ্য নগর হিসেবে গড়ে তুলতে চলতি ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১ হাজার ৯০৪ কোটি ৪২ লাখ টাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি)।

এ পরিকল্পনায় সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) নির্ভর ট্রাফিক সিগন্যাল, কাঁচপুরে বাস টার্মিনাল উন্নয়ন, ধানমন্ডি লেকের পরিবেশগত উন্নয়ন এবং ব্যাপক বৃক্ষরোপণকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে বাসসকে জানিয়েছেন ডিএসসিসির প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুস সালাম।

তিনি বলেন, শুধু অবকাঠামো নির্মাণ নয়, নাগরিকদের স্বাচ্ছন্দ্য, পরিবেশের ভারসাম্য, আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং নগরের নান্দনিকতা নিশ্চিত করেই দক্ষিণ ঢাকাকে একটি 'স্মার্ট ও গ্রিন সিটি' হিসেবে গড়ে তুলতে চান তারা।

ডিএসসিসির ২০২৬-২৭ অর্থবছরের উন্নয়ন বরাদ্দ বিশ্লেষণে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরে উন্নয়ন বাবদ মোট ১ হাজার ৯০৪ কোটি ৪২ লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ খাতে মূল বরাদ্দ ছিল ২ হাজার ১৯৬ কোটি ৪০ লাখ টাকা। সংশোধিত বাজেটে তা কমে দাঁড়ায় ১ হাজার ৭০৭ কোটি ৪১ লাখ টাকা।

চলতি অর্থবছরের উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন। এ খাতে এবার ৮০৬ কোটি ৪৯ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গত অর্থবছরে মূল বরাদ্দ ছিল ৭২৭ কোটি ১৬ লাখ টাকা এবং সংশোধিত বাজেটে তা দাঁড়ায় ৭২৮ কোটি ১৫ লাখ টাকা। অর্থাৎ নিজস্ব অর্থায়নে অবকাঠামো উন্নয়নে চলতি অর্থবছরে গত বছরের মূল বরাদ্দের তুলনায় ৭৯ কোটি ৩৩ লাখ টাকা বেশি রাখা হয়েছে।

এই বরাদ্দের বড় অংশই যাচ্ছে সড়ক ও মহাসড়ক উপখাতে। চলতি অর্থবছরে এ খাতে সর্বোচ্চ ৫২৬ কোটি ৬০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে দক্ষিণ সিটি এলাকার সড়ক অবকাঠামোর উন্নয়ন, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি নাগরিকদের নিরাপদ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় চলাচল নিশ্চিত করার উদ্যোগ

নেওয়া হয়েছে।

তবে এবারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় শুধু প্রচলিত অবকাঠামো উন্নয়নেই সীমাবদ্ধ থাকছে না ডিএসসিসি। নগরের যানজট নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ডিএসসিসির ২২টি ইন্টারসেকশনে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) কারিগরি সহায়তায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর ট্রাফিক সিগন্যাল স্থাপনের জন্য ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুস সালাম বাসসকে বলেন, আধুনিক নগর ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির ব্যবহার এখন আর বিলাসিতা নয়, বরং প্রয়োজন। যানবাহনের চাপ ও চলাচলের ধরন বিশ্লেষণ করে এআইভিত্তিক ট্রাফিক সিগন্যাল পরিচালনা করা গেলে যানজট কমানোর পাশাপাশি নগরবাসীর মূল্যবান সময়ও সাশ্রয় হবে।

নগর পরিবহন ব্যবস্থাপনায় আরেকটি বড় উদ্যোগ হচ্ছে সায়েদাবাদ আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল কাঁচপুরে স্থানান্তরের প্রস্তুতি। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী এ লক্ষ্যে কাঁচপুর বাস টার্মিনালের প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন, শেড, টিকিট কাউন্টার ও টয়লেট নির্মাণে চলতি অর্থবছরে ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

ডিএসসিসির সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন, আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালের কার্যক্রম কাঁচপুরে স্থানান্তর করা সম্ভব হলে রাজধানীর ভেতরে দূরপাল্লার বাসের প্রবেশ ও চলাচল কমবে। এতে যানজট নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি নগরের অভ্যন্তরীণ সড়কে যানবাহনের চাপও কমানো সম্ভব হবে।

নগরের পরিবেশ ও নাগরিক বিনোদনের বিষয়টিও গুরুত্ব পেয়েছে এবারের উন্নয়ন পরিকল্পনায়। ধানমন্ডি লেকের অবকাঠামো ও পরিবেশগত উন্নয়ন এবং সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য ৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

লেকটি আরও নান্দনিক ও নাগরিকবান্ধব করে তোলার পাশাপাশি এর পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় এ অর্থ ব্যয় করা হবে।

ডিএসসিসি প্রশাসক বলেন, নগরের উন্নয়ন বলতে শুধু রাস্তা ও ভবন নির্মাণকে বোঝালে হবে না। নাগরিকদের হাঁটাচলা, বিনোদন এবং নির্মল পরিবেশ পাওয়ার অধিকারও নিশ্চিত করতে হবে। এ কারণে ধানমন্ডি লেকসহ নগরের উন্মুক্ত স্থান ও সবুজ এলাকার উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

'স্মার্ট ঢাকা'র পাশাপাশি 'গ্রিন ঢাকা' গড়ার পরিকল্পনাতেও এবার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বৃক্ষরোপণ ও বনায়ন খাতে ৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আওতায় ডিএসসিসির বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক বৃক্ষরোপণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে 'জিরো সয়েল' কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন সড়কের মিডিয়ানে বৃক্ষরোপণ ও ঘাস লাগানো হয়েছে।

পাশাপাশি ডিএসসিসির রাজস্ব বিভাগ থেকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিভিন্ন মিডিয়ান ইজারা দিয়ে সেখানে নান্দনিক গাছ লাগিয়ে সৌন্দর্যবর্ধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমকে আরও টেকসই করতে ওসমানী উদ্যানে ডিএসসিসির নিজস্ব তত্ত্বাবধানে একটি স্থায়ী নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে উল্লেখ করে প্রশাসক জানান, ইতোমধ্যে সেখানে ছোট, মাঝারি ও বড় আকারের প্রায় ১ হাজার ৪০০টি গাছের চারা সংগ্রহ করা হয়েছে। আগামী বছর এ নার্সারি থেকে বিভিন্ন প্রজাতির ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজার চারা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

শুধু ওসমানী উদ্যানেই নয়, নগর ভবনের দক্ষিণ পাশে আরও একটি নার্সারি স্থাপনের প্রক্রিয়াও চলছে। ফলে ভবিষ্যতে ডিএসসিসির নিজস্ব নার্সারি থেকেই নগরের বিভিন্ন এলাকায় বৃক্ষরোপণের জন্য প্রয়োজনীয় চারা সরবরাহের সুযোগ তৈরি হবে।

প্রশাসক মো. আব্দুস সালাম বলেন, ঢাকা দক্ষিণকে সবুজ করতে শুধু বড় বড় প্রকল্প নিলেই হবে না; সড়কের মিডিয়ান, পার্ক, খোলা জায়গা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আশপাশেও পরিকল্পিতভাবে গাছ লাগাতে হবে। এজন্য নিজস্ব নার্সারি গড়ে তুলে প্রয়োজনীয় চারা উৎপাদনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, 'আমরা এমন একটি ঢাকা চাই, যেখানে উন্নয়ন হবে দৃশ্যমান, যোগাযোগ হবে আধুনিক, পরিবেশ হবে সবুজ এবং নাগরিকরা স্বস্তির সঙ্গে বসবাস করতে পারবেন। এজন্য উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি নাগরিকদের অংশগ্রহণও নিশ্চিত করতে হবে।'

ডিএসসিসির প্রশাসক আরও বলেন, নগর উন্নয়নের সুফল তখনই স্থায়ী হবে, যখন এর সঙ্গে নাগরিক সচেতনতা ও দায়িত্বশীলতা যুক্ত হবে। সড়ক, ফুটপাত, পার্ক, লেক কিংবা সবুজায়নের অবকাঠামো রক্ষায় নগরবাসীকেও দায়িত্ব নিতে হবে।

ডিএসসিসির এবারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় একদিকে যেমন বড় অঙ্কের অর্থ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় করা হচ্ছে, অন্যদিকে প্রযুক্তি, পরিবেশ ও নাগরিক সুবিধাকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

ডিএসসিসি প্রশাসক বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুস সালাম বলেন, 'উন্নয়নের লক্ষ্য হবে মানুষের জীবনকে সহজ করা। সেই লক্ষ্যেই সড়ক থেকে ট্রাফিক, পরিবেশ থেকে বিনোদন-সব ক্ষেত্রকে সমন্বিত করে কাজ করা হচ্ছে।'

৪৮তম বিশেষ বিসিএস: আরও ১৮৪ জনকে নিয়োগ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ৪৮তম বিসিএস (বিশেষ) পরীক্ষা-২০২৫-এর মাধ্যমে আরও ১৮৪ জনকে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের স্বাস্থ্য ক্যাডারের বিভিন্ন প্রবেশ পদে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ অনুযায়ী, ২২ হাজার থেকে ৫৩ হাজার ৬০ টাকা বেতনক্রমে এসব প্রার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

নিয়োগ পাওয়া ১৮৪ জনের মধ্যে ১৬৫ জন সার্জন এবং ১৯ জন সহকারী ডেন্টাল সার্জন। তাদের আগামী ৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে যোগদান করতে হবে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, নিয়োগপ্রাপ্তদের বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অথবা সরকার নির্ধারিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ নিতে হবে। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ শেষে চাকরি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পেশাগত ও বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে।

এ ছাড়া নিয়োগপ্রাপ্তদের দুই বছর শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করতে হবে। প্রয়োজন হলে সরকার এই শিক্ষানবিশকাল সর্বোচ্চ আরও দুই বছর বাড়াতে পারবে। শিক্ষানবিশকালে কোনো প্রার্থী চাকরিতে বহাল থাকার অনুপযোগী বিবেচিত হলে কারণ দর্শানো ছাড়াই তাকে চাকরি থেকে অপসারণ করা যেতে পারে।

বুনিয়াদি ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সফলভাবে সম্পন্ন, বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং শিক্ষানবিশকাল সন্তোষজনকভাবে শেষ করার পর তাদের চাকরিতে স্থায়ী করা হবে।

এর আগে, গত ২২ জানুয়ারি ৪৮তম বিশেষ বিসিএসের প্রথম প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। ওই প্রজ্ঞাপনে ৩ হাজার ২৬৩ জনকে ক্যাডার পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

মেঘনা ব্যাংকের ৪০০ কোটি টাকার সাব-অর্ডিনেটেড বন্ড অনুমোদন

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : মেঘনা ব্যাংক পিএলসির ৪০০ কোটি টাকা মূল্যের সাত বছর মেয়াদি সাব-অর্ডিনেটেড বন্ড ইস্যুর প্রস্তাব অনুমোদন করেছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।

আজ মঙ্গলবার বিএসইসির চেয়ারম্যান মাসুদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিশনের ১০৯তম সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় মেঘনা ব্যাংকের বন্ড ইস্যুর প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

বিএসইসির অনুমোদিত বন্ডটি হবে নন-কনভার্টিবল, আনসিকিউরড, ফুললি রিডিমেবল, কুপন বিয়ারিং, ফ্লোটিং রেট ও সাব-অর্ডিনেটেড বন্ড। এর কুপন রেট হবে রেফারেন্স রেটের সঙ্গে ৩ শতাংশ মার্জিন যোগ করে নির্ধারিত হার।

বন্ডটি প্রাইভেট প্লেসমেন্টের মাধ্যমে করপোরেট প্রতিষ্ঠান, উচ্চ সম্পদশালী ব্যক্তি, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, প্রভিডেন্ট ও গ্র্যাচুইটি ফান্ড এবং বিমা কোম্পানির কাছে ইস্যু করা হবে।

প্রতিটি বন্ডের অভিহিত মূল্য ৫ লাখ টাকা। এ বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ মেঘনা ব্যাংক পিএলসির বেসেল-৩-এর আওতায় টিয়ার-২ মূলধনভিত্তি শক্তিশালী করতে ব্যবহার করা হবে।

বন্ডটির ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে ডিবিএইচ ফাইন্যান্স পিএলসি। আর ইস্যু ম্যানেজার হিসেবে কাজ করবে ব্র্যাক ইপিএল ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড।

বিএসইসির পক্ষ থেকে নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মো. আবুল কালাম স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

২৪ রোহিঙ্গাকে জন্মসনদ দিলেন বিএনপি নেতা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : কুমিল্লার দেবিদ্বারের ৬নং ফতেহাবাদ ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়েই বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন রুহুলের বিরুদ্ধে কোটি টাকার বিনিময়ে মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের জন্মনিবন্ধন সনদ দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। কুমিল্লা জেলা প্রশাসকের তদন্তে রোহিঙ্গাদের জন্ম নিবন্ধন সনদ প্রদান, দায়িত্বে জালিয়াতির বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। জানা যায়, ২০২৪ সালের ৫ই আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানের পর ফতেহাবাদ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা কামরুজ্জামান মাসুদের অনুপস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পান সালাহউদ্দিন। দায়িত্ব পেয়েই তিনি বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। প্রায় ৯ লাখ টাকার বিনিময়ে ২০২৫ সালের ৪ঠা জানুয়ারি মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সাইমুন ইসলাম সাজ্জাদ, মুবিনা খাতুন ও হাফিছা নামের তিনজনকে বাংলাদেশি জন্ম সনদ প্রদান করেন।

ঘটনাটি আলোচনায় আসার পর জনমনে তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দার ঝড় ওঠে। তারই ধারাবাহিকতায় গত ৭ই জুলাই শফিউল আলম নামের এক স্থানীয় বাসিন্দা প্রথম এই জালিয়াতির বিরুদ্ধে রেজিস্ট্রার জেনারেল (জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন) কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরেও অভিযোগ দায়েরপূর্বক তদন্তের দাবি জানান। তারই ধারাবাহিকতায় ২৯শে জুলাই জেলার গোয়েন্দা শাখা (বিশেষ নজরদারি উইং) তদন্তের মাধ্যমে সালাহউদ্দিন ও ইউপি সচিব নজরুল ইসলামের সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পায় এবং জেলা প্রশাসক বরাবর তদন্ত রিপোর্ট

চেয়ারম্যান সালাহউদ্দিন রুহুল

ইউপি সচিব নজরুল ইসলাম

পেশ করেন। ওই তদন্ত রিপোর্টে জালিয়াতির অভিযোগ এনে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, অভ্যন্তরীণ ও জাতীয় অখণ্ডতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতা শামিল বলে গণ্য করা হয়। এ ছাড়াও সরকারি চাল আত্মসাৎ, উন্নয়নমূলক কাজে অনিয়মের অভিযোগ উঠে আসে।

এ ছাড়া চেয়ারম্যানের জালিয়াতির তদন্ত করতে গিয়ে আরও ২৩ জন রোহিঙ্গার জন্মনিবন্ধন সনদ প্রদানের সঠিক তথ্য পাওয়া যায়। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক স্থানীয় একজন জানান, কোটি টাকার বিনিময়ে সালাহউদ্দিন ও নজরুল রোহিঙ্গাদের জন্ম সনদ প্রদান করতেন। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়ে সালাহউদ্দিন রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ বনে যান বলেও জানান তিনি। তদন্তে জালিয়াতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় পরেও সংশ্লিষ্ট অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা না নেয়ায় দেবিদ্বার জুড়ে তীব্র সমালোচনা ও নিন্দার ঝড় উঠেছে। এ বিষয়ে বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়ে তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। মুঠোফোন একাধিকবার ফোন করলেও তিনি রিসিভ করেননি। এ বিষয়ে ফতেহাবাদ ইউনিয়নের ইউপি সচিব নজরুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও সম্ভব হয়নি। একাধিকবার মুঠোফোনে কল করার পর তার স্ত্রী ফোন রিসিভ করে জানান, তিনি অসুস্থ। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) অশোক বিক্রম চাকমা জানান, এ বিষয়ে আমরা একটি প্রতিবেদন জেলা প্রশাসকের কাছে প্রেরণ করেছি। জেলা প্রশাসক রেজিস্ট্রার জেনারেল (জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন) কার্যালয় বরাবর রিপোর্ট পেশ করবেন। রেজিস্ট্রার জেনারেল রিপোর্ট অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বিদিশা গ্রেপ্তার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : সাবেক প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান মরহুম হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের স্ত্রী বিদিশা এরশাদকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রতারণার মামলায় তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে রাজধানীর গুলশানের একটি রেস্টুরেন্ট থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছেন গুলশান থানার ওসি দাউদ হোসেন। তিনি বলেন, ২০০৮ সালের একটি প্রতারণা মামলায় বিদিশা অভিযুক্ত ছিলেন।

ওই মামলার বিচারে তাকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেয়ার পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য আদালত পরোয়ানা জারি করেন। পরোয়ানামূলে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বুধবার তাকে আদালতে হাজির করা হবে বলে থানা পুলিশ জানিয়েছে।

ফেসবুকে এসপির আবেগঘন পোস্ট

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : 'পুলিশে চেইন অব কমান্ড ভাঙার আশঙ্কা, পদোন্নতির প্রস্তাবে বিতর্ক' শিরোনামে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সংবাদ ফেসবুকে শেয়ার করার জেরে এক এসপিকে সংযুক্ত করার অভিযোগ উঠেছে। এর পেছনে কলকাঠি নাড়ার অভিযোগ উঠেছে পুলিশ সদরদপ্তরের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে। সংযুক্ত হওয়া ওই পুলিশ কর্মকর্তা হলেন এসবির সুপারনিউমারারি পুলিশ সুপার মো. রেজাউল করিম।

মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) তাকে খাগড়াছড়ির এপিবিএন ও বিশেষায়িত ট্রেনিং সেন্টারে সংযুক্ত করা হয়েছে। এর পরপরই ফেসবুকে একটি আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন এই পুলিশ সুপার। পুলিশের এ কর্মকর্তা বিগত আওয়ামী আমলে বঞ্চিত হিসেবে পরিচিত।

ফেসবুক পোস্টে মো. রেজাউল করিম লেখেন, 'আমি সংযুক্ত: আমার কাজ আর বাংলাদেশ পুলিশের প্রয়োজন নেই। পুলিশ ডিপার্টমেন্টে কেন ভালো কাজ করতে অফিসাররা উৎসাহিত হন না, তার আরেকটা উদাহরণ তৈরি হলো আমার পোস্টিং দিয়ে। আলহামদুলিল্লাহ, বিগত ১৫ বছরের চাকরিতে ৯ বছর ছিলাম ডাম্পিং পোস্টিংয়ে, কিছুই মনে করিনি, এখনো মনে করব না। শুধু এটুকুই বলব, এই ডিপার্টমেন্ট তেলবাজদের জন্যই ফিট। আমার মতো উচিত কথা বলা, সাহস নিয়ে সত্য বলা, নিয়ম মেনে কাজ করা অফিসারের কদর এই ডিপার্টমেন্ট করতে পারবে না। ১০০% সততা, স্বচ্ছতা নিয়ে কাজ করেও যদি এই রেজাল্ট পেতে হয়, তাহলে আর আমার কিচ্ছু বলার নাই। এই ডিপার্টমেন্ট আমার জন্য নয়।' তিনি আরও লেখেন, 'অন্যায়কে মেনে নেওয়ার চেয়ে সংযুক্ত থাকাই শ্রেয়। আমার আর বোধ হয় চাকরি করা হলো না। ভালো থাকবেন সবাই।'

ফেসবুকের ওই পোস্টে বি:দ্র: দিয়ে তিনি লেখেন, 'অনেকেই জানতে চাইবেন আসলে কেন এই অর্ডার। আমি যতটুকু জানতে পেরেছি, কয়েক দিন আগে আমাদের পদায়ন নিয়ে যুগান্তরে একটি নিউজ হয়েছিল, সেটা আমি শেয়ার দিয়েছিলাম। আর পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের একজন সিনিয়র অফিসার এটা নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি তার জবাব দিয়েছিলাম। পরে অবশ্য সেই শেয়ার দেওয়া নিউজ আমি ডিলেট করে দিয়েছিলাম। কিন্তু তারপরও আমাকে সংযুক্ত করা হলো। এটাই বাংলাদেশ পুলিশে কাজের মূল্যায়ন। ভালো থাকুক বাংলাদেশ পুলিশ, ভালো থাকুক সেই সকল তথাকথিত ভালো অফিসাররা।'

পুলিশ সুপার মো. রেজাউল করিম বলেন, নিউজ শেয়ার করলে পুলিশ সদরদপ্তরের ডিআইজি কনফিডেনশিয়াল (সম্প্রতি অতিরিক্ত আইজি পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) মো. কামরুল আহসান তাকে বকাঝকা করেন। এরপরই তাকে সংযুক্ত করা হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে মো. কামরুল আহসানকে মঙ্গলবার রাতে ফোন করা হলে তিনি কাছে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তার দপ্তরে গিয়ে কথা বলতে বলেন।

জানা গেছে, সংযুক্ত হওয়া কর্মকর্তা মো. রেজাউল করিম ২৯তম বিসিএস ব্যাচে ২০১১ সালে যোগদান করেন। সারদার প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর প্রথম পোস্টিংই করা হয় মুক্তাগাছা এপিবিএন-এ। এরপর টানা ৯ বছর ট্যুরিস্ট পুলিশ, এপিবিএন, এভসেক, ইনসার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার ও কক্সবাজার ট্যুরিস্ট পুলিশে কাজ করেন। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় তার উল্লেখ করার মতো কোনো ভালো পদায়ন হয়নি। তবে সর্বশেষ তার রাজবাড়ী জেলায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হিসেবে পদায়ন হলে সেখানে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে দুই বছর কাজ করে সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করেছিলেন। এছাড়া কক্সবাজার ট্যুরিস্ট পুলিশে কাজ করার সময়ও অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে পর্যটকবান্ধব বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে প্রশংসিত হয়েছিলেন। তিনি হারানো মোবাইল উদ্ধার করে সারা বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের মাঝে পুলিশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছেন। বর্তমানে তিনি সিটি এসবিতে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছিলেন।

SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST
Sulemanpur, Sunamganj
www.shahjalalmadrasa.com
(UK Charity Reg: 1126912)

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

Assalamu Alaikum

Respectable Brothers and Sisters – Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations. Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.
May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- £2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents
- £1000 - Life member
- £500 - Sponsor 1 poor/orphan student
- £250 - One Kear Land
- £150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)
- £100 - 20 Bags of cement
- £90 - 1000 Bricks
- £25 - 5 Zil Quran
- £20 - 1 Bag rice

শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10, £20 or any amount by setting up monthly direct debit

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205
You can make donations by PayPal by logging into our website

বাংলা পোস্ট পড়ুন, বিজ্ঞাপন দিন

যুক্তরাষ্ট্র থেকে মুক্তি পেল সিরিয়া

পোস্ট ডেস্ক : দীর্ঘ সাড়ে চার দশক পর সিরিয়াকে 'সন্ত্রাসবাদের মদদদাতা রাষ্ট্র বা স্টেট স্পন্সর অব টেররিজম (এসএসটি)' তালিকা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাদ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। একই সঙ্গে দেশটির সশস্ত্র গোষ্ঠী হায়াত তাহরির আল-শামকেও (এইচটিএস) এ তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় সময় সোমবার নেওয়া এই পদক্ষেপের ফলে সিরিয়ার ওপর থাকা বিভিন্ন রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা শিথিল হওয়ার পাশাপাশি দেশটিকে সামরিক সহায়তা দেওয়ার পথও খুলে যাবে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তকে 'ঐতিহাসিক' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা। তিনি বলেছেন, '১৪ বছরের গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত সিরিয়ার পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে এই পদক্ষেপ বড় ভূমিকা রাখবে।'

সংবাদ মাধ্যম মিডল ইস্ট আই বলছে, এক বিবৃতিতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও জানান, হায়াত তাহরির আল-শামের (এইচটিএস) ওপর থাকা 'স্পেশালি ডিজাইনেটেড গ্লোবাল টেররিস্ট' হিসেবে তালিকাভুক্তিও প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে এখন থেকে সিরিয়ার জনগণকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে দিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্ত আরো একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ।

সিরিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারা, আল-কায়েদার একটি শাখা সংগঠন হিসেবে পরিচিত এইচটিএসের শীর্ষ নেতা ছিলেন। ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তটি গত সপ্তাহে সিরিয়ার আবু আল-দুহুর বিমানঘাঁটিতে ইসরায়েলের বোমা হামলার পর নেওয়া হলো। ওই হামলার প্রেক্ষিতে সিরিয়ার অন্যতম বন্ধুরাষ্ট্র তুরস্ক কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

ফ্রান্সে ভয়াবহ টর্নেডোতে ৩০০ বাড়ি লণ্ডভণ্ড

পোস্ট ডেস্ক : দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রান্সের ওড অঞ্চলে সোমবার রাতে শক্তিশালী টর্নেডো আঘাত হেনেছে। এতে ৩০০টির বেশি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং অন্তত ৩৯ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পোমাস গ্রাম।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, টর্নেডোর আঘাতে অনেক বাড়ির ছাদ ও জানালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কয়েকটি ভবনও গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লরাঁ নুনেজ বলেন, ওড অঞ্চলে বিরল শক্তির একটি টর্নেডো আঘাত হেনেছে এবং পোমাস গ্রামটি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

টর্নেডোর পর দক্ষিণ ফ্রান্সের প্রায় ২১ হাজার পরিবার বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে। এর মধ্যে ওড অঞ্চলের প্রায় ১ হাজার ৬০০ পরিবার রয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে টর্নেডোটিকে কাছের ভার্জেই গ্রামের ওপর ঘুরতে দেখা যায়।

দুবাইয়ের সব ফ্লাইট স্থগিত ফিনএয়ারের

পোস্ট ডেস্ক : ফিনল্যান্ডের বিমান সংস্থা ফিনএয়ার জানিয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতির কারণে শীতকালীন মৌসুমে দুবাইয়ের সব ফ্লাইট বাতিল করেছে তারা। এক বিবৃতিতে ফিনএয়ার জানায়, ২০২৬ সালের ২৫ অক্টোবর থেকে ২০২৭ সালের ২৭ মার্চ পর্যন্ত হেলসিঙ্কি ও দুবাইয়ের মধ্যে তাদের সব ফ্লাইট চলাচল বন্ধ থাকবে।

বিমান সংস্থাটি বলেছে, মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতি অস্থিতিশীলই রয়েছে এবং পরিস্থিতির উন্নতির কোনো স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। নিরাপত্তা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত দুবাই রুটে ফ্লাইট পরিচালনা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফিনএয়ার।

চরম সংকটে গাজায় স্বাস্থ্যসেবা

পোস্ট ডেস্ক : গাজার স্বাস্থ্যব্যবস্থার বিপর্যয় এখন আর আগের মতো সংবাদ শিরোনামে আসে না। আল-শিফা হাসপাতালে ২০২৩ সালের নভেম্বরের মতো সহিংস অভিযান, হাসপাতালের ওয়ার্ডে বোমা হামলা কিংবা হাসপাতাল চত্বরে গুলিতে মানুষ হত্যার খবরও তুলনামূলক কম শোনা যাচ্ছে। চিকিৎসাকেন্দ্রের নিচে গোপন সুড়ঙ্গ থাকার অভিযোগও এখন আলোচনার বাইরে। অথচ এর অর্থ এই নয় যে, গাজার স্বাস্থ্যব্যবস্থা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বরং নীরবে আরও গভীর সংকটে পড়ছে পুরো চিকিৎসাব্যবস্থা।

এই সংকট সবচেয়ে স্পষ্ট বাস্তুচ্যুতি শিবিরগুলোতে। যুদ্ধের কারণে গৃহহীন ও দরিদ্র মানুষ সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন। ধ্বংসপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যব্যবস্থা এসব মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পৌঁছে দিতে পারছে না। একইভাবে অসুস্থ ও আহত ব্যক্তিদের পক্ষেও সীমিতসংখ্যক সচল চিকিৎসাকেন্দ্রে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়েছে। পয়োনিষ্কাশনের দুরবস্থা, নিরাপদ পানীয় জলের সংকট এবং অসহনীয় গরম বা ঠান্ডার মধ্যে বসবাস পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে।

সম্প্রতি গাজা সিটির নাসর এলাকায় হাসান সালামা স্কুলের ধ্বংসাবশেষের ওপর গড়ে ওঠা একটি অনানুষ্ঠানিক শিবির পরিদর্শনে দেখা যায়, ওই স্কুলের মাঠ ও অবশিষ্ট ভবনে শত শত গৃহহীন মানুষ তাঁবু টাঙিয়ে বসবাস করছেন। কোনো সংস্থা শিবিরটি পরিচালনা করে না। ফলে চিকিৎসাসহ নিয়মিত কোনো সেবার ব্যবস্থাও নেই।

২০২৪ সালের আগস্টে পাশের নাসর স্কুলের সঙ্গে ওই স্কুলেও বোমা হামলা হয়। এতে অন্তত ৩০ জন নিহত হন।

স্থানীয় একটি বেসরকারি ক্লিনিকের কয়েকজন চিকিৎসাকর্মী সেখানে একদিন বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। ওই দিন অন্তত ১৫০ রোগীকে চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। রোগীদের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও কিডনির সমস্যার মতো দীর্ঘমেয়াদি রোগের পাশাপাশি হেপাটাইটিস ও স্ক্যাবিসের মতো সংক্রমণও পাওয়া যায়। অনেক শিশুর মধ্যে জলবসন্ত, গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস, ডায়রিয়া ও শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ দেখা গেছে।

সম্ভব হয়নি। অন্য হাসপাতালে যেতে হলে শুধু যাতায়াতেই অন্তত ৮ ডলার খরচ করতে হত।

বাস্তুচ্যুতি শিবিরে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষের জন্য এই অর্থও অনেক বেশি। অনেকে যেখানে প্রতিদিনের খাবার জোগাড় করতেই হিমশিম খাচ্ছেন, সেখানে চিকিৎসার জন্য অতিরিক্ত অর্থ

ধ্বংসযজ্ঞের কারণে এসব হাসপাতালের অধিকাংশ ওয়ার্ডই আর চালু নেই। বর্তমানে প্রায় ২০ লাখ মানুষের জন্য পুরো গাজায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার শয্যা রয়েছে মাত্র ২ হাজার ২০০টি। যুদ্ধের আগে শুধু আল-শিফা হাসপাতালেই ছিল ৭০০ শয্যা। পরীক্ষাগার, অস্ত্রোপচার ও বিভিন্ন

বাস্তুচ্যুতি শিবিরে বসবাসকারী অনেকের জন্য চিকিৎসকের কাছে পৌঁছানো এখন প্রায় অসম্ভব। যাতায়াতের খরচ, দীর্ঘ পথ, বাস্তুচ্যুতির ক্লান্তি এবং প্রচণ্ড গরমের কারণে জরুরি প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অনেকে চিকিৎসা নিতে দেরি করছেন।

এমনই এক রোগী ৪৬ বছর বয়সি এক ব্যক্তি। গোলার টুকরার আঘাতে তার পা গুরুতরভাবে আহত এবং হাঁটার জন্য ক্রাচের প্রয়োজন। একই সঙ্গে তিনি উচ্চ রক্তচাপে ভুগছিলেন। কাছের আল-রান্তিসি হাসপাতাল আংশিকভাবে চালু থাকলেও সেখানে মূলত শিশু ও ক্যানসার রোগীদের সেবা দেওয়া হচ্ছে। ফলে তার প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পাওয়া

ব্যয় করা তাদের কাছে প্রায় অসম্ভব। ফলে চিকিৎসা নিতে দেরি হওয়া, ওষুধের সংকট ও কঠিন জীবনযাপনের কারণে রোগ আরও জটিল হয়ে উঠছে।

গাজায় মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা গেলে এই পরিস্থিতি অনেকটাই প্রতিরোধ করা সম্ভব। বিশেষ করে জাতিসংঘের ফিলিস্তিনি শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনআরডব্লিউএর মতো বড় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ সেবা ফিরিয়ে আনা জরুরি। যুদ্ধের আগে গাজাজুড়ে ইউএনআরডব্লিউএর ২২টি ক্লিনিক ছিল। বর্তমানে মাত্র ছয়টি সচল রয়েছে। গাজার ৩৪টি হাসপাতালের মধ্যে মাত্র ১৯টি আংশিকভাবে কার্যকর।

চিকিৎসাসেবার অনেক কিছুই এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও ওষুধের অভাবের পাশাপাশি চিকিৎসাকর্মীর সংকটও রয়েছে।

চিকিৎসাকেন্দ্র ধ্বংস ও ব্যাপক বাস্তুচ্যুতির কারণে গাজায় স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার কার্যত বিশেষ সুবিধায় পরিণত হয়েছে। তাই শুধু হাসপাতাল পুনর্নির্মাণ নয়, প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রগুলো পুনরায় চালু করা এবং বাস্তুচ্যুতি শিবিরে বসবাসকারী সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের কাছে সরাসরি চিকিৎসাসেবা পৌঁছে দিতে জরুরি ভিত্তিতে বড় ধরনের স্বাস্থ্য উদ্যোগ প্রয়োজন।

আল-জাজিরার বিশ্লেষণ :

হাসিনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ-ভারত অস্থিরতা, অচলায়তন ভাঙবে কীভাবে?

পোস্ট ডেস্ক : বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সম্ভাব্য দিল্লি সফরকে কেন্দ্র করে যখন দুদেশের মধ্যে নতুন সম্পর্ক গড়ার প্রস্তুতি চলছিল, ঠিক তখনই ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক বক্তব্যে পুরো প্রক্রিয়ায় নতুন করে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে।

ভারতে থাকা শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট নয়াদিল্লিতে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে নিজের সরকারের পতন ও গণঅভ্যুত্থানের সমালোচনা করেন। ভারতের মাটিতে বসে সরাসরি এমন বক্তব্য দেওয়ার ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায় ঢাকা।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ভারতের উচিত শেখ হাসিনাকে কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচার বা অভ্যন্তরীণ বিষয়ে উসকানি দেওয়ার সুযোগ না দেওয়া। ফলে দুদেশের সুসম্পর্ক ফেরানোর এই আলোচনা বর্তমানে কিছুটা থমকে গেছে।

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই মুহূর্তের কূটনৈতিক জট ছাড়ানোর মূল চাবিকাঠি হলো ভারতের ভূখণ্ড থেকে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পুরোপুরি বন্ধ রাখা। শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে দেওয়া বা প্রত্যর্পণ একটি দীর্ঘ ও জটিল আইনি প্রক্রিয়া হলেও, তার রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্পূর্ণ ভারতের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে।

নয়াদিল্লির পক্ষ থেকে যদি এ বিষয়ে ইতিবাচক বার্তা দেওয়া হয়, তবে দুদেশের মধ্যে আস্থার পরিবেশ

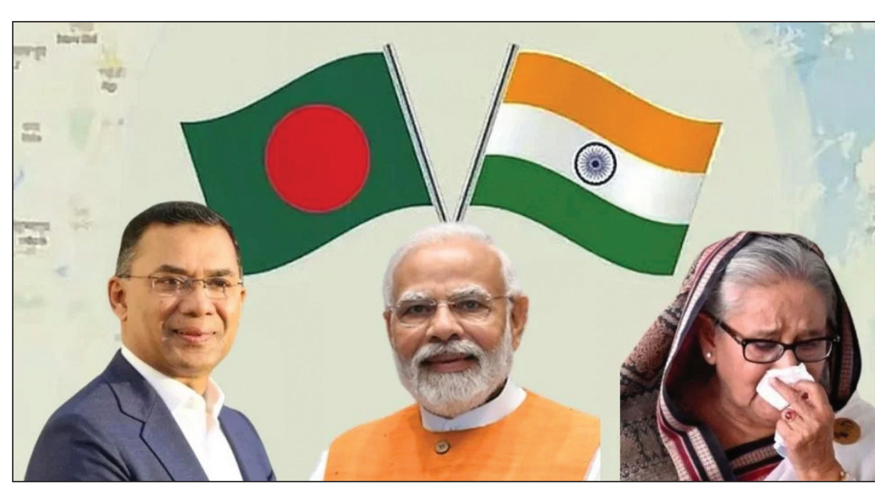

আবার ফিরে আসতে পারে। বাংলাদেশের তরফ থেকেও বলা হয়েছে, একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হলেই কেবল প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের দিল্লি সফর বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।

তবে কূটনৈতিক এই ঠান্ডা লড়াই সত্ত্বেও বাংলাদেশ ও ভারতের পারস্পরিক অর্থনৈতিক এবং ভৌগোলিক নির্ভরতা কমার সুযোগ নেই। চার হাজার কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ যৌথ সীমান্ত থাকা দুদেশের মধ্যে বছরে ১২ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি বাণিজ্য রয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তুরস্কের সঙ্গে কূটনৈতিক যোগাযোগ বাড়ালেও দক্ষিণ এশিয়ার দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের জন্য ভারত ও বাংলাদেশ উভয় পক্ষের জন্যই এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ধরে রাখা অত্যন্ত জরুরি। তাই রাজনৈতিক মান-অভিমান বজায় থাকলেও, জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করে দুদেশের শীর্ষ নেতৃত্বের এই বৈঠক শেষ পর্যন্ত অনিবার্য বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা।

নেপালে বন্যায় দেড় শতাধিক নিহত

এদিকে নেপালের নদীগুলোর পানি ভারতের দিকে প্রবাহিত হওয়ায় উত্তর প্রদেশ ও বিহারেও বন্যার সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

চীনের অংশে ধারণ করা সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, পাথর, কাদামাটি ও পানির স্রোত ধেয়ে আসার আগে স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীরা নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন।

জার্মান রিসার্চ সেন্টার ফর জিওসায়েন্সেস (জিএফজেড) জানিয়েছে, ওই ঘটনার প্রায় সাত মিনিট আগে এলাকায় ৪ দশমিক ৪ মাত্রার ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়।

আন্তর্জাতিক সংস্থা আইসিআইএমওডির প্রতিনিধি চিয়াংগং ঝাং জানিয়েছেন, লেন্দে নদীতে বরফ ও পাথরের ধস থেকেই বন্যার সৃষ্টি হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নদীপথে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি হওয়ায় উজানে ফের বন্যার আশঙ্কা রয়েছে।

পাহাড়ি জেলা রাসুয়ার সিয়াপ্রু বেসি ও তিমুরে এলাকায় নদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় উদ্ধারকারী হেলিকপ্টারও ঠিকমতো অবতরণ করতে পারছে না। স্থানীয়দের ভাষ্য, কয়েকটি গ্রাম পানিতে পুরোপুরি তলিয়ে গেছে।

স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী তুলা বাহাদুর বিকে জানান, নদীর পাশের বেশ কয়েকটি বসতি পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাঁর নিজের পাঁচ আত্মীয়ও এখনো নিখোঁজ রয়েছেন। রাসুয়া জেলা প্রশাসক নরেন্দ্র পরিয়ার নিচু এলাকার বাসিন্দাদের দ্রুত নিরাপদ ও উঁচু স্থানে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

চীনের সরকারি বার্তা সংস্থা সিনহুয়া জানিয়েছে, নেপাল সীমান্তের কাছে শিগাতসে অঞ্চলের গাইরং বন্দরে ভূমিধসের কারণে যোগাযোগব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

চীন ইতোমধ্যে ৫৭৪ জন উদ্ধারকারীকে ঘটনাস্থলের দিকে পাঠিয়েছে। তবে রাস্তায় প্রায় পাঁচ ফুট গভীর কাদা ও পলি জমে থাকায় উদ্ধারকারীদের ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে সময় লাগছে।

চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিনপিং নিখোঁজদের উদ্ধারে সর্বাত্মক অভিযান চালানোর পাশাপাশি সম্ভাব্য দ্বিতীয় দফার বিপর্যয় ঠেকাতে পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের নির্দেশ দিয়েছেন।

নেপালের জ্বালানি মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বন্যায় কয়েকটি জলবিদ্যুৎকেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় ১২ শতাংশ বা ৪৩০ মেগাওয়াট সরবরাহ বন্ধ রয়েছে।

নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ জানিয়েছেন, সেনাবাহিনী ও পুলিশ উদ্ধারকাজে অংশ নিয়েছে। নদীর তীরবর্তী বাসিন্দাদেরও সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেপালকে সব ধরনের মানবিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। দুই দেশের উদ্ধারকর্মীরা সমন্বয়ের মাধ্যমে উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, তিব্বত থেকে উৎপন্ন ভোতে কোশি নদী নেপালের ত্রিশূলী নদীর সঙ্গে মিশে পরে ভারতে গান্ধক নদী নামে প্রবাহিত হয়েছে। গত বছরও তিব্বতের একটি হিমবাহসংলগ্ন হ্রদ ফেটে একই নদীতে ভয়াবহ বন্যা হয়েছিল। ওই ঘটনায় ৯ জন নিহত ও ২৪ জন নিখোঁজ হন।

এদিকে নেপালে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকার। একই সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্ধার ও ত্রাণ কার্যক্রমে নেপালকে যেকোনো ধরনের প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে বাংলাদেশ সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। বুধবার (২৬ আগস্ট) বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই শোক ও সংহতি জানানো হয়।

বড় অঙ্কের জরিমানার মুখে প্রিন্স হ্যারি ও

বাদীদের আইনি লড়াইয়ের ধরনকে ‘অত্যন্ত অযৌক্তিক’ হিসেবে বর্ণনা করে প্রকাশনা সংস্থার পক্ষে এই রায় দেন।

প্রাথমিকভাবে মামলা হারের ঝুঁকি এড়াতে ডিউক অব সাসেক্স প্রিন্স হ্যারি সহ বাকি বাদীদের ১৬.২ মিলিয়ন পাউন্ডের বিমা কাভারেজ করা ছিল। তবে আদালতের নতুন সিদ্ধান্তের ফলে ‘ডেইলি মেইল’ কর্তৃপক্ষ নিজেদের আত্মপক্ষ সমর্থনে খরচ হওয়া মোট ৩৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড (বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ৫৭৫ কোটি টাকা) পর্যন্ত দাবি করতে পারবে। ফলে বিমার অঙ্কের বাইরে হ্যারিসহ বাকিদের অতিরিক্ত প্রায় ১৮ মিলিয়ন পাউন্ড (প্রায় ৩০০ কোটি টাকা) পর্যন্ত পরিশোধ করতে হতে পারে।

বিচারপতি নিকলিন রায়ে উল্লেখ করেন, বাদী পক্ষ কোনো সঠিক তথ্যপ্রমাণ ছাড়া সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিক ও নির্বাহীদের বিরুদ্ধে গুরুত্বর অপরাধের অভিযোগ এনে তা প্রত্যাহার না করে ঝুলিয়ে রেখেছিল, যা মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

আদালত সংবাদমাধ্যম ‘ডেইলি মেইল’-এর প্রকাশনা সংস্থার বিশাল খরচের পরিমাণকে কিছুটা ‘অতিরিক্ত’ বললেও মামলা পরিচালনায় আবেদনকারীদের আচরণের কারণে কোনো খরচের সীমা বেঁধে দেওয়া থেকে বিরত থাকেন।

মামলা খারিজ হওয়ার পর এএনএল এই রায়কে তাদের পত্রিকার সম্মান ও সাংবাদিকদের ভাবমূর্তি রক্ষায় এক ঐতিহাসিক জয় হিসেবে দেখছে। অন্যদিকে, মামলার অন্যতম বাদী ব্যারনস লরেন্স এবং প্রিন্স হ্যারি এক যৌথ বিবৃতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে এই রায়কে একটি ‘সম্পূর্ণ ও স্পষ্ট ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা’ বলে উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য, প্রিন্স হ্যারি ও তার স্ত্রী মেগান মার্কেল তাদের সন্তান আর্চি ও লিলিবেটকে যুক্তরাজ্যে স্কুলে ভর্তি করিয়ে সেখানে ফেরার পরিকল্পনা ঘোষণার পরপরই আদালতের এই বড় আইনি ধাক্কাটি এলো। আগামী ২ অক্টোবরের মধ্যে এই আদেশের বিরুদ্ধে আবেদনকারীদের আপিল করার সুযোগ রয়েছে।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে সরগরম

আলোচনা সমালোচনা।

সিলেটে জন্মগ্রহণ করলেও মাত্র আড়াই বছর বয়সে পরিবারের সঙ্গে হুমায়ুন কবির পাড়ি জমান যুক্তরাজ্যে। সেখানে তিনি বেড়ে ওঠেন, গ্রহণ করেন উচ্চশিক্ষা। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হওয়ার পর প্রশ্ন তৈরি হয়েছে, হুমায়ুন কবির বিদেশি নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন কি না।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র উপদেষ্টার দায়িত্ব নেওয়ার পর হুমায়ুন কবির ২৩ ফেব্রুয়ারি সাধারণ পাসপোর্ট (সবুজ) জমা দেন। তিনি সে মাসেই সরকারি বা কূটনৈতিক পাসপোর্ট (লাল) নেন। তিনি ওই মাসে লাল পাসপোর্ট প্রথম ব্যবহার করে সৌদি আরব যান। গত ছয় মাসে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া, তুরস্ক, ভারত, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মরিশাস, ফিলিপাইনসহ অন্তত ১১ বার বিদেশ সফর করেছেন সরকারি পাসপোর্ট নিয়ে।

যুক্তরাজ্য বিএনপির একাধিক নেতা নিশ্চিত করেছেন, হুমায়ুন কবির ব্রিটিশ নাগরিক। তবে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার আগে তিনি ব্রিটিশ নাগরিকত্ব ত্যাগ (রিনাউন্স) করেছেন কি না, তা তাঁরা নিশ্চিত করতে পারেননি।

এদিকে আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা এবং বৈশ্বিক অঙ্গনে দেশের অবস্থান সুসংহত করার ক্ষেত্রে গত ছয় মাসে উল্লেখযোগ্য পারদর্শিতা দেখিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির। প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন থেকে টেকনোক্র্যাট কোটায় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ পর্যন্ত তাঁর গতিশীল নীতি ও কূটনৈতিক সাফল্য দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

হুমায়ুন কবিরের ভূ-রাজনৈতিক পারদর্শিতা ও অগ্রগতি যখন সুধী মহলে সমাদৃত, ঠিক তখনই তাঁর দ্বৈত নাগরিকত্বের বিষয়টি সামনে চলে আসায় বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির ব্রিটিশ নাগরিক না বাংলাদেশের নাগরিক এ নিয়ে চলছে জোর বিতর্ক। অনেকে তাকে ব্রিটিশ নাগরিক উল্লেখ করে সরকারের বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলেছেন। বিশ্লেষকরা বলছেন, বিদেশী পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিয়োগ দিয়ে সরকার সংবিধান লঙ্গন করেছে। তবে সংবিধান মেনেই পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরকে সরকার নিয়োগ দিয়েছে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। তবে তার দ্বৈত নাগরিকত্ব ত্যাগ করেছেন কিনা, সে বিষয়ে সরাসরি উত্তর দেননি তিনি।

টিআইবি বলেছে, টেকনোক্র্যাট কোটায় দ্বৈত নাগরিকত্বধারীর পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ সংবিধানসম্মত নয়। এ বিষয়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা না করে পদ গ্রহণও প্রশ্নবিদ্ধ।

প্রবাসী সাংবাদিক ওয়ালি উল্লাহ নোমান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সোচ্চার রয়েছেন। তিনি এ নিয়ে প্রতিদিন পোস্ট করছেন। ছুড়ে দিচ্ছেন নানা চ্যালেঞ্জ। তিনি এক পোস্টে লিখেছেন, আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি আইনমন্ত্রী ১০০% মিথ্যা বলেছেন! বাংলাদেশের মত একটি মনগড়া পরিচালিত দেশ বলেই তারা এসব মিথ্যা বয়ান দিতে পারছেন।

ন্যূনতম ন্যায়-নীতি থাকলে এভাবে মিথ্যাচার করে কেউ রাষ্ট্র ক্ষমতায় টিকে থাকার কথা নয়। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ব্রিটিশ সিটিজেনশীপ বহাল রেখেই শপথ নিয়েছেন এবং এখনো আছেন। বাংলাদেশের যে সংবিধানের দোহাই তারা দেন এই সংবিধান অনুযায়ী দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকা অবস্থায় এমপি এবং মন্ত্রী হওয়া সম্ভব নয়। এখন যদি সংবিধানকে আইনমন্ত্রী মনগড়া মনে করেন তাহলে ঠিক আছে। অর্থাৎ তিনি যা বলবেন সেটাই সংবিধান! তিনি লিখেন , হুমায়ূন নিজে অস্বীকার করেননি। বরং সিটিজেনশীপ প্রশ্নে তিনি ঔদ্ধত্য দেখিয়েছেন!

কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকের মতে, বিগত ছয় মাসে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিতে যে অনন্য গতিশীলতা এসেছে, তার অন্যতম কাণ্ডারি হুমায়ুন কবির। সরকারের অর্জিত সাফল্যকে ম্লান করা এবং তাঁর আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নাগরিকত্ব বিতর্ক উসকে দেওয়া হচ্ছে বলে তাঁদের অভিমত।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিভিন্ন সরকারের আমলেই অনেক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের দ্বৈত নাগরিকত্ব বা বিদেশি রেসিডেন্সি থাকার নজির রয়েছে। এরশাদ সরকারের পতনের পর থেকে প্রায় প্রতিটি সরকারেই বিদেশে নাগরিকত্ব গ্রহণকারী বাংলাদেশি রাজনীতিকরা প্রভাবশালী মন্ত্রী ও এমপি হয়েছেন। এমনকি ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারেও বিদেশি নাগরিকত্ব থাকা ব্যক্তিরা মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মর্যাদায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু তখন এসব নিয়ে তথাকথিত ষড়যন্ত্রকারী মহল ছিল একেবারেই নিশ্চুপ।

রাজনীতি-বহির্ভূত ক্ষেত্র থেকে নিজ নিজ পেশায় সুনির্দিষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বদের রাষ্ট্রের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করাই সংবিধানে টেকনোক্র্যাট কোটার মূল উদ্দেশ্য। আধুনিক বিশ্ব কূটনীতির জটিল সমীকরণ সামলাতে পেশাদার রাজনৈতিক নেতৃত্বের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা ও নেটওয়ার্কসম্পন্ন প্রবাসীদের অন্তর্ভুক্তি রাষ্ট্রগঠনের একটি সুদীর্ঘ ঐতিহ্য।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর থেকে বিভিন্ন সরকারের আমলে অর্থনীতি, বিজ্ঞান, শিক্ষা ও কূটনৈতিক অঙ্গনে আন্তর্জাতিকভাবে সুপরিচিত প্রবাসী বিশেষজ্ঞদের সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়ে আসার বহু উদাহরণ রয়েছে।

গ্রিন কার্ড প্রত্যাশী বাংলাদেশিদের জন্য

আবেদনকারীদের ভিসা ইস্যু করা সম্ভব হবে। আর জাতীয় ভিসা কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, সংখ্যাগতভাবে সীমিত পরিবারভিত্তিক ভিসা ক্যাটাগরিতে সাক্ষাৎকারের জন্য আবেদনকারীর অগ্রাধিকার তারিখ কার্যকর অবস্থায় থাকতে হয়।

ফলে আগস্টের এই অগ্রগতি দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষায় থাকা বাংলাদেশি পরিবারগুলোর জন্য আশার খবর হিসেবে দেখা হচ্ছে।

দিনাজপুরে উট পাখির সফল প্রজনন

ডা. পবিত্র কুমার এই তথ্য বাসস’কে নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, সম্প্রতি ওই মিনি চিড়িয়াখানা ও পার্কটি জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. আব্দুর রহিমসহ পরিদর্শন করেছি। পার্কটির প্রাপ্ত সার্বিক বিষয় জেলা প্রশাসক কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর গুলোকে অবহিত করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এই মিনি চিড়িয়াখানা ও পার্কটির উদ্যোক্তা জেলার পার্বতীপুর উপজেলার মরনাই গ্রামের বাসিন্দা প্রকৌশলী মো. রইস উদ্দিন মিয়া বাবুল। তিনি শখের বসে তার নিজ উদ্যোগে মিনি চিড়িয়াখানা ও পার্কটি স্থাপন করেছেন। প্রতিদিন এই পার্কটি স্থানীয় ও বিভিন্ন স্থান থেকে দর্শনার্থীরা পরিদর্শনে আসেন এবং উট পাখিসহ অন্যান্য বন্য প্রাণী দেখে তৃপ্তি নিয়ে ফিরে যান।

পার্কটি পার্বতীপুর উপজেলা হাবড়া ইউনিয়নের মরনাই গ্রামের পাশে তাহেরপাড়া বাজার সংলগ্ন স্থানে স্থাপন করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার সরেজমিন পার্কটি ঘুরে দেখা যায়, বিশাল দেহ, লম্বা ঘাড় আর শক্তিশালী পা-উড়তে না পারলেও বিশ্বের সবচেয়ে বড় পাখি, উট পাখি এখানকার বিশেষ আকর্ষণ। দেশের প্রত্যন্ত এলাকা জেলার পার্বতীপুর উপজেলার পল্লীতে এই পাখির সফল প্রজননে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এই মিনি চিড়িয়াখানা ও পার্কটি। পার্কটিতে ইনকিউবেটরের মাধ্যমে ডিম থেকে ফুটেছে ৭টি উট পাখির বাচ্চা। এরমধ্যে একটি মারা গেছে। বর্তমানে ৬টি বাচ্চা সুস্থভাবে বেড়ে উঠছে। গত ২৪ মে বাচ্চা গুলো ডিম থেকে ফুটে বের হয়েছে।

পার্কের স্বত্বাধিকারী ও উদ্যোক্তা প্রকৌশলী মো. রইচ উদ্দীন মিয়া বাবুল জানান, কয়েক মাস আগে ঢাকার একটি স্থান থেকে উট পাখি দু’টি এই পার্কে নিয়ে আসা হয়। উট পাখি নিয়ে আসার এক সপ্তাহের মধ্যে পাখি দু’টি ২৪টি ডিম দেয়। ডিমগুলো দিনাজপুর হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়-হাবিপ্রবি’র জেনেটিকস অ্যান্ড অ্যানিমেল ব্রিডিং বিভাগের শিক্ষক ও গবেষকদের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে ইনকিউবেটরে রাখা হয়।

এরমধ্যে ডিম থেকে ৫টি বাচ্চা হাবিপ্রবি’র গবেষণাগারের ইনকিউবেটরে এবং দু’টি পার্কের নিজস্ব ইনকিউবেটরে ডিম থেকে সফলভাবে বাচ্চা ফুটেছে।

বাচ্চাগুলো নিরাপদে বেড়ে উঠার স্বার্থে বিষয়টি এতোদিন অনেকটা গোপন রাখা হয়েছিল। সম্প্রতি চলতি আগষ্ট মাসের মধ্যে দিনাজপুর জেলা প্রশাসক মো. রফিকুল ইসলাম ও জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তাগণ পার্কটি পরিদর্শন করেন। জেলা প্রশাসকের পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে উট পাখির বাচ্চা জন্মের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। এরপর থেকেই বাচ্চাগুলো দেখতে প্রতিদিন পার্কে দর্শনার্থীদের ভীড় বাড়ছে।

জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের সংশ্লিষ্টদের অভিমত, একটি উট পাখি বছরে ৬০ থেকে ৮০টি পর্যন্ত ডিম দিতে পারে। প্রতিটি ডিমের ওজন প্রায় দেড় কেজি হয়ে থাকে। ঘাস, শাক-সবজি ও পোল্ট্রি ফিডসহ বিভিন্ন সহজলভ্য খাবার উট পাখির খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

দিনাজপুর জেলা ভেটেরিনারি সার্জন ডা. আশিকা আকবর তৃষার অভিমত, সৌখিনতার পাশাপাশি উট পাখি পালনে বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। ভবিষ্যতে উৎপাদন বাড়ানো গেলে বাণিজ্যিক উৎপাদন ও রপ্তানির মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সম্ভাবনা রয়েছে।

দিনাজপুর হাবিপ্রবি’র জেনেটিকস অ্যান্ড অ্যানিমেল ব্রিডিং বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. রাশেদুল ইসলাম জানান, দেশে উট পাখির বংশ বিস্তারের সম্ভাবনা নিয়ে গত ২০২০ সাল থেকে গবেষণা করছেন হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিকস অ্যান্ড অ্যানিমেল ব্রিডিং বিভাগ।

তিনি বলেন, গত ২০২১ এবং ২০২২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবে একাধিকবার ইনকিউবেটরে ডিম বসানো হয়েছিল। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পাওয়া যায়নি। গত ২০২৩ সালে একটি ডিম থেকে বাচ্চা ফুটেছিল। কিন্তু কিছু দিন পর বাচ্চাটি মারা যায়।

তিনি বলেন, সেই তুলনায় দিনাজপুরে একটি পার্ককে ৬টি উট পাখির বাচ্চার সুস্থভাবে বেড়ে ওঠা সংশ্লিষ্টদের জন্য বড় সাফল্য হিসাবে দেখা হচ্ছে। সঠিক পরিচর্যা, গবেষণা ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে, এই সাফল্য দেশের অন্য এলাকাতে ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে তিনি আশা করছেন।

ঢাকায় থামছেই না ছিনতাইকারীদের

যাওয়ার সময় আলোচিত এ ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় বিমানবন্দর থানায় মামলা দায়ের করা হয় এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একাধিক ইউনিট তদন্ত শুরু করে। পরে পুলিশ ও র‍্যাবের অভিযানে ছিনতাইকারীরা গ্রেফতার হলেও ঘটনাটি ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এর আগে গত ২৬ জুন রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বর এলাকায় জনতা ব্যাংকের সামনে দিনেদুপুরে এক ব্যবসায়ীকে গুলি করে ১৭ হাজার ডলার ছিনতাই করা হয়। বেলা ৩টার দিকে ছিনতাইকারীদের গুলিতে মো. লোকমান নামের এক মানি এক্সচেঞ্জ ব্যবসায়ী আহত হন। পরে তাকে রাজধানীর মুগদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা যায়, দুজন ছিনতাইকারী তার ব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে তাকে গুলি করা হয়। আশপাশে থাকা লোকজন ভয়ে দৌড়ে পালান। পরে গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির কাছ থেকে ব্যাগ নিয়ে মোটরসাইকেলে পালিয়ে যায় ওই দুই ছিনতাইকারী।

নগরবাসীর অভিযোগ, এখন শুধু রাতের আঁধারেই নয়, ভরদুপুরেও ব্যস্ত রাস্তায় নেমে আসছে অস্ত্রধারী ছিনতাইকারীরা। সিএনজি, মোটরবাইক বা প্রাইভেটকারে হঠাৎ হাজির হয়ে ক্ষণিকের মধ্যে টাকা, মোবাইল ও মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে তারা। বাধা দিলে গুলি বা ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালানো হচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে মোহাম্মদপুরের আদাবর শেখেরটেকে প্রকাশ্যে একটি বিকাশ এজেন্টের দোকানে ধারালো চাপাতি নিয়ে হামলা চালায় দুই যুবক। এতে গুরুতর আহত হন দোকান মালিক শফিকুল ইসলাম। ঘটনার পর আদাবর থানা পুলিশ মাঠে নামে। বিকালে ছিনতাইকারীদের আস্তানায় অভিযান চালাতে গেলে তারা পুলিশের ওপর হামলা চালায়। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আদাবর থানার ওসি মো. জাহিদুল ইসলাম জাহাঙ্গীর ও এসআই তরুণ কুমার আহত হন। পরে ঘটনাস্থল থেকে চার জনকে আটক করা হয়।

এর কয়েকদিন আগে শেরেবাংলা নগর থানাধীন জিয়া উদ্যান এলাকায় ছিনতাইকারী ধরতে গিয়ে হামলার শিকার হন দুই পুলিশ সদস্য। ১২ জুন রাতে ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে আহত হন এসআই সামসুজ্জোহা ও কনস্টেবল হৃদয় হোসেন।

সম্প্রতি সিএনজিতে অটোরিকশায় প্রেসক্লাব থেকে মিরপুরে যাওয়ার সময় শাহবাগ পার হওয়ার পর ছিনতাই-চেষ্টার শিকার হন শাহাদাৎ হোসেন নামে এক যুবক। তিনি বাংলা জানান, সিএনজি অটোরিকশার ওপর দিয়ে চাকু দিয়ে কেটে তার ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। সতর্ক থাকায় ছিনতাইকারীরা মোবাইল ফোনটি নিতে পারেনি।

তিনি বলেন, ‘রাস্তায় টহল পুলিশের স্বল্পতার কারণে ছিনতাইকারীরা বেপরোয়া। টহল পার্টি বাড়ানোর পাশাপাশি তিনি অভিযান আরও জোরদার করার দাবি জানান।’

একই পরিস্থিতির শিকার হন আরমান আহমেদ। তেজগাঁওয়ের সাতরাস্তা দিয়ে প্রাইভেটকারে যাওয়ার সময় তার মোবাইল টান দেওয়ার ঘটনা ঘটে। তবে সতর্ক থাকায় ছিনতাইকারীরা মোবাইল নিতে পারেনি। তিনি বলেন, ‘এই রাস্তায় মাঝে মাঝে এমন ঘটনা ঘটে।’ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সড়কে টহল বৃদ্ধির দাবি জানান তিনি।

সিলেটে ব্যবসায়ীকে একাই খুন করেছে

আর খুনের নেপথ্যে রয়েছে ‘প্রেমে বাধা দেয়ার’ বিষয়টি। এতে ক্ষুব্ধ হয়েই জালাল এ ঘটনা ঘটিয়েছে। আটকের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে এমন তথ্য মিলেছে বলে দাবি জানিয়েছে স্থানীয়রা। পুলিশ আসার আগেই স্থানীয়রা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে জালাল খুনের ঘটনা স্বীকার করে। সে একাই খুন করেছে বলে জানায়।

সোমবার মধ্যরাতে নগরের শাহপরাণ এলাকার ছড়ারপাড়ে কুপিয়ে খুন করা হয় বাজারের ব্যবসায়ী বৃদ্ধ শাহাবউদ্দিনকে। ঘটনার পর থেকে বিষয়টি অজানাই ছিলো। তবে পুলিশ ভার্চুয়াল তদন্ত চালিয়ে দোকান কর্মচারীকে শনাক্ত করে। ঘটনার দিন রেইনকোট পরে ব্যবসায়ী শাহাবউদ্দিনের পিছু নিয়েছিলো জালাল। এর আগেও দু’এক দিন সে রেকিও করেছিলো। জালালকে মঙ্গলবার রাত ৯ টার দিকে স্থানীয়রা শাহপরাণ এলাকা থেকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন।

স্থানীয়দের জিজ্ঞাসাবাদে জালাল জানিয়েছে, শাহপরাণ এলাকার একটি হোটেলে সে কর্মচারী হিসেবে কাজ করে। তার বাড়ি সুনামগঞ্জে। ওই হোটেলের বাবুর্চি মহিলার সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক ছিলো। এতে বাধা দেন ব্যবসায়ী শাহাবউদ্দিন। ওই মহিলার সঙ্গ ছাড়তে তাকে গালিগালাজ করেন। ঘটনার দু’দিন আগে জালাল ছুটি নিয়ে চলে যায়। তবে সে শাহপরাণ এলাকাতেই ছিলো। সুযোগ খুঁজে সে ব্যবসায়ী শাহাবউদ্দিনকে নির্জনস্থানে খুন করে। খুনের ঘটনার পর দোকান কর্মচারী জালাল শাহপরাণ ওই এলাকাতেই ছিলো। তবে পুলিশ ও জনতার চোখ ফাঁকি দিয়ে সে চলছিলো। পুলিশ ঘটনার পরদিন দোকানের মালিককে ডেকে নিয়ে তার মাধ্যমে দিনভর প্রচেষ্টা চালিয়ে জালালকে হোটেলে নিয়ে আসে। তাকে দেখে স্থানীয়রা বিক্ষুব্ধ হলে সে হোটেলের পেছনে লুকিয়ে পড়ে। পরে গোটা এলাকা ঘেরাও করে তল্লাশির পর জালালকে আটক করা হয়। পুলিশ আসার আগেই স্থানীয়রা তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে জালাল খুনের ঘটনা স্বীকার করে। সে একাই খুন করেছে বলে জানায়। শাহপরাণ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি তাজুল ইসলাম তাজ জানিয়েছেন, জালাল একাই খুন করেছে বলে স্থানীয়দের জানিয়েছে। তাকে আটকের পর পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।

৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর দেলোয়ার হোসেন নাদিম জানিয়েছেন, ঘটনার আগে রেইনকোট পরে জালাল শাহাবউদ্দিনের পিছু নেয়। এরপর নির্জন স্থানে খুন করেছে বলে জানিয়েছে। তাকে জনতা এলাকা কর্ডন করে আটক করে পুলিশে দিয়েছেন।

শাহপরাণ থানার ওসি ফেরদৌস আহমদ জানিয়েছেন, ব্যবসায়ী শাহাবউদ্দিন খুনের ঘটনায় জালালকে একমাত্র আসামি হিসেবে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

প্রতি আট মিনিটে একজনের প্রোস্টেট

প্রস্তাব দিতে পারেন, তবে রক্ত পরীক্ষার জন্য তা বাধ্যতামূলক নয়।

তবে চলতি বছরের শুরুর দিকে যুক্তরাজ্যের 'ন্যাশনাল স্ক্রিনিং কমিটি' ঢালাওভাবে সকল পুরুষের জন্য পিএসএ স্ক্রিনিংয়ের সুপারিশ করেনি।

তাদের মতে, কোনো উপসর্গ ছাড়া সাধারণ সবার ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা অপকারের কারণও হতে পারে। তবে উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তি, নির্দিষ্ট জিনগত পরিবর্তন বহনকারী পুরুষ এবং কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষদের ওপর বিশেষ স্ক্রিনিং ট্রায়াল সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ক্যানসার রোগীর সংখ্যা লাফিয়ে বাড়ার পেছনে ড. কানলিফ নির্দিষ্ট কোনো একক কারণ চিহ্নিত না করে মূলত বয়োবৃদ্ধ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াকে অন্যতম বড় কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ট্রাম্পের ছেলেকে হত্যায় ১ কোটি ডলার

বলে জানা যায়, সেসব জায়গার গ্রাফিক দেখানো হয়। এর মধ্যে নিউইয়র্কের ট্রাম্প টাওয়ারও রয়েছে।

ভিডিওটির শেষদিকে বর্ণনাকারী বলেন, মানুষ আমাদের ১ কোটি ডলারের পুরস্কার পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

সপ্তাহান্তে ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার সংস্থা ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান ব্রডকাস্টিং বা আইআরআইবি ভিডিওটি প্রচার করে। সংস্থাটি ইরানের কট্টরপন্থীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত বলে বিবেচিত হয়। দেশটির সর্বোচ্চ নেতা সরাসরি এই সম্প্রচার সংস্থার প্রধান নিয়োগ করেন।

এক মার্কিন ফেডারেল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কর্মকর্তা সিএনএনকে জানান, ভিডিওটি ট্রাম্প ও তার পরিবারের সদস্যদের লক্ষ্য করে ইরান থেকে প্রকাশিত ধারাবাহিক ভিডিওর অংশ। এসব ভিডিওর কিছুতে প্রেসিডেন্টের পরিবারের সদস্যদের চলাচলের তথ্য এবং তাদের হত্যার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, সিক্রেট সার্ভিস, অন্যান্য সরকারি সংস্থা, স্থানীয় পুলিশ এবং বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে পাওয়া নানা ধরনের নিরাপত্তা তথ্যের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট ও তার পরিবারের নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়মিত পরিবর্তন ও সমন্বয় করা হয়।

এ বিষয়ে হোয়াইট হাউসের মন্তব্য জানতে চেয়েছে সিএনএন।

এর আগে নিজের জীবন নিয়ে ইরানের হুমকির বিষয়টি প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। জুলাইয়ে তুরস্কে অনুষ্ঠিত ন্যাটো সম্মেলনে তিনি বলেছিলেন, আমি যে কোনো তালিকায় আছি... এখন পর্যন্ত হয়তো কিছুটা ভাগ্যবান ছিলাম, কিন্তু সেটা হয়তো বেশি দিন থাকবে না। এরা দুষ্ট, অসুস্থ মানসিকতার মানুষ।

ওই মন্তব্যের আগে ইরানের হুমকির কারণে ট্রাম্পের একটি গোপন সফর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ইরানের হুমকির পর বিকল্প সামরিক বিমানে তাকে তুরস্ক থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। ট্রাম্পকে বিমানে ওঠানোর ঘটনাটিও অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে পরিচালনা করা হয়।

২০২০ সালে ট্রাম্পের নির্দেশে ইরানের শীর্ষ সামরিক কমান্ডার কাসেম সোলেইমানি নিহত হওয়ার পর থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বারবার সতর্ক করা হয়েছে, ইরান ট্রাম্পকে হত্যার চেষ্টা করতে পারে।

এ বছরের জুলাইয়ে ইরানের সাবেক সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির মৃত্যুর পর কয়েক দিন ধরে চলা শোকানুষ্ঠানেও ট্রাম্পকে হত্যার আহ্বানসংবলিত পোস্টার দেখা যায়। সেখানে তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণার কথাও প্রচার করা হয়।

দেশে শিল্প-কারখানা বন্ধের হিড়িক

সুখবর পাওয়ার সম্ভাবনাও দেখছেন না তারা। এরই মাঝে ছোট-বড় অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে অর্ডার না থাকার কারণে। সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়েছে সাব-কন্ট্রাক্টে কাজ করা সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো।

নগরীর পাহাড়তলী এলাকায় আরটিটি টেক্সটাইল কারখানায় অপারেটরের কাজ করতেন শিরিনা বেগম। হঠাৎ কারখানা বন্ধ হওয়ায় বিপাকে পড়েছেন। তিনি বলেন, চাকরি করে অতিরিক্ত কাজের টাকাসহ ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা বেতন পেতাম। এখন বাজারে সবকিছুর দাম বাড়তি, বাচ্চাদের নিয়ে দুবেলা খাবারের ব্যবস্থা করাটাও কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

শিরিনা বলেন, কারখানা বন্ধ হওয়ার পর থেকে ছেলেমেয়ে নিয়ে অর্থকষ্টে দিন পার করছি। রিকশাচালক স্বামী অসুস্থ হওয়ায় কষ্ট আরো বেড়েছে।

শিরিনার মতো চট্টগ্রামের শান গার্মেন্টস, ওমামা ফ্যাশনসহ বিভিন্ন কারখানার চাকরি হারানো হাজারো শ্রমিক বেকার হয়েছেন। অনেক শ্রমিক তাদের পেশা পরিবর্তন করেছেন। পেশা পরিবর্তন করে এখন অ্যালুমিনিয়াম কারখানায় কাজ করেন রুবেল। তিনি বলেন, চাকরি চলে যাওয়ার পর কিছুদিন কাজ ছিল না। কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দুই মাসেও চালু না হওয়ায় বাধ্য হয়ে এখানে কাজ করছি। পাওনা পরিশোধের বিষয়ে রুবেল বলেন, প্রায় তিন বছর ধরে কাজ করেছি। নিয়মানুযায়ী আমরা টাকা পাওয়ার কথা। কিন্তু মালিক আমাদের এক টাকাও দেননি।

চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ছয় মাসে বিভিন্ন কারণে চট্টগ্রামে ৫০টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এগুলোর মধ্যে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে ২৫টি, বাকি ২৫টি সাময়িক বন্ধ রয়েছে। কারখানাগুলোয় কাজ করা সাত হাজারের বেশি শ্রমিক চাকরি হারিয়েছেন।

তৈরি পোশাকশিল্প নিয়ে বিভিন্ন সংস্থার তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে দেশে কমপক্ষে ২০ হাজার শ্রমিক চাকরিচ্যুত কিংবা ছাঁটাইয়ের শিকার হয়েছেন। এদের অধিকাংশই তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিক।

চট্টগ্রাম শিল্প পুলিশের সুপার মাহমুদা বেগম সোনিয়া বলেন, ছাঁটাইকৃত শ্রমিক এবং কারখানা মালিকদের অভিযোগগুলো আমরা বসে সমাধানের চেষ্টা করেছি। কারখানাগুলো বন্ধের কারণ হিসেবে মালিকরা কাঁচামাল সংকট ও বৈশ্বিক কারণকে দায়ী করেছেন। এছাড়া শ্রমিকদের অসদাচরণ ও আর্থিক সংকটের কথাও বলেছেন মালিকরা।

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের চট্টগ্রাম জেলার যুগ্ম সম্পাদক ইফতেখার কামাল খান বলেন, শ্রমিকদের কাছ থেকে কারখানাগুলোর বিরুদ্ধে শ্রমিক ছাঁটাই, জোরপূর্বক চাকরি থেকে অব্যাহতি নিতে বাধ্য করাসহ বিভিন্ন অভিযোগ আমাদের কাছে আসছে। গত ছয় মাসে সেটা আরো বেড়েছে। একটি কারখানায় ১০-১৫ বছর ধরে চাকরি করলেও আইনানুযায়ী শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য পাচ্ছেন না। অনেক সময় বিনা নোটিসে তাদের চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, শ্রমিকদের অভিযোগগুলো নিয়ে আমরা বিভিন্ন সময় কারখানা মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সমাধানের চেষ্টা করি। কিন্তু বেশিরভাগ অভিযোগের বিষয়ে তারা কোনো পদক্ষেপ নেয় না।

বিশ্লেষকদের মতে, সময়ের সঙ্গে পণ্যের বৈচিত্র্য ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়াতে না পারা, অতিরিক্ত কটনভিত্তিক পণ্যের ওপর বেশি নির্ভরশীল বাংলাদেশের তৈরি পোশাক। বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্রে ম্যান মেইড ফাইবার বা এমএমএফ পোশাকের চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। এ খাতে সীমিত সক্ষমতার সুযোগ নিচ্ছে প্রতিযোগী দেশগুলো। অন্যদিকে ইউরোপের বাজারে তীব্র প্রতিযোগিতা রয়েছে। চীন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাদের কার্যাদেশ হারিয়ে ইউরোপের বাজারে আধিপত্য করছে। এছাড়া ভিয়েতনাম ও ভারত ইউরোপের দেশগুলোর সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির কারণে এগিয়ে রয়েছে। পাশাপাশি দেশের চলমান জ্বালানি সংকট, বন্দর-কাস্টমের প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং লিড টাইমও বড় বাধা হিসেবে কাজ করছে রপ্তানি কমে যাওয়ার পেছনে।

বিড়ালের গিনেস রেকর্ড

মেইন কুন জাতের বিড়ালের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য দেখা গেলেও চার পায়ে মোট ২৯টি আঙুল থাকা অত্যন্ত বিরল।

এর আগে সবচেয়ে বেশি আঙুলওয়ালা বিড়ালের রেকর্ড ছিল ২৮টি। ২০০২ সালে কানাডার 'জেক' নামের একটি বিড়াল প্রথম এই রেকর্ড গড়ে। পরে চলতি বছরের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের 'টোবি' নামের আরেকটি বিড়ালও ২৮টি আঙুল নিয়ে সেই রেকর্ডে ভাগ বসায়।

তবে এবার একটি অতিরিক্ত আঙুল নিয়ে আগের দুই রেকর্ডধারীকে ছাড়িয়ে গেছে ইরেবাস। ফলে ২৯টি আঙুল নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আঙুলওয়ালা বিড়ালের নতুন একক রেকর্ড গড়েছে মার্কিন এ বিড়াল।

ইরেবাসের মালিক কেন্দ্রা ভ্যানডেনব্রুমার ও হান্টার নেট মেইন কুন জাতের বিড়াল প্রজননের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। তাদের প্রতিষ্ঠানটির নাম 'ট্রু নর্দার্ন মেইন কুনস'। তারা জানান, জন্মের পর থেকেই ইরেবাসের পায়ের অস্বাভাবিক গঠন দেখে তাদের ধারণা হয়েছিল, বিড়ালটি হয়তো একদিন নতুন কোনো রেকর্ড গড়তে পারে।

শেষ পর্যন্ত সেই ধারণাই সত্যি হয়েছে। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের স্বীকৃতির মাধ্যমে ২৯টি আঙুল নিয়ে ইরেবাস এখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি আঙুলওয়ালা বিড়ালের নতুন রেকর্ডধারী।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি যুবককে গুলি করে

চিকিৎসা নেয়ার পর সুস্থ আছেন বলে জানা গেছে।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। পুলিশের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমকে জানানো হয় রকঅ্যাওয়ে এভিনিউ ও নিউপোর্ট স্ট্রিটের কাছাকাছি অবস্থিত রেস্তোরাঁয় দুর্বৃত্তদের হামলায় দুইজন আহত হন। তাদের উদ্ধার করে ব্রুকডেল ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা রাজুকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত রাজুর দেশের বাড়ি নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী উপজেলার আমিশাপাড়া ইউনিয়নের কংশনগর গ্রামে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে।

রাজুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তার ঘনিষ্ঠজনেরা জানান, মাত্র কয়েক বছর আগে উন্নত ও নিরাপদ জীবনের প্রত্যাশায় তিনি যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন। কিন্তু প্রবাসজীবন শুরু করার অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে নির্মমভাবে প্রাণ হারাতে হলো। এদিকে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িত বন্দুকধারীকে দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন কমিউনিটি নেতারা।

পশ্চিম তীরে বসতি সম্প্রসারণের ঘোষণা

ইতিহাসের অন্যতম কট্টর ডানপন্থী জোট সরকারের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তার এই সরকার সাম্প্রতিক সময়ে অধিকৃত পশ্চিম তীরে অবৈধ বসতি স্থাপন ও দ্রুত অনুমোদনের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

আন্তর্জাতিক আইন এবং এমনকি ইসরায়েলি আইন অনুযায়ী এই ধরণের অস্থায়ী বসতি বা আউটপোস্টগুলো অবৈধ। এগুলো সাধারণত কয়েকটি মোবাইল হোম বা অস্থায়ী কাঠামো দিয়ে শুরু হয়। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এ ধরনের অবৈধ বসতির বিস্তার এবং সেগুলোকে আইনি বৈধতা দেওয়ার প্রবণতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিজের সরকারের পদক্ষেপের পক্ষে সাফাই গেয়ে নেতানিয়াহু বলেন, "পরিসংখ্যানকে উপেক্ষা করা যাবে না। আমরা একসঙ্গে ১০৪টি অবৈধ বসতিকে আইনি বৈধতা দিয়েছি এবং ১৬০টি কৃষি ফার্ম গড়ে তুলেছি। সামনে এ সংখ্যা আরও বাড়বে।

পশ্চিম তীরে অবৈধ বসতি স্থাপন এবং ফিলিস্তিনিদের ওপর চরমপন্থী ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের সহিংসতা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় বিশ্বজুড়ে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। গত সপ্তাহেও এক হাজার ২০০টিরও বেশি নতুন বাড়ি নির্মাণের দরপত্র আহ্বান করায় ইউরোপীয় প্রধান নেতারা ইসরায়েলের এই পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানান।

সংসদ অভিমুখে জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১

সদস্যদের নিয়ে এ কর্মসূচি পালন করা হবে।

বুধবার রাজধানীর ২৯ মিন্টো রোডে বিরোধীদলীয় নেতার বাসভবনে জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ১১ দলীয় জোটের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে কর্মসূচি ঘোষণা করেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

জোটের ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ৩০ আগস্ট রোববার বিকেল ৩টায় গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জাতীয় সংসদ অভিমুখে এ পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সংঘটিত গুমের ঘটনাগুলোর বিচার দ্রুত সম্পন্ন করার দাবি জানানো হবে।

বৃহস্পতিবার সংসদের তৃতীয় অধিবেশনে 'গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার আইন'-এর বিল উত্থাপনের কথা রয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে জারি করা গুম প্রতিরোধ অধ্যাদেশ বাতিলের পর নতুন করে এ আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিরোধী দলগুলোর অভিযোগ, নতুন আইনে গুমের অভিযোগ তদন্তের ক্ষমতা পুলিশের হাতে দেওয়া হচ্ছে। অথচ গুমের অধিকাংশ অভিযোগই পুলিশের বিরুদ্ধে। ফলে অভিযুক্ত বাহিনীর কাছেই তদন্তের দায়িত্ব থাকলে তা নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু হবে না বলে মনে করছে তারা।

বৈঠক শেষে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, দেশে বর্তমানে গ্যাস, বিদ্যুৎ, তেল ও সারের সংকটসহ নানা ধরনের দুর্ভোগ চলছে। সরকারের ব্যর্থতা সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। পুরো জাতি একাধিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছে।

তিনি বলেন, সংসদ অধিবেশন চলছে, কিন্তু জুলাই সনদ ও গণরায়ের বাস্তবায়ন হচ্ছে না। গুমের শিকার পরিবারগুলোও এখনো জানে না, তাঁদের পরিবারের সদস্যরা কোথায় আছেন। অতীতে বিচারবহির্ভূতভাবে অনেক মানুষ গুম ও হত্যার শিকার হয়েছেন। এসব ঘটনার বিচারও এখন পর্যন্ত হয়নি।

হামিদুর রহমান আযাদ বলেন, এসব বিষয় সামনে রেখে আগামী ৩০ আগস্ট বিকেল ৩টায় গুমের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জাতীয় সংসদ অভিমুখে পদযাত্রা করবে ১১ দলীয় ঐক্যজোট। বৈঠকে ১১ দলীয় জোটের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

সংগীতের 'রানি' ডলি পার্টন আর নেই

কারণ জানানো হয়নি। তবে পার্টনের প্রচারক জানিয়েছেন, টেনেসির ন্যাশভিলে তিনি শান্তিপূর্ণভাবে মারা গেছেন। পিপল ম্যাগাজিন তার প্রতিনিধিদের উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, এই তারকা 'স্বল্পমেয়াদি ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই' করছিলেন। মৃত্যুর কয়েক দিন আগেই ম্যাগাজিনটিকে পার্টন জানিয়েছিলেন, তিনি কিছু অনির্দিষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, তবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তার।

বয়স যখন প্রায় ছয়, তখনই নিজের প্রথম গান লিখেছিলেন ডলি পার্টন। গানটির নাম ছিল 'লিটল টিনি ট্যাসলটপ'- ভুট্টার শিষ ও ভুট্টার রেশমি চুল দিয়ে তৈরি নিজের পুতুলকে নিয়ে লেখা এই গান।

তার মা সেই গানের লেখা যত্ন করে একটি জুতার বাক্সে সংরক্ষণ করেছিলেন। দশকের পর দশক পর পার্টন লিখেছেন, আমি ওই ছোট্ট পুতুলটাকে ভালোবাসতাম। লেখার মাধ্যমে নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতাম। এরপর আর কখনো সংগীত থেকে থামেননি তিনি। তার ভাতিজা ব্রায়ান সিভার এক ভিডিও বার্তায় বলেন, তার উদাহরণ দেখে আমরা বিশ্বাস করতাম, সবকিছুই সম্ভব। তিনি এমন কোনো দরজা দেখেননি, যা তিনি খুলতে পারেননি। আর যে দরজাগুলো তিনি খুলেছেন, সেগুলো ইতিহাস তৈরি ও পরিবর্তন করেছে।

'কোট অব মেনি কালার্স', 'জোলিন' এবং 'আই উইল অলওয়েজ লাভ ইউ'-এর মতো কালজয়ী গানের মাধ্যমে পার্টন সর্বকালের অন্যতম সর্বাধিক বিক্রীত নারী শিল্পীতে পরিণত হন। তার রেকর্ড বিক্রি হয়েছে ১০ কোটিরও বেশি। তিনি ১১টি গ্র্যামি পুরস্কার পেয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড।

স্বচ্ছ-সাদাসিধে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তার উঁচু স্বর্ণালি চুলের স্টাইল, চোখধাঁধানো পোশাক এবং মঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার প্রাণবন্ত আনন্দ তাকে সব শ্রেণি-পেশার আমেরিকানের কাছে জনপ্রিয় করে তোলে।

একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও কান্ট্রি সংগীতকে পরিচিত করতে বড় ভূমিকা রাখেন তিনি। ক্যারিয়ারের বিভিন্ন সময়ে টেলিভিশন ভ্যারাইটি শো উপস্থাপনা করেছেন, সিনেমায় অভিনয় করেছেন। এমনকি নিজের জন্মভূমি টেনেসিতে তৈরি করেছেন ডলিউড নামের থিম পার্ক, যা বর্তমানে জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র। তবে তার দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তার সবচেয়ে বড় কারণ ছিল মানুষের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের অসাধারণ ক্ষমতা। নিজের ভাষায় 'চরম দারিদ্র্যের' পরিবার থেকে উঠে আসা পার্টন বহুবার শ্রমজীবী আমেরিকানের প্রতীক হয়ে উঠেছেন। নিজের বিশ্বাসের বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগে নিয়মিত অর্থ ও পরিচিতি ব্যবহার করেছেন তিনি।

বিশ্বজুড়ে মার্কিন ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট

করা হচ্ছে।

মার্কিন দূতাবাস ও কনস্যুলেটে যেসব অভিবাসী ভিসাপ্রার্থীর সাক্ষাৎকারের সূচি নির্ধারিত ছিল, তাঁদের ই-মেইলে জানানো হয়েছে যে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় পুনরর্নির্ধারণ করা হচ্ছে। ট্রাম্প বলেছেন, তাঁর এ কঠোর অভিযানের লক্ষ্য, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা জোরদার করা।

তবে ট্রাম্প প্রশাসনকে অভিবাসনবিরোধী অভিযানে কিছু আইনি বাধার মুখোমুখি হতে হয়েছে। গত শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের একজন বিচারক প্রশাসনের এমন একটি নীতি বাতিল করেছেন, যার অধীন বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের আবেদনকারীদের অভিবাসী ভিসা দেওয়া স্থগিত করা হয়েছিল।

বিচারক বলেন, ওই নীতির মাধ্যমে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও তাঁর আইনি ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছেন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর প্রশিক্ষণটির বিস্তারিত বা এর সময়সূচি সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য জানায়নি। তবে বলেছে, এ প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হলো কনস্যুলার কর্মকর্তাদের এমন আবেদনকারীদের শনাক্ত করতে সহায়তা করা, যাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি জনকল্যাণমূলক সুযোগ-সুবিধার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারেন বলে মনে করা হয়। পাশাপাশি ভিসাপ্রার্থীদের মূল্যায়ন যেন সামগ্রিকভাবে ও ধারাবাহিকভাবে করা হয়, তা নিশ্চিত করাও এর লক্ষ্য।

ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট সাময়িকভাবে স্থগিত করার খবরটি প্রথম প্রকাশ করে ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস। পত্রিকাটি জানায়, মার্কিন দূতাবাস ও কনস্যুলেটে যেসব অভিবাসী ভিসাপ্রার্থীর সাক্ষাৎকারের সময়সূচি নির্ধারিত ছিল, তাঁদের ই-মেইলে জানানো হয়েছে যে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় পুনরর্নির্ধারণ করা হচ্ছে। নতুন তারিখ পরে জানিয়ে দেওয়া হবে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো ট্রাম্পের অভিবাসনবিরোধী কঠোর অভিযানের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। তাদের অভিযোগ, এ অভিযান বৈষম্যমূলক এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার অধিকার লঙ্ঘন করছে।

সংগঠনগুলো আরও বলছে, এ কঠোর অভিযানের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে একটি অনিরাপদ পরিবেশ তৈরি হয়েছে, বিশেষ করে জাতিগত সংখ্যালঘুদের জন্য। তাদের আশঙ্কা, তাঁরা জাতিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে সন্দেহ বা বিশেষ নজরদারির শিকার হচ্ছেন।

২০২৪ সালের নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্প অবৈধ অভিবাসন বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এখন ক্ষমতায় আসার পর তাঁর প্রশাসন বৈধ অভিবাসনকেও কঠিন করে তুলেছে।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই

পাওয়া যায়নি। খবর বিবিসির।

গত সপ্তাহে বিতর্কের মুখে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সোসিওলজি অব এডুকেশন'-এর শিক্ষকের পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন জেসন। তবে তার বিরুদ্ধে ওঠা জালিয়াতির সমস্ত অভিযোগ তিনি বরাবরই অস্বীকার করে আসছিলেন।

জেসনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে তার পরিবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে চালানো এই প্রচারণার মানসিক চাপ জেসন সহ্য করতে পারেননি। তিনি অত্যন্ত সৎ ও একজন কোমল হৃদয়ের মানুষ ছিলেন, যিনি সবসময় সবার ভালো চাইতেন।'

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে কেমব্রিজের সর্বকনিষ্ঠ কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হয়ে ইতিহাস গড়েছিলেন জেসন। ১১ বছর বয়স পর্যন্ত কথা বলতে না পারা এবং ১৮ বছর বয়সে লিখতে-পড়তে শেখা জেসনের এই সাফল্যকে একাডেমিয়া জগতে এক অনন্য অধ্যায় হিসেবে দেখা হতো।

তবে ২০২৪ সালে নাথান কফনাস নামে এক গবেষক জেসনের কাজের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ তোলেন। জবাবে জেসন কিছু ভুলের কথা স্বীকার করে জানান, তার অটিজমের কারণে লেখার ক্ষেত্রে তিনি অনুকরণ বা 'মিমিক্রি' কৌশল ব্যবহার করতেন। তবে ইচ্ছাকৃত চুরির বিষয়টি অস্বীকার করে তিনি বলেছিলেন, একাডেমিয়া জগতের এই নিষ্ঠুর আচরণ ও তাকে 'প্রতারক' বানানোর চেষ্টা সম্পূর্ণ অন্যায়। পরবর্তীতে মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরেই তিনি পদত্যাগ করেন।

জেসনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে কেমব্রিজ, গ্লাসগো ও ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কেমব্রিজের ভাইস-চ্যান্সেলর ডেবোরা প্রেন্টিস এবং শিক্ষাসচিব লুসি পাওয়েল তার পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।

এদিকে, জেসনের মৃত্যুর পর একাডেমিয়া জগতে কৃষ্ণাঙ্গ অধ্যাপকদের সুরক্ষা এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে তীব্র প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। মানবাধিকারকর্মী ও সহকর্মীদের অভিযোগ, জেসনের ওপর যে মাত্রায় ব্যক্তিগত আক্রমণ ও মিডিয়া ট্রায়াল চালানো হয়েছে, তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

কোরআনের বর্ণনায় পবিত্র কাবাঘরের গুণাবলি

মো. আবদুল মজিদ মোল্লা

আল্লাহর ইবাদতের জন্য পৃথিবীতে নির্মিত প্রথম ঘর কাবা। কাবাঘর পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্র ও সম্মানিত স্থান। পবিত্র কাবাঘরের দিকে ফিরেই মুসলমানরা নামাজ আদায় করে। কোরআন ও হাদিসে কাবাঘরের একাধিক নাম, গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।

কাবাঘরের সম্মান ও মর্যাদা

পবিত্র কাবাঘর আল্লাহর অনন্য নিদর্শন এবং তা হাজরে আসওয়াদ, জমজম কূপ ও মাকামে ইবরাহিমের মতো নিদর্শনকে বুকে ধারণ করে আছে। আল্লাহ কাবাঘরকে নিরাপদ ঘোষণা করেছেন এবং এই পবিত্র ঘরের হজ ফরজ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, 'তাতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমনড়্মাকামে ইবরাহিম। আর যে সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ।

মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে এই ঘরের হজ করা তার আবশ্য কর্তব্য। যে প্রত্যাখ্যান করল সে জেনে রাখুক, আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৯৭)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে এই ঘরের হজ করল এবং অশ্লীলতায় লিপ্ত হলো না, আল্লাহর অবাধ্য হলো না, সে সদ্যঃপ্রসূত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে (হজ থেকে) ফিরল।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৫২১)

কাবাঘরের নামগুলো

কোরআন ও হাদিসে কাবাঘরের সাতটি নাম পাওয়া যায়।

তা হলোড়

১. বাইত : পবিত্র কোরআনে ১৫ বার 'বাইত' শব্দ দ্বারা কাবাঘরকে ব্যক্ত করা হয়েছে। কখনো শুধু বাইত শব্দটি এসেছে। আবার কখনো এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সর্বনাম ও বিশেষণ। আরবি বাইত শব্দের অর্থ ঘর। যেমনড়্মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা তো বাক্কায় (মক্কায়), তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারি।

' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৯৬)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'তারা যেন তাওয়াফ করে প্রাচীন ঘরের।' (সুরা : হজ, আয়াত : ২৯)

২. কাদিস : আল্লামা আজরাকি (রহ.) বলেন, প্রাচীনকালে আরবের লোকেরা কাবাঘরকে কাদিস বলত। যার অর্থ পবিত্র। লিসানুল আরবে কাদিসের একটি অর্থ লেখা হয়েছে 'বাইতুল হারাম' বা কাবাঘর। (আখবারু মক্কা : ১/২৮০; লিসানুল আরব : ৬/১৭০)

৩. নাজির : শাব্দিক অর্থ মানতকারী, তবে তা মানতের স্থান অর্থে ব্যবহৃত হতো। আল্লামা আজরাকি (রহ.) বলেন, প্রাচীনকালে আরবের লোকেরা কাবাঘরকে নাজির বলত। কেননা কাবাঘরের উদ্দেশ্যে নানা জিনিসের মানত করা হতো। (আখবারু মক্কা : ১/২৮০)

৪. নাদির : নাদির শব্দটি 'নাদরাতুন' থেকে এসেছে। নাদরাহ হলো এক প্রকার বিরল ও মূল্যবান রত্ন, যা স্বর্ণের খনিতে পাওয়া যায়। তুলনাহীন ও মূল্যবান অর্থে কাবাঘরকে নাদির বলা হতো। (কামুসুল মুহিত, পৃষ্ঠা-৬১৯)

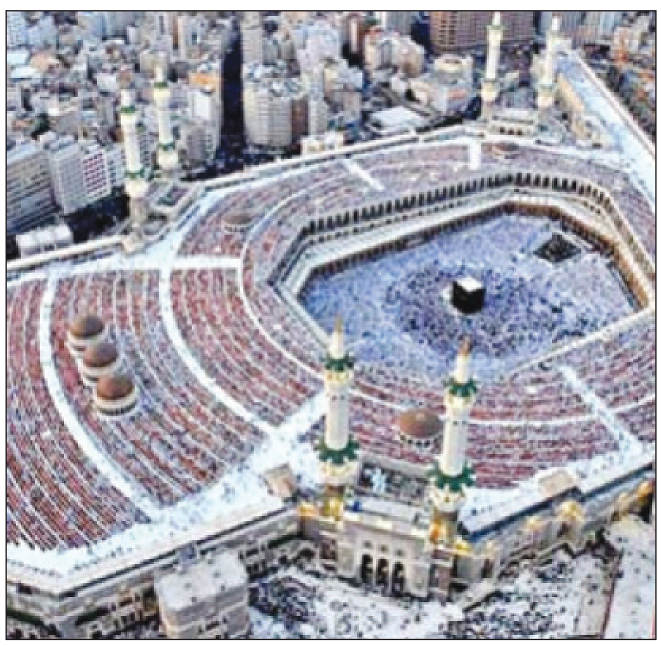

৫. বানিয়্যাহ : শাব্দিক অর্থ স্থাপত্য বা শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য। আল্লামা ইবনে আসির (রহ.) বলেন, কাবাঘরকে বানিয়্যাতু ইবরাহিম বলা হতো। কেননা তিনি তা নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে অধিক ব্যবহারের কারণে তাতে সংকোচন ঘটে এবং বানিয়্যাহ শব্দে রূপান্তরিত হয়। হাদিসেও কাবাঘর বোঝাতে বানিয়্যাহ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। (আন নিহায়া ফি গারিবিল হাদিস ওয়াল আসার : ১/১৫৮; মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ১৫৮৩৬)

৬. দাওয়ার : আল্লামা ইবনে মানজুর (রহ.) দাওয়ারকে কাবাঘরের একটি নাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। দাওয়ার শব্দটি দাঈর শব্দের বহুবচন। যার অর্থ বৃত্তাকার। যেহেতু কাবাঘরকে ঘিরে মানুষ তাওয়াফ করে। তাই তাকে দাওয়ার বলা হয়। (আসমাউ কাবাতিল মুশাররাফা, পৃষ্ঠা-২৮; লিসানুল আরব : ৪/২৯৮)

৭. কিবলা : পবিত্র কোরআনে কাবাঘরকে কিবলা নামে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, 'তুমি এ যাবৎ যে কিবলা অনুসরণ করছিলে তাকে আমি এই উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, যাতে জানতে পারি কে রাসুলের অনুসরণ করে এবং কে ফিরে যায়?' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৪৩)

কাবাঘরের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি

কোরআন ও হাদিসের আলোকে কাবাঘরের গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হলোড়

১. পথপ্রদর্শক : পবিত্র কাবাকে আল্লাহ মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক বানিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা তো বাক্কায় (মক্কায়), তা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারি।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ৯৬)

২. বরকতময় : কাবাঘরকে আল্লাহ বরকতময় করেছেন। যেমনটি সুরা আলে ইমরানের ৯৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

৩. মিলনমেলা : কাবাঘরকে আল্লাহ মানুষের জন্য নিরাপদ মিলনমেলা বানিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'সে সময়কে স্মরণ করো, যখন কাবাঘরকে মানবজাতির মিলনকেন্দ্র ও নিরাপত্তাস্থল করেছিলাম।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১২৫)

৪. কিবলা : আল্লাহ কাবাঘরকে কিবলা বানিয়েছেন। ফলে মানুষ সেদিকে ফিরে ইবাদত করে। ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাকে অবশ্যই এমন কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, যা তুমি পছন্দ করো। অতএব, তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৪৪)

৫. কল্যাণের উৎস : মহান আল্লাহ বলেন, 'পবিত্র কাবাঘর, পবিত্র মাস, কোরবানির জন্য কাবায় প্রেরিত পশু ও গলায় মালা পরিহিত পশুকে আল্লাহ মানুষের কল্যাণের জন্য নির্ধারিত করেছেন।' (সুরা : মায়িদা, আয়াত : ৯৭)

৬. সম্মানিত : ইবরাহিম (আ.) কাবাকে সম্মানিত ঘর আখ্যা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করেনড়্'হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার বংশধরদের কতককে বসবাস করালাম অনুর্বর উপত্যকায় তোমার সম্মানিত ঘরের কাছে।' (সুরা : ইবরাহিম, আয়াত : ৩৭)

৭. পবিত্র : নির্মাণকাল থেকে কাবাঘরকে আল্লাহ পবিত্র করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'স্মরণ করো, যখন আমি ইবরাহিমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই ঘরের স্থান, তখন বলেছিলাম, আমার সঙ্গে কোনো শরিক স্থির কোরো না এবং আমার ঘরকে পবিত্র রেখো তাদের জন্য, যারা তাওয়াফ করে, যারা নামাজে দাঁড়ায়, রুকু করে ও সিজদা করে।' (সুরা : হজ, আয়াত : ২৬)

৮. প্রাচীন : কাবাঘর পৃথিবীর প্রাচীনতম ঘর। কোরআনে কাবাকে প্রাচীন বিশেষণে বিশেষায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর তারা যেন তাদের অপরিচ্ছন্নতা দূর করে, তাদের মানত পূর্ণ করে এবং তাওয়াফ করে প্রাচীন ঘরের।' (সুরা : হজ, আয়াত : ২৯)

আল্লাহ সবাইকে পবিত্র কাবাঘরের জিয়ারত নসিব করুন। আমিন।

অন্তরে প্রশান্তি আসে যেসব আমলে

দুশ্চিন্তা এক ধরনের মানসিক প্রতিক্রিয়া, যা মূলত কোনো অজানা বিপদ, ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা, ব্যর্থতা কিংবা ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে উদ্ভূত হয়। এটি মানুষের মস্তিষ্কের একটি প্রাকৃতিক সুরক্ষা ব্যবস্থা, যা মানুষকে সম্ভাব্য বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকতে সাহায্য করে। তবে যখন এই প্রতিক্রিয়া অতিরিক্ত হয়ে যায়, তখন তা আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাপনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকতে মহান আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন।

কারণ একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ মানুষের দুঃখ-দুর্দাশা দূর করতে পারে না। আল্লাহ যদি কাউকে মানসিক প্রশান্তি না দেন, তাহলে দুনিয়ার সবকিছু দিয়েও প্রশান্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তাই মানসিক প্রশান্তি পেতে মহান আল্লাহর সাহায্যের বিকল্প নেই।

এখানে কোরআন-হাদিসের আলোকে এমন কিছু আমল তুলে ধরা হলো, যার মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানুষের অন্তরকে প্রশান্তি দান করেন।

১. তাকওয়া অবলম্বন : যেকোনো পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে মহান আল্লাহর সাহায্যের বিকল্প নেই। আর তা পেতে প্রয়োজন তাকওয়া অবলম্বন করা। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'আর যে কেউ আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য (উত্তরণের) পথ করে দেবেন এবং তিনি তাকে তাঁর ধারণাতীত উৎস থেকে দান করবেন রিজিক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই; অবশ্যই আল্লাহ সবকিছুর জন্য স্থির করেছেন সুনির্দিষ্ট মাত্রা।' (সুরা : তালাক, আয়াত : ২-৩)

আল্লাহর ওপর আস্থা : পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।(সুরা : তালাক, আয়াত : ৩)

আল্লাহ কারো জন্য যথেষ্ট হলে পৃথিবীর কোনো কিছু তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তার অন্তরেও কোনো ক্ষতির আশঙ্কায় দুশ্চিন্তা কাজ করবে না।

২. তাওবা-ইস্তিগফার : পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর বলেছি, তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো, নিশ্চয় তিনি মহাক্ষমাশীল, তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান এবং প্রবাহিত করবেন নদীনালা।

(সুরা : নুহ, আয়াত : ১০-১২)।

অর্থাৎ তাওবা-ইস্তিগফারের মাধ্যমে মহান আল্লাহ বান্দাকে ক্ষমা করে দেন, তার রিজিক ও সন্তান-সন্ততিতে বরকত দান করেন, যেগুলো দুনিয়ায় দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ হয়।

৩. নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া : দুশ্চিন্তা ও বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য সর্বদা আল্লাহর সাহায্য প্রয়োজন। আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হয় নামাজের মাধ্যমে। এ কারণে যারা দুশ্চিন্তামুক্ত থাকতে চায়, তাদের উচিত নামাজের প্রতি যত্নবান হওয়া। রাসুল (সা.) নিজেও কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। হুজাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) কোনো কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হলে নামাজ আদায় করতেন। (আবু দাউদ, হাদিস : ১৩১৯)

৪. দোয়া : মানুষ যখন কোনো বিপদে পড়ে, তার উচিত মহান আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়ায় লিপ্ত হওয়া। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি বলো, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোনো প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব, তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।' (সুরা : বাকারাহ, আয়াত : ১৮৬)

৫. সুদিনে আল্লাহর ইবাদত : যারা সুদিনে আল্লাহর ইবাদত করে, আল্লাহভোলা হয় না, তাদের দুর্দিনেও মহান আল্লাহ তাদের রক্ষা করেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে লোক বিপদ-আপদ ও সংকটের সময় আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ লাভ করতে চায়, সে যেন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বেশি পরিমাণে দোয়া করে। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৩৮২)

আর সাধারণত মানুষ আল্লাহর ইবাদতের পরই তাঁর কাছে দোয়া করে।

৬. অধিক দরুদ পাঠ : অধিক দরুদ পাঠের মাধ্যমে মহান আল্লাহ মানুষের দুশ্চিন্তা দূর করে দেন। আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার ওপর দশবার রহমত নাজিল করবেন, তার দশটি গুনাহ মিটিয়ে দেওয়া হবে এবং তার জন্য দশটি মর্যাদা উন্নীত করা হবে। (নাসায়ি, হাদিস : ১২৯৭)

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সুর্যদ্বয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
২৮.০৮.২৬ শুক্রবার	4:51	6:04	01:45	5:47	8:06	09:30
২৯.০৮.২৬ শনিবার	4:53	6:05	01:30	5:46	8:04	09:30
৩০.০৮.২৬ রবিবার	4:55	6:07	01:30	5:44	8:02	09:30
৩১.০৮.২৬ সোমবার	4:57	6:10	01:30	5:41	7:59	09:30
০১.০৯.২৬ মঙ্গলবার	4:58	6:51	01:30	5:41	7:57	09:30
০২.০৯.২৬ বুধবার	5:00	6:12	01:30	5:39	7:55	09:30
০৩.০৯.২৬ বৃহস্পতিবার	5:01	6:13	01:30	5:37	7:53	09:30

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

নিত্যদিনের সঙ্গী হোক শত হাদিস

'তোমার মনে কখনো কারও প্রতি কোনো বিদ্বেষ বা অমঙ্গল চিন্তা থাকবে না-এটাই আমার সুন্নত' কিংবা 'কর্মের দিক থেকে যার দুটি দিনই সমান গেল সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো আর যার আজকের দিনটি কর্মের দিক থেকে গতকালের চেয়ে খারাপ গেল সে হতভাগা'- নিজের ও অপরের কল্যাণ করার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্বলিত এমন শত হাদিসের সংগ্রহ নিয়েই প্রকাশিত ছোট্ট পকেট বই 'নিত্যদিন শত হাদিস'।

হাদিসের বিশাল ভাণ্ডার থেকে এমন সব হাদিস এখানে তুলে আনা হয়েছে যার চর্চা নিত্যদিন জরুরি। যার চর্চায় বাড়বে ভ্রাতৃত্ববোধ, কমবে হানাহানি। উদাহরণ দেওয়া যাক। বইটির ৫৫ পৃষ্ঠার হাদিসটি এমন্(তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না।) 'অতীতে ধর্মচর্চা নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করেছে, তারা নিহত ও ধ্বংস হয়েছে।' নবীজী (সা.) তিন বার একথার পুনরাবৃত্তি করেন।

আবু যর গিফারী রা. বর্ণিত হাদিস 'অন্যের এমন সব দোষত্রুটি দেখা ও বলা থেকে বিরত থাকো যা তোমার মধ্যেও আছে' অথবা আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত 'প্রজ্ঞা ১০ ভাগে বিভক্ত। নয় ভাগ জড়িত নিরাসক্তির সঙ্গে আর একটি ভাগ জড়িত মৌনতার সঙ্গে' ইত্যাদি পাঠ পাঠকমনে প্রতিফলিত করবে সুস্থ জীবনাচার। করবে সফল ও সুখী। দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি হবেন সম্মানিত।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন প্রকাশিত সবুজ কলাপাতা প্রচ্ছদে তুলির প্রলেপ। দৃষ্টিনন্দন। বইটি হাতে বা পকেটে সহজে বহনযোগ্য। গ্রন্থকার শহিদ আল বোখারীর মতে, সংকলিত হাদিসগুলো পবিত্র বাণীর শাব্দিক অনুবাদ নয়, মর্মান্তর।

লম্বা চুল কেটে ‘নতুন লুকে’ হালান্ড

দীর্ঘদিনের পরিচিত ‘ভাইকিং’ লুক বদলে নতুন সাজে হাজির হয়েছেন ম্যানচেস্টার সিটির তারকা স্ট্রাইকার আর্লিং হালান্ড। নতুন মৌসুম শুরুর আগে লম্বা স্বর্ণালি চুল কেটে একেবারে ভিন্ন চেহারায় দেখা গেছে নরওয়ের এই ফরোয়ার্ডকে।

রোববার (২৩ আগস্ট) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের নতুন লুকের একটি ভিডিও প্রকাশ করেন হালান্ড। সেখানে তাঁকে খুব ছোট ‘বাজ কাট’ স্টাইলে দেখা যায়। দীর্ঘদিনের লম্বা চুলের বদলে এবার বেশ ছোট করে চুল কেটেছেন ২৬ বছর বয়সী এই তারকা।

ক্যারিয়ারের বিভিন্ন সময়ে চুলের ধরন বদলালেও লম্বা চুলই ছিল হালান্ডের অন্যতম পরিচিত বৈশিষ্ট্য। কখনো পনিটেল, কখনো খোলা চুলে মাঠে দেখা গেছে তাঁকে। ফলে নতুন এই লুক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সাড়া ফেলেছে।

হালান্ডের নতুন চেহারা নিয়ে ভক্তদের মধ্যেও শুরু হয়েছে আলোচনা। কেউ তাঁর নতুন স্টাইলের প্রশংসা করছেন, আবার অনেকে পুরোনো লম্বা চুলের লুকই বেশি পছন্দ করতেন বলে মন্তব্য করছেন।

এর আগে বিশ্বকাপের সময় হালান্ড জানিয়েছিলেন, সাবেক সুইডিশ তারকা জ্লাতান ইব্রাহিমোভিচ তাঁকে চুল না কাটার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তবে এবার সেই পরামর্শ পেছনে ফেলে নতুন স্টাইলেই মৌসুম শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। গত সপ্তাহে কমিউনিটি শিল্ডে অবশ্য পনিটেল করা লম্বা চুলেই মাঠে নেমেছিলেন হালান্ড। এবার নতুন চুলের লুকে ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে নতুন মৌসুমের প্রথম প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে তাঁকে দেখা যাওয়ার অপেক্ষা।

আবারও এক সঙ্গে খেলবেন মেসি-ডি মারিয়া?

কোপা লিবার্তাদোরেস থেকে রোজারিও সেন্ট্রালের বিদায়ের পর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার ইঙ্গিত দিয়েছেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী তারকা আনহেল ডি মারিয়া। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে ৩৮ বছর বয়সি এই উইঙ্গার জানান, তিনি এখনও খেলা চালিয়ে যেতে চান, তবে সামনে কী করবেন তা নিয়ে ভাবতে হবে।

ডি মারিয়ার বয়স ৩৮ হলেও মাঠের পারফরম্যান্স বলছে, আরও কয়েক বছর সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলার সামর্থ্য তার রয়েছে। আর এই পরিস্থিতিতেই নতুন করে আলোচনায় এসেছে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামির নাম। গুঞ্জন উঠেছে, অবসরে না গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়ে আবারও লিওনেল মেসির সতীর্থ হতে পারেন তিনি।

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যম, বিশেষ করে গোল ডটকমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অতীতেও একাধিকবার ডি মারিয়াকে দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করেছে ইন্টার মায়ামি। যদিও সেসব আলোচনা শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত রূপ পায়নি। তবে ২০২৭ সালকে সামনে রেখে নতুন করে সম্ভাবনার কথা শোনা যাচ্ছে।

মেসি ও ডি মারিয়ার বন্ধুত্ব এবং মাঠের বোঝাপড়া আধুনিক ফুটবলের অন্যতম সফল জুটি হিসেবে বিবেচিত। এই দুই তারকা একসঙ্গে আর্জেন্টিনাকে জিতিয়েছেন বিশ্বকাপ, কোপা আমেরিকা, ফিনালিসিমাসহ মোট পাঁচটি বড় শিরোপা।

তাদের সাফল্যের গল্প শুরু হয়েছিল ২০০৮ বেইজিং অলিম্পিকে সোনার পদক জয়ের মাধ্যমে। পরে ২০২১ সালের কোপা আমেরিকার ফাইনালে ব্রাজিলের বিপক্ষে মারাকানায় ডি মারিয়ার স্মরণীয় গোল আর্জেন্টিনার ২৮ বছরের শিরোপা খরা ঘোচায়।

এরপর ২০২২ সালের ফিনালিসিমায় ইতালির বিপক্ষে জয় এবং একই বছরের কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালে ফ্রান্সকে হারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পেছনেও ছিল এই জুটির অসাধারণ অবদান। বিশ্বকাপ ফাইনালে মেসির জোড়া গোলের পাশাপাশি ডি মারিয়ার গোল আর্জেন্টিনার ৩৬ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটায়।

সবশেষে ২০২৪ কোপা আমেরিকা জয়ের মধ্য দিয়ে আর্জেন্টিনা ফুটবলের অন্যতম সেরা অধ্যায়ের পূর্ণতা পায়। মেসির নেতৃত্ব আর বড় ম্যাচে ডি মারিয়ার নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স দীর্ঘদিন ধরে আলবিসেলেস্তাদের সাফল্যের ভিত্তি হয়ে ছিল।

এখন প্রশ্ন একটাই-ডি মারিয়া কি সত্যিই অবসরের পথে হাঁটবেন, নাকি ক্যারিয়ারের শেষ অধ্যায়ে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়ে মেসির সঙ্গে আরেকবার মাঠ মাতাবেন? উত্তর এখনও অজানা। তবে ফুটবলপ্রেমীরা নিশ্চয়ই এই কিংবদন্তি জুটিকে আরেকবার একই জার্সিতে দেখতে আপত্তি করবেন না।

টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ইতিহাসের সেরা অবস্থানে বাংলাদেশ

পোস্ট ডেস্ক : অস্ট্রেলিয়া সফরে ঐতিহাসিক সিরিজ শেষে আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে বড় সুখবর পেলো বাংলাদেশ। হালনাগাদ করা দলীয় র‍্যাঙ্কিংয়ে তিন ধাপ এগিয়ে প্রথমবারের মতো টেস্টে ষষ্ঠ স্থানে উঠে এসেছে টাইগাররা। এর আগে টেস্ট ফরম্যাটে কখনোই এত উঁচুতে পৌঁছাতে পারেনি বাংলাদেশ দল। বর্তমানে নাজমুল হাসান শান্তদের রেটিং পয়েন্ট ৭৮। আইসিসির ওয়েবসাইট অনুযায়ী, শনিবার পর্যন্তও ৯ নম্বরে ছিল বাংলাদেশ। ডারউইনে সিরিজের প্রথম টেস্টে ইতিহাসগড়া জয়ের সৌজন্যেই মূলত এক লাফে ৩ ধাপ এগিয়ে গেছে বাংলাদেশ। স্থানে ওঠার কীর্তি গড়ে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের এই ঐতিহাসিক ছয়ে ওঠার ফলে পিছিয়ে পড়েছে পরবর্তী তিনটি দল। এক ধাপ করে অবনতি হয়ে যথাক্রমে সপ্তম স্থানে শ্রীলঙ্কা (৭৬ রেটিং), অষ্টম স্থানে পাকিস্তান (৭৫ রেটিং) এবং নবম স্থানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৭৪ রেটিং) অবস্থান করছে। তবে এই অবস্থান খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী না হওয়ার শঙ্কাও রয়েছে। কারণ ছয়ে থাকা বাংলাদেশের সঙ্গে পরবর্তী তিন দলের রেটিং পয়েন্টের ব্যবধান সর্বোচ্চ মাত্র চার পয়েন্ট।

২৩ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট

ম্যাকাইয়ে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে মাত্র পাঁচ সেশনের মধ্যে হেরে গেলেও সব মিলিয়ে ৫টি রেটিং পয়েন্ট বেড়েছে বাংলাদেশের। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ ১-১ ড্র করে স্মরণীয় এক অধ্যায় রচনা করেছে বাংলাদেশ।

যদিও ম্যাকাইতে দ্বিতীয় টেস্টে ব্যাটিং বিপর্যয়ের কারণে ইনিংস ও ৫১ রানের বিশাল ব্যবধানে হেরে সিরিজ ড্র করে তারা। তবুও প্রথম টেস্টের দারুণ সাফল্যের সুবাদেই এই ঐতিহাসিক র‍্যাঙ্কিং উন্নতি দেখলো বাংলাদেশ। এর আগে ঘরের মাঠে পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ করে প্রথমবারের মতো সপ্তম স্থানে ওঠে টাইগাররা। এটি ছিল এতদিন টেস্টে বাংলাদেশের সেরা অবস্থান। ওয়ানডেতে ২০১৭ সালে ষষ্ঠ এবং ২০১২ সালে টি-টোয়েন্টিতে চতুর্থ খেলতে নেমে এই র‍্যাঙ্কিং উন্নতিকে দারুণ এক প্রাপ্তি হিসেবে দেখছেন শান্ত। ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে টাইগার অধিনায়ক বলেন, ‘অবশ্যই (ছয় নম্বরে পৌঁছানো) ভালো খবর। আমি এই মাত্রই বিষয়টি শুনলাম। টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ৬ নম্বরে পৌঁছানো একটি বিশাল অর্জন। তবে এই টেস্ট ম্যাচে যদি আমরা আরও ভালো ক্রিকেট খেলতে পারতাম, তবে বিষয়টি আরও অনেক বেশি ভালো হতো।’

পুরুষ ক্রিকেটের টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ পাঁচের তালিকায় কোনো পরিবর্তন আসেনি। আগের মতোই ১ থেকে ৫ পর্যন্ত অবস্থান ধরে রেখেছে যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়া (১২৬), দক্ষিণ আফ্রিকা, (১১৯) নিউজিল্যান্ড (১০৬), ভারত (১০৪) এবং ইংল্যান্ড (৯৯)।

ম্যানসিটি তারকাকে নিয়ে নতুন প্রেমের গুঞ্জন

পোস্ট ডেস্ক : জনপ্রিয় ব্রিটিশ টেলিভিশ উপস্থাপিকা মায়া জামার সম্পর্কের ইতি টেনেছেন ম্যানচেস্টার সিটি ও পর্তুগিজ তারকা রুবেন দিয়াস। বিচ্ছেদের কয়েক মাস না যেতেই আবার নতুন সম্পর্কে জড়ানোর গুঞ্জন উঠেছে এই ডিফেন্ডারকে নিয়ে।

জনপ্রিয় রিয়ালিটি শো ‘লাভ আইল্যান্ড ইউ’খ্যাত তারকার সাথে ১৮ মাসের সম্পর্কে ইতি টানেন। বিচ্ছেদের কয়েক মাস না যেতেই জার্মান মডেল ভ্যালেন্টিনা বেস্টের (যিনি 'ভ্যালি' নামেও পরিচিত) সাথে নতুন প্রেমের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে এই ম্যানসিটি তারকার।

দ্য সানের প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্প্রতি ২৮ বছর বয়সী জার্মান মডেল ভ্যালেন্টিনা বেস্ট তার টিকটক ও সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ডিয়াসের চেশায়ারের বাড়ির রান্নাঘর, জিম এবং শোবার ঘরের বেশ কিছু ভিডিও ক্লিপ পোস্ট করেন। এরপর নতুন প্রেমর বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। বিষয়টি নেটিজেনদের মধ্যে বেশ আলোড়ন তোলে।

ভক্তরা মায়ার আগের ছবিগুলো থেকে শোবার ঘরের সাজসজ্জা এবং একটি সেলফি থেকে আধুনিক ৪০ লাখ পাউন্ডের প্রাসাদটি চিনতে পেরেছিলেন।

এ ছাড়া বাড়িটির রান্নাঘর ও জিম দেখেও চেনা সহজ হয়েছে, কারণ বাড়িটি পূর্বে একটি ওমাজ চ্যারিটি ড্রর তালিকায় তালিকাভুক্ত ছিল। ২৯ বছর বয়সী রুবেন এবং ৩১ বছর বয়সী ‘লাভ আইল্যান্ড’-এর উপস্থাপিকা মায়া গত বছর বড়দিনের ঠিক আগে বাড়িটি কিনেছিলেন।

ফিফার শীর্ষ নেতৃত্বে পরিবর্তন চান ফুটবল কিংবদন্তিরা

পোস্ট ডেস্ক : ফুটবলের ‘মূল চেতনা থেকে সরে আসার’ অভিযোগ তুলে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর পদত্যাগের দাবি জানিয়েছেন একদল প্রভাবশালী বর্তমান ও সাবেক ফুটবলার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এক বিবৃতিতে তারা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, ‘আর নয়, এবার যথেষ্ট হয়েছে।’ ফিফার বিতর্কিত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এবং বিশ্বমঞ্চে একক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টার বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ ফুটবল বিশ্বে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

‘ফিফা লেজেন্ডস’ কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত অনেক তারকাও এই প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও আর্সেনালের সাবেক ডিফেন্ডার মিকেল সিলেভেস্ত্রে, ফিফার বর্ষসেরা নারী ফুটবলার ও ইংল্যান্ডের ডিফেন্ডার লুসি ব্রোঞ্জ, সাবেক গোলকিপার ডেভিড জেমস এবং ফ্রান্সের ১৯৯৮ বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার ইমানুয়েল পেটিট। বিবৃতিতে তারা উল্লেখ করেন, কোটি কোটি ফুটবলপ্রেমীর মতো তারাও দেখেছেন কীভাবে ফিফার বর্তমান নেতৃত্বের অধীনে খেলাটি তার মূল আদর্শ থেকে দূরে সরে গেছে। খেলোয়াড় ও সমর্থকদের মতামত ছাড়াই বড় বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সমালোচনা করে তারা বলেন, ‘ক্ষমতার মোহে বর্তমান নেতৃত্ব নিজেদের স্বার্থ ও ফুটবলের স্বার্থের পার্থক্য বুঝতে ভুল

করছে। ফুটবলের ভবিষ্যতের স্বার্থেই তাই কাঠামোগত পরিবর্তন জরুরি।’

এদিকে ফিফার এই শীর্ষ কর্মকর্তার পক্ষেও কথা বলেছেন অনেকে। ক্যামেরুন ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি ও চেলসি-বার্সেলোনার সাবেক তারকা স্যামুয়েল ইতো সিএনএন-কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর পক্ষ নিয়েছেন। তার মতে, ইনফান্তিনো কোনো ভুল করেননি। আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরেই মূলত এসব বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

ইতোর ভাষ্য, ‘আমি মনে করি না যে প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো কোনো ভুল কিছু করেছেন। আমি মনে করি এই সবকিছু এই সময়ে হচ্ছে, কারণ হলো সামনে নির্বাচন আসছে। এটুকুই।’ বিশ্ব ফুটবলের বৈশ্বিক সম্প্রসারণ এবং ছোট ও উন্নয়নমূলক দেশগুলোকে সুযোগ করে দেয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান ফিফা সভাপতির অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট জিয়ান্নি ইনফান্তিনো ফুটবলকে বদলে দিয়েছেন। যে দেশগুলোর সুযোগ ছিল না, তাদের সুন্দরতম টুর্নামেন্ট বিশ্বকাপে অংশ নেয়ার সুযোগ তিনি করে দিয়েছেন।’

এদিকে, ইউরোপিয়ান ফুটবল সংস্থার তীব্র বিরোধিতার মুখেও আফ্রিকান ফুটবল কনফেডারেশন (ক্যাফ) ইনফান্তিনোর প্রতি সমর্থন অব্যাহত রেখেছে।

ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবা :

মানুষের পাশে দাঁড়ানোও এক মহান ইবাদত

'মানুষের সেবা করা শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মানুষের উপকারে এগিয়ে আসাও হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত' । ইস্ট লন্ডন মসজিদের জুমার খুতবায় বিষয়টি তুলে ধরেছেন ইমাম শায়খ আনিসুল হক । তিনি ১৪ আগস্ট শুক্রবার খুতবা উপস্থাপন করেন।

খুতবায় তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.)-এর বর্ণিত একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। একবার সাহাবায়ে কেরাম রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর সঙ্গে সফরে ছিলেন । তাঁদের মধ্যে কেউ রোজা রেখেছিলেন, কেউ রাখেননি । প্রচণ্ড গরমের কারণে রোজাদার সাহাবিরা এতটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েন যে তাঁরা বিশ্রামে চলে যান । তখন যারা রোজা রাখেননি, তাঁরা উঠে তাঁবু তৈরি করেন, বাহনের দেখাশোনা করেন এবং সবার জন্য পানি সংগ্রহসহ প্রয়োজনীয় কাজগুলো সম্পন্ন করেন। তাঁদের এই সেবা দেখে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, “আজ যারা রোজা রাখেনি, তারাই সব সওয়াব নিয়ে গেল।”

শায়খ আনিসুল হক বলেন, এ ঘটনা আমাদেরকে ইবাদত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়। আমরা অনেক সময় মনে করি নামাজ, রোজা, কুরআন তিলাওয়াত ও জিকিরই শুধু ইবাদত। অথচ আল্লাহর বান্দাদের উপকার করা, তাদের কষ্ট দূর করা এবং প্রয়োজনের সময় পাশে দাঁড়ানোও আল্লাহর নৈকট্য লাভের বড় মাধ্যম।

তিনি বলেন, একজন মুমিন শুধু নিজের জন্য বাঁচে না। তার জীবন, পরিবার, প্রতিবেশী ও সমাজের মানুষের কল্যাণের সঙ্গেও যুক্ত।

খুতবায় রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর মদিনায় হিজরতের পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ভ্রাতৃত্বের কথাও তুলে ধরা হয় । মক্কা থেকে আসা মুহাজিররা নিজেদের ঘরবাড়ি, সম্পদ ও অনেক ক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনও পেছনে রেখে এসেছিলেন । মদিনার আনসাররা তাঁদের শুধু স্বাগত জানাননি, বরং নিজেদের সম্পদ ও সুযোগ-সুবিধা ভাগ করে নেওয়ার জন্যও প্রস্তুত ছিলেন।

বিশেষভাবে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) ও সা'দ ইবনে রাবি' (রা.)-এর মধ্যকার ভ্রাতৃত্বের ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আনসারদের সেবা শুধু মুখের সহানুভূতি ছিল না; তারা বাস্তবে ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রশংসা করে বলেন, “তারা নিজেদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অন্যদের নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়।” - সুরা হাশর, ৫৯:৯।

খুতবায় ক্ষুধার্ত এক অতিথির ঘটনাও তুলে ধরা হয় । রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর ঘরে তাঁকে

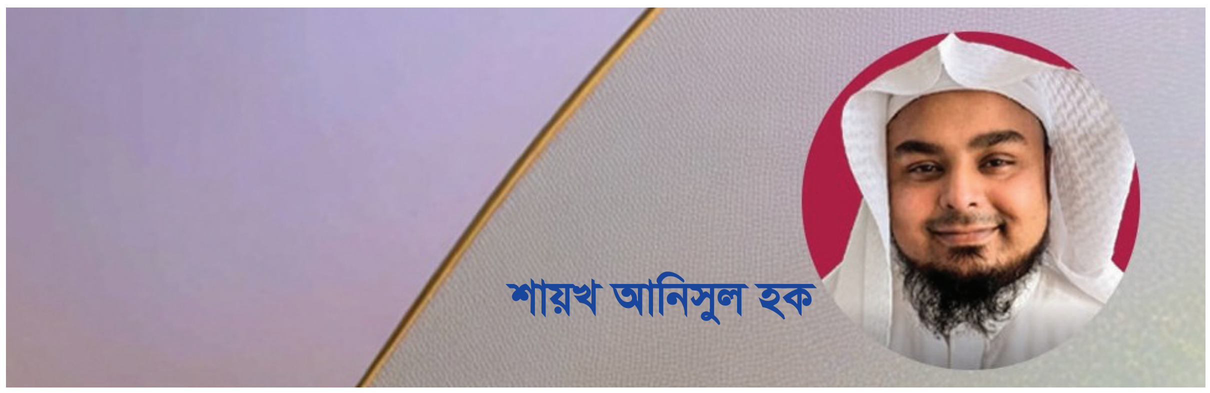

খাওয়ানোর মতো খাবার না থাকায় এক সাহাবি তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান । কিন্তু সাহাবির ঘরেও ছিল খুব অল্প খাবার, যা মূলত সন্তানদের জন্য রাখা হয়েছিল । শেষ পর্যন্ত ওই সাহাবি ও তাঁর স্ত্রী সন্তানদের না খাইয়ে অতিথিকে খাবার খাওয়ান । এসময় ঘরের বাতি নিভিয়ে দেওয়া হয়, যাতে অতিথি মনে করেন সবাই একসঙ্গে খাচ্ছেন।

শায়খ আনিসুল হক আরো বলেন, এটাই প্রকৃত সেবা । শুধু “আমি তোমার পাশে আছি” বলাই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজনে নিজের সময়, শ্রম, আরাম কিংবা সম্পদের কিছু অংশ ত্যাগ করাও সেবার অংশ।

তিনি রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর একটি হাদিস উল্লেখ করে বলেন, যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দুনিয়ার কষ্ট দূর করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করবেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেন, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে।

খুতবায় তরুণদের প্রতিও বিশেষ আহ্বান জানানো হয় । শায়খ আনিসুল হক বলেন, ছুটির দিনগুলো শুধু দেরি করে ঘুমানো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইল স্ক্রল করা কিংবা গেম খেলায় কাটিয়ে দেওয়া উচিত নয়। বিশ্রাম ও আনন্দের পাশাপাশি চারপাশে তাকিয়ে দেখতে হবে-কোথায় নিজেকে কাজে লাগাতে পারি?

তিনি বলেন, মা বাজার করলে ব্যাগ বহন করা, বাবার কোনো কাজে সাহায্য করা, মসজিদে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করা, কোনো বয়স্ক আত্মীয়ের প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দেওয়া কিংবা তাদের ছোটখাটো কাজে সহযোগিতা করা-এসবও গুরুত্বপূর্ণ সেবা।

তিনি বলেন মানুষের উপকার করতে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যেতে হবে না। অনেক সময় বড় সাওয়াবের সুযোগ পাশের ঘরেই থাকে।

পরিবারের ভেতর সহযোগিতার গুরুত্বও তুলে ধরেন শায়খ আনিসুল হক । হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, রাসুলুল্লাহ (সাঃ) নিজ ঘরে পরিবারের কাজে সহযোগিতা করতেন। তিনি আল্লাহর রাসুল ও মুসলিম উম্মাহর নেতা হয়েও ঘরের কাজকে নিজের জন্য মর্যাদাহানিকর মনে করেননি।

তিনি বলেন, তাই ঘরের কাজ করা, বাসন ধোয়া, সন্তানদের দেখাশোনা করা কিংবা পরিবারের কাউকে সহযোগিতা করাও সুন্নাহর অনুসরণ হতে পারে, যদি তা আন্তরিকতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়।

ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) ও ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর বক্তব্য উল্লেখ করে শায়খ আনিসুল হক বলেন, অন্য মানুষের প্রয়োজন পূরণের সুযোগ পাওয়া আসলে একটি বড় নিয়ামত । কারণ সবাই সাহায্য করার অবস্থায় থাকে না; অনেকেই বরং সাহায্য পাওয়ার প্রয়োজনের মধ্যে থাকে।

তিনি বলেন, সেবাকে বোঝা মনে করবেন না; বরং আল্লাহর দেওয়া একটি সুযোগ ও অনুগ্রহ হিসেবে দেখুন।

খুতবার শেষাংশে তিনি উপস্থিত মুসল্লিদের স্মরণ করিয়ে দেন, একদিন সবাইকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু একজন মানুষের ভালো কাজ, উপকার এবং সেবার প্রভাব তাঁর মৃত্যুর পরও মানুষের জীবনে থেকে যেতে পারে।

তিনি দোয়া করেন, আল্লাহ যেন আমাদের এমন মানুষ হিসেবে কবুল করেন- যারা পরিবার, প্রতিবেশী ও সমাজের জন্য উপকারী । মানুষের প্রয়োজন বুঝে পাশে দাঁড়ানোর তাওফিক দান করেন এবং মানুষের সেবার মাধ্যমে আল্লাহ'র সাহায্য, করুণা ও সন্তুষ্টি অর্জনের সুযোগ করে দেন। আমিন।

> শুধু “আমি তোমার পাশে আছি” বলাই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজনে নিজের সময়, শ্রম, আরাম কিংবা সম্পদের কিছু অংশ ত্যাগ করাও সেবার অংশ।
> যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দুনিয়ার কষ্ট দূর করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার কষ্ট দূর করবেন

শায়খ সৈয়দ আনিসুল হক : ইস্ট লন্ডন মসজিদের সিনিয়র ইমাম । জুমার খুতবা, ১৪ আগস্ট ২০২৬।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Court grants permission for legal challenge

Staff Reporter : Asylum Aid said today that it has received permission from the court to proceed with a legal challenge against the Government's decision to reduce the initial period of refugee protection from five years to two and a half years.

The charity said it has also asked for a hearing to take place as soon as possible.

The legal challenge concerns changes announced by the Home Secretary in March 2026. Under the new "core protection" system, refugee status is temporary and subject to review every 30 months. Previously, refugees received a five-year grant of leave and were able to apply for settlement after those five years.

Asylum Aid argues that the changes are unlawful and will increase instability for refugees, making it harder for them to establish stable lives. In its statement of facts and grounds and accompanying evidence filed with the court, Asylum Aid says it has challenged the way in which the policy was brought in, the lack of consultation with relevant stakeholders, its retrospective effect, and what it says was a failure to consider the true impact the new rules will have on refugees and Home Office operations.

The charity says it wants the Government to reverse the changes and restore the previous five-year grant of leave for refugees.

The Executive Director of Asylum Aid commented: "Our clients already wait months, often years, for a decision on their asylum claim. When they finally receive protection, people can begin to rebuild their lives after suffering unimaginable trauma. This reduction in status will severely limit recovery leaving refugees at risk of exploitation, impede community relations and cause further administrative burdens in an already backlogged asylum system."

Asylum Aid is represented in the case by Freshfields on a pro bono basis.

On Friday last week, Duncan Lewis Solicitors said it had also been granted permission to challenge the decision to reduce the length of leave granted to refugees from five years to 30 months. The firm said the court had ordered that its claim would be heard as soon as possible on or after 4 November 2026, alongside related cases.

Removal of foreign criminals and irregular migrants reaches near-decade high

Staff Reporter: In a post on social media last week, the Home Office said that the latest provisional figures showed the removal of foreign criminals and people without the legal right to remain in the UK had reached a near-decade high.

Data published last week (available here) covering the period from 1 July 2024 to 31 July 2026 recorded 80,286 returns, including both enforced and voluntary returns. Of those, 19,622 were enforced returns of people with no legal right to remain in the UK, while 11,733 involved foreign national offenders and 24,471 were asylum-related returns.

The Home Office noted that 78,137 returns took place during the two years from July 2024 to June 2026, compared with 51,542 in the preceding two-year period up to July 2024, representing an increase of 52%.

In the latest 12 months covered by the figures, 39,690 returns were recorded, up 5% on the previous year. Returns of foreign national offenders increased by 11%, while asylum-related returns rose by 10%. The total number of both enforced and voluntary returns involving people who had arrived in the UK by small boat increased by 39%.

The figures are provisional and are based on live operational systems.

Meanwhile, The Independent reported last week that the Labour Government had spent almost £40 million on its assisted voluntary returns programme since coming to power in July 2024.

According to The Independent, migrants eligible for the scheme can receive financial support of up to £3,000 to help them return to their country of origin.

The article noted that Brazilians accounted for almost half of those accepted for the scheme last year.

The Home Office says voluntary returns are generally less expensive than enforced removals.

A Home Office spokesperson was quoted as saying: "We save taxpayers millions of pounds by encouraging those here illegally to leave voluntarily. Our success in ramping up both forced and voluntary returns has seen this government return over 80,000 people."

Meta to pay up to $18bn to settle claims its platforms harm children

Post Report : Social media giant Meta has agreed to a $18bn (£13.3bn) settlement with US states and territories to resolve claims that Facebook and Instagram harmed children.

A California judge approved the settlement, which Meta must pay to 48 states, plus the District of Columbia and three US territories, marking the company's largest payment over child safety litigation to date.

Meta will also implement a host of changes aimed at better protecting kids online, which the states had demanded, including default daily time limits and night-time blocks.

"This is a major moment to clean up an industry that has been hurting our kids," California Attorney General Rob Bonta said.

Meta has denied any wrongdoing as part of the settlement and said on Wednesday that the payment it agreed to "will be distributed in annual instalments over a 10-year period".

Judge Yvonne Gonzalez Rogers approved the settlement, writing that it "reflects a fair, reasonable, comprehensive, and good faith approach not only to provide monetary relief, but importantly, to change conduct in a way that attempts to meaningfully address the negative impacts of the social media platforms at issue".

World's first patient to undergo live AI-assisted brain surgery

The world's first patient to have brain surgery with live artificial intelligence assistance has successfully had his tumour removed.

Rhys Hibbert, a father-of-two from Bedfordshire, could have lost his sight without the operation, said surgeons at University College London Hospital.

The AI tool analysed a video feed of the operation as it happened and advised surgeons on how to avoid crucial but hidden vessels and nerves in the brain. It allowed them to safely remove as much of the tumour as possible.

"From a patient safety perspective, I can see absolutely the benefit. There are no road signs inside our head," said Hibbert.

Until 18 months ago, 48-year-old Hibbert, a customer services manager, was fit and healthy, going on a two-mile walk every lunchtime.

It was on one of these walks that he fell unconscious and started fitting in the road.

A brain scan revealed he had an 11mm (0.433in) non-cancerous tumour growing on the pituitary gland - a marble-sized organ at the base of the skull.

The gland secretes vital hormones that help with processes like growth, metabolism and regulating blood pressure and temperature.

Crucially it sits very close to the carotid arteries which are vital vessels that supply blood to the brain, and the optic nerves that control vision.

As Hibbert's tumour began to press on his optic nerves, it narrowed his peripheral vision.

Severely fatigued and dizzy

Although he didn't need surgery straight away Hibbert started to trip over things and felt severely fatigued and dizzy.

"For 18 years of married life I've always got out of bed and made my wife a cup of coffee," Hibbert said, "and I wasn't going to let this tumour stop that."

He said the biggest impacts for him were emotional and psychological.

"Though I had a lot of people kindly offering help, you don't want to be a burden on people," he added.

When surgeons gave him the option to be the first person to try the operation with their bespoke AI tool involved, he didn't hesitate.

"If patients are not prepared to join research how can doctors ever learn and how can medicine ever progress?" he said.

The surgery involved inserting an endoscope - a thin camera on a stick - via the nose to the base of the skull.

At this point the tumour was close but hidden behind layers of bone and tough membrane.

Identifying the safest place to extract it was not straightforward, particularly as anatomy tends to differ between individuals.

UK resident doctor explains why NHS workers must demand Israel release Gaza's Dr. Hussam Abu Safiya

"Palestinian doctors are one of us"

NHS FightBack is campaigning for the immediate release of Dr. Hussam Abu Safiya, the paediatrician and medical director of Gaza's Kamal Adwan Hospital. He has been detained by Israeli forces since 27 December 2024 and held without charge or trial, let alone any evidence, as "an illegal combatant."

Dr. Abu Safiya was seized by Israeli forces after they bombarded and forcibly evacuated Kamal Adwan Hospital. He had become the public face of opposition to the destruction of Gaza's health care system, speaking publicly to the international media against famine conditions and mass injuries to children.

On July 2 this year, his lawyer, Nasser Odeh, following a visit to Abu Safiya at the Rakefet interrogation centre, reported that his client bore fresh, severe injuries to his head, eyes, ears and neck, and was struggling to breathe. Abu Safiya told him: "This is the last time you'll see me… they brought me here to kill me."

Over 2,500 healthcare workers in Britain have signed a petition demanding the release of Dr. Abu Safiya and other detained medics. Ninety-five medical workers are currently detained in Israeli prisons, held indefinitely without charge or trial, according to Al Jazeera.

Campaign group "Save Dr. Abu Safiya", together with the "Words of Justice" site, have reported that over 600,000 emails and tweets demanding his release have been sent from around the world. Healthcare workers have demonstrated in central London, and outside the prime minister's office in Downing Street in defence of Abu Safiya.

The protests defy the Labour government's efforts to silence those who oppose genocide. A recent report commissioned by former Health Secretary Wes Streeting recommends banning NHS staff from wearing or displaying symbols of solidarity with Palestine. The report was produced by a commission headed by Lord Mann, the former Labour MP who played a prominent role in the Labour Party's "left antisemitism" witch-hunt.

NHS Fightback has distributed a statement across UK hospitals, calling on National Health Service (NHS) workers to demand Dr. Abu Safiya's release. The following interview conducted with a resident doctor working in Wales encourages the expansion of this campaign. We have used the alias "Sara" to protect them against victimisation.

NHS FightBack: What does Dr Hussam Abu Safiya's case mean to you personally, and why must healthcare workers urgently demand his release?

Sara: I am acutely aware of the countless horror stories of murders of patients and healthcare workers in Gaza. Dr Abu Safiya is sadly one of many, but in my opinion the clearest example of the naked cruelty of the Zionist regime. He is a paediatrician, a doctor whose entire patient demographic is seen as needing protection, unable to defend or advocate for themselves—and yet, the Zionist state slanders, tortures and holds him illegally without charge.

To me, this reflects their utter depravity: how can you do this to a children's doctor? I see Palestinian doctors as one of us; their patients are no different and I have a duty of care as a doctor which extends to the global community of all workers.

Dr. Hussam Abu Safiya

There is nothing inherently different about the torture of a paediatrician from that of others, but it feels more personal due to knowing the nature of his work somewhat more intimately than another worker's.

I think all healthcare workers across the globe, if they truly believe in their duty of care, must recognise this: we do not work as individuals. Ultimately, our duty is to improve and protect the health of all people, no matter where they are.

NHS FightBack: More than 1,700 healthcare workers have been killed in Gaza, and every hospital has been damaged or destroyed. The UN Commission of Inquiry has described this as evidence of "genocidal intent". What responsibility do healthcare workers in Britain have towards colleagues facing this onslaught?

Sara: Healthcare workers in the UK are connected to healthcare workers across the globe. The contexts we work in may differ, but our duty to justice for our patients and the importance of advocacy remain the same no matter where we are. Therefore, we must advocate for our colleagues working under conditions that we could not even imagine.

For UK healthcare workers, where our government is supporting the genocide in Gaza despite the protests of the people, it is even more important that we seek alignment with other workers and make it increasingly clear that we find the genocide abhorrent and demand an end to it.

It is important to continue to provide aid and promote Palestinian voices. But ultimately, the genocide must be stopped, and this cannot be done by one individual. It will require the cooperation of all workers.

I've read about small-scale examples of workers refusing to ship arms to Israel and think that a general strike would be essential to bring an end to the genocide.

NHS FightBack: Every government is demanding an "end to the peace dividend" to divert billions more into armaments and war. Do you believe the NHS, as the "jewel in the crown of the welfare state," is a direct target? Andy Burnham has been installed as the new Prime Minister of a government pledged to increase military spending by a projected £298 billion over the next three years. Does defending the NHS require active opposition to the expanding war drive?

Sara: Yes. You can consider it a 'casualty' of warmongering if you want to be charitable, but I personally do not consider this to be the case.

Health and social care, especially with the current state of the NHS, will always be an easy target for warmongers. Governments will look for any reason to divert funds to more profitable endeavours.

I believe all healthcare workers need to oppose war. It can be broken down quite simply to this: war harms our 'patients' no matter where they are. It has many ripple effects—I can think of many refugees I work with due to the consequences of Western imperialism. Even 'locally', austerity to better fund the war machine has harmed the patients I see—diverted funding widens already massive health inequalities.

How can any healthcare worker see the consequences of war and not see it as inherently oppositional to their work?

NHS FightBack: The British Medical Association (BMA) brought in external investigators against its own president, Dr. Mary McCarthy, after she was accused of antisemitism for opposing the genocide. What does this tell you about the existing unions and whether they will defend healthcare workers who speak out?

Sara: I find the McCarthyite situation ridiculous and a clear sign that unions are not truly aligned with workers. I know many doctors with similar views to Dr. McCarthy's—that this is a genocide, that Israel is an apartheid state that oppresses its Palestinian population—and it is disgusting to see this conflated with antisemitism.

The BMA has since released a statement reporting that they support a ceasefire and would like respect for international humanitarian law, but this reads as hollow when they investigate someone for arguably calling for the same.

I would like to underscore that the BMA was late to formally address the genocide. It wasn't until June 2025 that they formally severed ties with the IMA (Israeli Medical Association), despite there having been years of evidence of genocide, and anger from members of the union.

There has been no clear communication with workers, or mobilisation of workers to aid in ending the genocide. I think this clearly shows the role of the unions as upholding the status quo, even if they say they condemn it.

NHS FightBack: Protesting the genocide has been criminalised—from the ban on Palestine Action to proposals to prohibit health workers from wearing symbols of solidarity with Palestine. How important is it that NHS workers, more than one million strong, lead a powerful movement against austerity, war, and attacks on democratic rights?

Sara: As healthcare workers, our duty is the same to all patients across the globe. We are no different to other healthcare workers, no matter where they are. We all operate under the same principles.

As a doctor, I know that my patients put the utmost trust and faith in me. It is important to me that I do not fail them—and this includes utilising my education to advocate for them. To me, speaking up against the Gaza genocide is, frankly, part of the career path I chose.

I cannot stress this enough: I am a doctor at the end of the day, and I cannot pick and choose who my patients are. In my opinion, no healthcare worker can—if we see oppression, inequality or injustice anywhere, we must eliminate it. How else, otherwise, can you build a truly healthy society?

NHS FightBack calls on healthcare workers across Britain to join the campaign for Dr. Hussam Abu Safiya's immediate release and to oppose the drive to war, austerity and the suppression of democratic rights.

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 1126168

NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

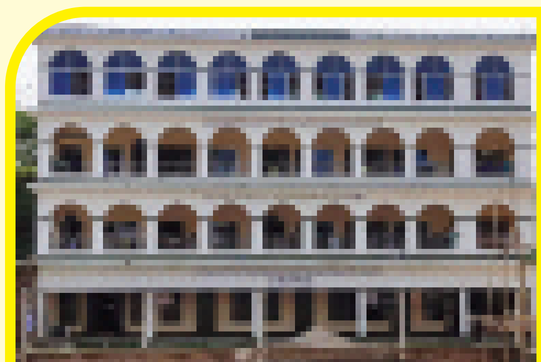
Orphanage

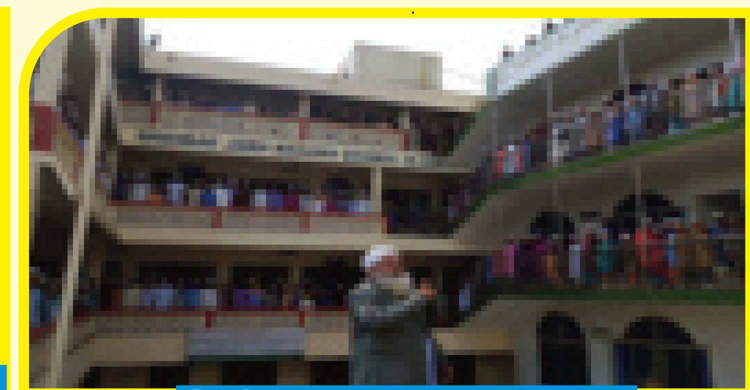
Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :

Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324

UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS

Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00

Shops (permanent income for Orphanage)
Per Shop £2500.00

Class/Living Room for Orphanage
Per Room £3000.00

Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400
Minnow (Fishery), Tree plant £100

Ashab-e-Badr Fund
one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 23 ♦ Issue: 1087 ♦ Friday 28 August - Thursday 03 September 2026

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

প্রতি আট মিনিটে একজনের প্রোস্টেট ক্যানসার শনাক্ত

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যে প্রোস্টেট ক্যানসার রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্যানসার বিষয়ক বিখ্যাত সংস্থা 'ম্যাকমিলান ক্যানসার সাপোর্ট'-এর তথ্যমতে, দেশটিতে প্রতি বছর ৬৮,০০০-এরও বেশি পুরুষের শরীরে নতুন করে প্রোস্টেট ক্যানসার শনাক্ত হচ্ছে, যা গড়ে প্রতি আট মিনিটে একটি নতুন কেসের সমান।

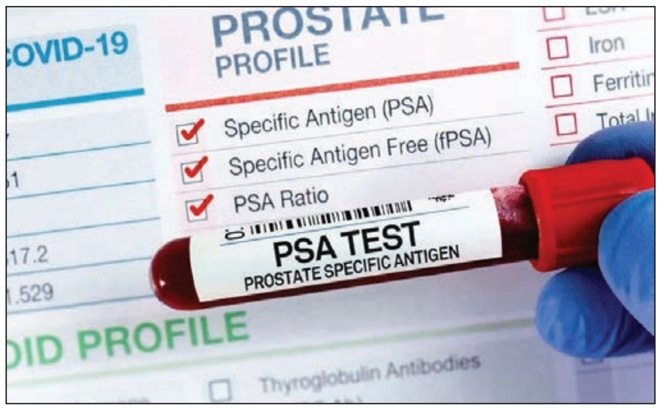

সংস্থাটির সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২০ সালের পর থেকে যুক্তরাজ্যে প্রোস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে জীবনযাপন করা মোট পুরুষের সংখ্যা এক লাফে ১ লাখ বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৬ লাখে পৌঁছেছে; যেখানে ২০২০ সালে এই সংখ্যাটি ছিল প্রায় ৫ লাখ। বর্তমানে প্রোস্টেট ক্যানসার যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে সাধারণ এবং ঘনঘন শনাক্ত হওয়া ক্যানসার হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

রোগটি ঘিরে সমাজে নানা ধরনের 'ভুল ধারণার' কারণে বহু পুরুষ সময়মতো স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে বাধা পাচ্ছেন বলে সতর্ক করেছে চ্যারিটি প্রতিষ্ঠানটি। ম্যাকমিলান ক্যানসার সাপোর্টের প্রধান চিকিৎসা উপদেষ্টা ড. অ্যান্থনি কানলিফ জানান, 'সবচেয়ে বড় ভুল ধারণাগুলোর একটি হলো-দৈহিকভাবে সুস্থবোধ করার মানেই প্রোস্টেট ক্যানসার না থাকা। বাস্তবতা হলো, প্রাথমিক অবস্থায় রোগটির কোনো স্পষ্ট উপসর্গ থাকে না।'

চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রোস্টেট গ্রন্থিটি আকারে যথেষ্ট বড় হয়ে যখন মূত্রনালীতে চাপ সৃষ্টি করে, তখনই মূলত এর উপসর্গ প্রকাশ পায়। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে বছরের পর বছর আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে কোনো লক্ষণ প্রকাশ নাও পেতে পারে। ৫০ বছরের বেশি বয়সি পুরুষদের ক্ষেত্রে এর ঝুঁকি বেশি থাকলেও কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ এবং পরিবারে ক্যানসারের ইতিহাস রয়েছে এমন ব্যক্তিদের তুলনামূলক কম বয়সেই এটি হতে পারে।

রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ধাপ হিসেবে সাধারণত 'পিএসএ' নামক রক্তের পরীক্ষা করানো হয়। চিকিৎসকরা শারীরিক পরীক্ষার --১৭ পৃষ্ঠায়

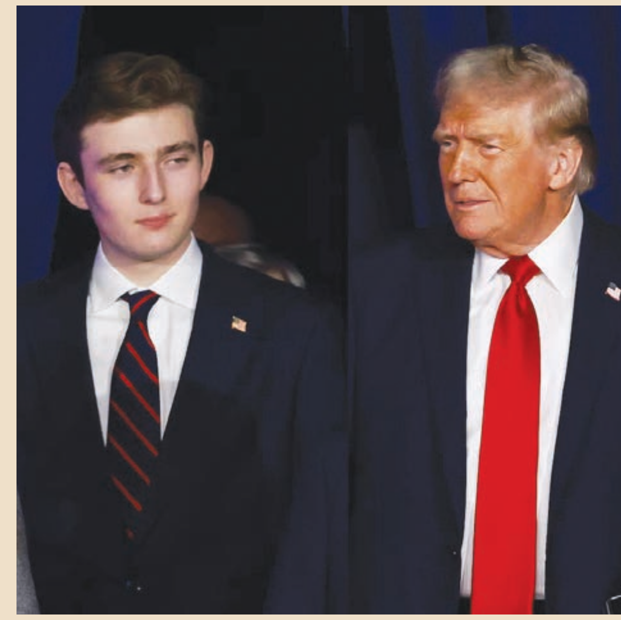

ট্রাম্পের ছেলেকে হত্যায় ১ কোটি ডলার পুরস্কার ঘোষণা!

পোস্ট ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কনিষ্ঠ ছেলে ব্যারন ট্রাম্পকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়েছে-এমন একটি ভিডিও প্রচারের বিষয়টি নজরে এসেছে যুক্তরাষ্ট্রের সিক্রেট সার্ভিসের। ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যমে প্রচারিত ওই ভিডিওতে ২০ বছর বয়সি ব্যারন ট্রাম্পকে হত্যার সম্ভাব্য স্থান ও পদ্ধতি নিয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

সিক্রেট সার্ভিসের মুখপাত্র নেট হেরিং সিএনএনকে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, সিক্রেট সার্ভিস ভিডিওটির বিষয়ে অবগত এবং আমাদের সুরক্ষাধীন ব্যক্তিদের জন্য হুমকি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে-এমন যেকোনো বিষয় আমরা তদন্ত করি। তবে নিরাপত্তাজনিত কারণে এ ধরনের গোয়েন্দা তথ্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় না বলেও জানান তিনি।

প্রায় তিন মিনিটের ভিডিওটির শুরুতে ইংরেজিতে লেখা একটি গ্রাফিক দেখানো হয়- হোয়ার টু কিল ব্যারন ট্রাম্প?! অর্থাৎ ব্যারন ট্রাম্পকে কোথায় হত্যা করা হবে?! এরপর ব্যারন যেসব স্থানে প্রকাশ্যে যাতায়াত করেন --১৭ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি যুবককে গুলি করে হত্যা

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনে একটি ফ্রাইড চিকেনের দোকানে বন্দুকধারীর গুলিতে রাজু নামে এক বাংলাদেশি যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও একজন বাংলাদেশি আহত হয়েছেন বলে সহকর্মী ও পরিচিতজনদের কাছ থেকে জানা গেছে। স্থানীয় সময় শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে রাউনসভিলের 'আমেরিকান বেস্ট উইংস অ্যান্ড পিৎজা' নামক দোকানে এই ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শী ও স্বজনদের ভাষ্য অনুযায়ী, এক বন্দুকধারী দোকানে প্রবেশ করে গুলি চালালে সেখানে কর্মরত দুই বাংলাদেশি গুলিবিদ্ধ হন। তাদের একজনের পায়ে গুলি লাগে এবং অপরজন রাজু বুকে গুলিবিদ্ধ হন।

গুরুতর আহত উভয়কে দ্রুত স্থানীয় হাসপাতালের নেয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজুর মৃত্যু হয়। আহত অপর বাংলাদেশি --১৭ পৃষ্ঠায়

বিড়ালের গিনেস রেকর্ড

পোস্ট ডেস্ক : একটি বিড়ালের চার পায়ে সাধারণত ১৮ আঙুল থাকে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিনে চার পায়ে ২৯ আঙুল থাকা এক বিড়ালের খোঁজ মিলেছে। বিরল বৈশিষ্ট্যের কারণে মেইন কুন জাতের বিড়ালটি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখিয়েছে। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের কর্মকর্তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিড়ালটির চার পায়ে মোট ২৯ আঙুল থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ইরেবাস অ্যানোমালি নামের বিড়ালটির মালিক মার্কিন দম্পতি কেন্ড্রা ভ্যানডেনব্লুমার ও হান্টার নেট।

অতিরিক্ত ১১টি আঙুল থাকায় ইরেবাস দেখতে ভিন্ন এবং থাবা সাধারণ বিড়ালের তুলনায় অনেক বড়। তবে এত বেশি আঙুল থাকা সত্ত্বেও তার হাঁটাচলা কিংবা স্বাভাবিক জীবনযাপনে কোনো সমস্যা হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন মালিক মার্কিন দম্পতি।

স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি আঙুল থাকার এই বৈশিষ্ট্যকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় পলিড্যাক্টিলি বলা হয়। --১৭ পৃষ্ঠায়

দেশে শিল্প-কারখানা বন্ধের হিড়িক

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : যুক্তরাষ্ট্রের পর ইউরোপের বাজারেও আধিপত্য হারাচ্ছে বাংলাদেশের তৈরি পোশাকশিল্প। বড় দুটি বাজার হারিয়ে দিশাহারা অবস্থায় পড়েছেন এই খাতের উদ্যোক্তারা। এর সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে চট্টগ্রামের বিভিন্ন শিল্পকারখানায়। কার্যাদেশ না থাকায় বন্ধ হয়ে গেছে বেশ কয়েকটি কারখানা। চালু থাকা অধিকাংশ কারখানা লো-ক্যাপাসিটিতে অপারেশন চালাচ্ছে।

বন্ধ হওয়া কারখানাগুলোর শ্রমিকরা চাকরি হারিয়ে মানবেতর জীবন কাটাচ্ছেন। অন্য শ্রমিকদের মধ্যেও দেখা দিয়েছে অনিশ্চয়তা। শ্রমিক নেতা ও অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এভাবে চলতে থাকলে দেশে বেকারত্ব বৃদ্ধিসহ অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিসংখ্যান দপ্তর ইউরোস্ট্যাটের তথ্য বলছে, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে ইউরোপের বিভিন্ন বায়িং প্রতিষ্ঠান বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে চার হাজার ১১০ কোটি ১৭ লাখ ইউরোর তৈরি পোশাক আমদানি করেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে গেছে ৮৬৪ কোটি ৪৮ লাখ ইউরোর পোশাক।

গত বছরের একই সময়ে ইউরোপে রপ্তানি হয়েছিল এক হাজার ৩৪ কোটি ৪৪ লাখ ইউরোর তৈরি পোশাক। এক বছরের ব্যবধানে অন্যতম বড় এই বাজারে বাংলাদেশের রপ্তানি কমেছে ১৬.৪৩ শতাংশ। একই সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশ ৪০০ কোটি ৭৮ লাখ ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে। ২০২৫ সালের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ৪২৫ কোটি ২৪ লাখ ডলার। এই অঙ্ক গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫.৭৫ শতাংশ কম।

বড় বাজারগুলোর নিম্নমুখী এই চিত্র সরাসরি আঘাত হেনেছে বাংলাদেশের শিল্পকারখানায়। এই খাতের উদ্যোক্তারা বলছেন, বৈশ্বিক সংকটের পাশাপাশি তেল-গ্যাসের তীব্র অভাবসহ নানামুখী সংকটের কারণে সহসা --১৭ পৃষ্ঠায়

পশ্চিম তীরে বসতি সম্প্রসারণের ঘোষণা নেতানিয়াহুর

পোস্ট ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে প্রবল প্রতিবাদ ও চাপ সত্ত্বেও অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড পশ্চিম তীরে (ওয়েস্ট ব্যাংক) অবৈধ ইহুদি বসতি সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তোয়াক্কা না করে এই ধারা অব্যাহত রাখার বিষয়ে কড়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

নেতানিয়াহুর কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন নির্বাচনে কট্টরপন্থীদের সমর্থন ধরে রাখতে এবং ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে ইহুদি

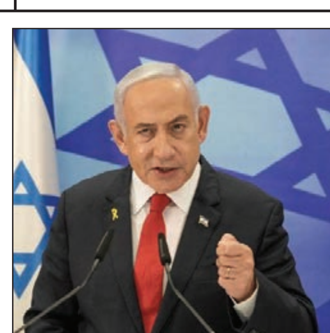

অভিবাসনের বড় তরঙ্গ সৃষ্টি করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আগামী অক্টোবরের নির্বাচনকে সামনে রেখে নেতানিয়াহু ইসরায়েলের --১৭ পৃষ্ঠায়

সংসদ অভিমুখে জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলের পদযাত্রা রোববার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও সারের সংকটের প্রতিবাদ এবং গুমের ঘটনায় দ্রুত বিচারের দাবিতে আগামী রোববার জাতীয় সংসদ অভিমুখে পদযাত্রা করবে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় ঐক্যজোট। আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে গুমের শিকার ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের --১৭ পৃষ্ঠায়

সংগীতের 'রানি' ডলি পার্টন আর নেই

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের জনপ্রিয় গায়িকা ডলি পার্টন (৮০) আর নেই। প্রায় ছয় দশক ধরে নিজের ক্যারিশমা, আবেগঘন গানের কথা ও অসাধারণ ব্যবসায়িক দক্ষতায় মানুষের হৃদয় জয় করা কিংবদন্তি 'কান্ট্রি সংগীতশিল্পী', গীতিকার ও অভিনেত্রী ডলি পার্টন মঙ্গলবার বয়সে মারা গেছেন। তার পরিবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। তবে মৃত্যুর --১৭ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 488 7990, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk